আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

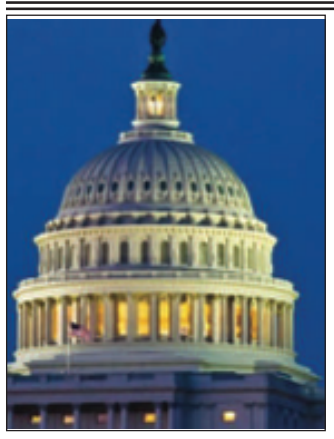
করোনা রোগ সারতে কত দিন লাগে?

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: অনেকের মনেই প্রশ্ন, করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর পুরোপুরি সেরে উঠতে একজন মানুষের কতদিন সময় লাগে। চিকিৎসকদের বরাত দিয়ে বিবিসির এক প্রতিবেদন বলছে, একজন রোগীর সুস্থ হতে কত সময় লাগবে তা **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৪ || সংখ্যা ৫১ || সোমবার || ভাদ্র ৩০ || ১৪২৭ || মহররম ২৬ || ১৪৪২ || Vol. 24 || Issue 51 || September 14 || 2020 || USA. **FREE** in NY, Other State **$1**

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086



করোনা নিয়ন্ত্রণে বিশাল ব্যয়

যুক্তরাষ্ট্রে বাজেট ঘাটতি ৩ লাখ কোটি ডলার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাজেট ঘাটতিতে নতুন রেকর্ড গড়েছে যুক্তরাষ্ট্র। করোনাভাইরাসের তান্ডব মোকাবেলায় দেশটির নেয়া বিভিন্ন আর্থিক সহায়তা ও প্রণোদনা প্রকল্প এবং বিভিন্ন কর্মসূচির কারণে বিশ্বের শীর্ষ অর্থনীতির এই দেশটিতে এরই মধ্যে বাজেট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩ লাখ কোটি (৩ ট্রিলিয়ন) ডলারে। এ ঘাটতির পরিমাণ ২০০৯ সালের তুলনায় দ্বিগুণ। ২০০৮ সালে আবাসন আর্থিক সংকটের কারণে এমন ঘাটতি মোকাবেলা করতে হয়েছিল ওয়াশিংটনকে। এদিকে করোনা মহামারী ও আরোপিত নানা বিধিনিষেধের ফলে গরিব দেশগুলোতে ব্যাপকভাবে আয় কমেছে। নজির-বিহীন দারিদ্র্যের মধ্যে মানবেতর জীবনযাপন করছে লাখ লাখ অধিবাসী। খবর বিবিসির। করোন-াভাইরাসের কারণে একদিকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য। অন্যদিকে সরকারের করোনার ত্রাণ তহবিলে বিপুল অর্থ খরচে বিপাকে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি। আমেরিকান অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, চলতি অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সরকার খরচ করেছে ৬ লাখ কোটি (৬ ট্রিলিয়ন) ডলারেরও বেশি। এর মধ্যে শুধু করোনা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতেই ব্যয় হয়েছে দুই লাখ কোটি (দুই ট্রিলিয়ন) ডলার। এই ব্যয় কর থেকে অর্জিত রাজস্বকে**(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি কতটা পূরণ করেছেন ট্রাম্প

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার আগে ডোনাল্ড ট্রাম্প তার নির্বাচনী প্রচারণায় বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এসব প্রতিশ্রুতির কয়েকটি **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**

২ স্ত্রীসহ এনআরবি ব্যাংক পরিচালক বদিউজ্জামানের সম্পদের হিসাব তলব

শত শত কোটি টাকা সিঙ্গাপুরে পাচারের অভিযোগ

ঢাকা ডেস্ক: অবৈধ সম্পদ ও শত শত কোটি টাকা সিঙ্গাপুরে পাচারের অভিযোগে এনআরবি ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালক এম বদিউজ্জামান ও তার দুই স্ত্রী নাসরিন জামান এবং তৌহিদা সুলতানার সম্পদের হিসাব চেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এম বদিউজ্জামান নাগরিকত্ব নিয়ে সিঙ্গাপুরে আত্মগোপন করেছেন বলে দুদকের কাছে তথ্য রয়েছে। সোমবার দুদকের পরিচালক কাজী শফিকুল আলম তাদের সম্পদ বিবরণী দাখিলের নোটিশ জারি করেন। নোটিশে এম বদিউজ্জামান ও তার দুই স্ত্রীর অর্জিত স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ ও দায়দেনা সংবলিত সম্পদ বিবরণী নোটিশ প্রাপ্তির ২১ কার্যদিবসের মধ্যে কমিশনে দাখিলের নির্দেশ প্রদান করে দুদক। দুদক সূত্রে জানা যায়, তাদের বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে এডভান্স হোম প্রাইভেট লিমিটেড ও ফিনিক্স **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**

কার দখলে যাচ্ছে হোয়াইট হাউজ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বিশ্বরাজনীতির জন্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এই নির্বাচনের মাধ্যমেই নির্ধারণ করা হবে আগামী চার বছরের জন্যে কে হতে **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

প্রেমিকার সামনে ২০ মিনিটে পুড়ে মারা যান সাব্বির!

ঢাকা ডেস্ক: রাজধানীর মিরপুরে প্রেমিকার বাসায় আগুনে পুড়ে মারা গেছেন সাব্বির আহমেদ নামে আমেরিকা প্রবাসী এক যুবক। প্রেমিকা মীর সোনিয়াসহ তার পরিবারের পাঁচ/ছয় জন সদস্যের সামনে প্রায় ১৫/২০ মিনিট ধরে তিনি আগুনে দগ্ধ হন **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

নিজের তৈরি প্লেন ওড়াল মাগুরার কিশোর হিরণ

ঢাকা ডেস্ক: কোনো প্রাতিষ্ঠানিক প্রযুক্তিজ্ঞান ছাড়াই উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে নিজের তৈরি খেলনা প্লেন শূন্যে উড়িয়ে অবাক করে দিয়েছে মাগুরার প্রত্যন্ত গ্রামের কিশোর মোহাম্মদ হিরণ। শুধু প্লেন নয়, হিরণ দ্রুতগতির স্পিডবোট তৈরি করে পানিতে চালাতে সক্ষম হয়েছে। ১৮ বছর বয়সী হিরণ বর্তমানে স্থানীয় বিনোদপুর বাজারে 'এনামুল মোবাইল **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**



বদলে যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের সমীকরণ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ইসরায়েলের সঙ্গে বাহরাইনের আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক স্থাপন বা বিদ্যমান অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার বিষয়টি আঁচ করা যাচ্ছিল কয়েক সপ্তাহ ধরে। বিশেষ করে সরকারি বিবৃতি ও সফর বিনিময় থেকে তা স্পষ্ট। গত ১৩ আগস্ট সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) ইসরায়েলের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক গড়ে। এরই ধারাবাহিকতায় ইসরায়েল-বাহরাইন সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ঘোষণা এসেছে গত শুক্রবার রাতে। ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের চুক্তি বা সমঝোতা করা **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

শর্ত সাপেক্ষে বিমান শতভাগ যাত্রী নিতে পারবে

ঢাকা ডেস্ক: দেশের অভ্যন্তরীণ রুটে আকাশপথে ভ্রমণে ২৫ শতাংশ সিট খালি রাখার বাধ্যবাধকতা উঠে যাচ্ছে। এখন থেকে শর্ত **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

www.banglapatrikausa.com

CENTURY 21 AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate

CORE CREDIT REPAIR
www.cmscreditsolutions.com
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন ?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না ? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন।
Late Payments · Tax Liens · Charge Offs · Garnishment · Inquiries · Collections
Call us: 646-775-7008
Mohammed A Kashem, Credit Consultant
37-53, 72nd Street, Suite # 1, Jackson Heights, NY 11372
Email: info@cmscreditsolutions.com

SUNNATI HAJJ & UMRAH GROUP
Hajj trusted since 2000
Peace Tour
Tel: 718-739-3189
Cell: 347-327-6276, 347-750-3909
87-26, 175 Street, Apt. #1A, Jamaica, NY 11432
Email: sunnatihaj@gmail.com
Web: www.haj@sunnah.com

APOLLO BROKERAGE
TLC INSURANCE
Shanaaber Ali
29-10 36th Avenue, Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-6800, Fax: 718-472-6801
E-mail: apollobrokerageinc@gmail.com

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
Digital One Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-386-4140, 917-592-7823
সুপার সেল $684+
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

আপনি কি সপ্তাহে ২,০০০ ডলার আয় করতে চান?
পার্কপাস পার্মিট, রোড টেস্ট এবং টিএলসি পরীক্ষা দিয়ে বার বার ব্যর্থ হয়েছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন
R & R Driving School
471 McDonald Avenue (Basment), Brooklyn, 347-836-1279

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
Crescent Insurance Brokerage Inc.
KABIR CHOWDHURY

BANGLA HOME CARE
BANGLA CDPAP SERVICES
LOVE WITH CARE IS HUMANITY"
বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে



Corporate Office
72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

WE ARE HIRING HHA
HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal



BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218

FOR MORE INFO
718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388
E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

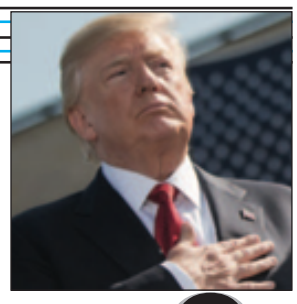
বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday //September 14 // 2020

শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত ডোনাল্ড ট্রাম্প



হককথা ডেস্ক: শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সম্প্রতি সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইসরাইলের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিকীরণের চুক্তিতে মধ্যস্থতা করেন তিনি। ঐতিহাসিক এ শান্তি চুক্তির কারণে ২০২১ সালের জন্য ট্রাম্পকে মনোনীত করা হয়। এ খবর জানিয়েছে সংবাদ মাধ্যম ফক্স। নরওয়ের রাজনীতিবিদ ও সংসদ সদস্য টাইব্রিং-জেডেড এ বছর নোবেল পুরস্কারের জন্য (বাকি অংশ ১১ পাতায়)

মেধাবী ছাত্র সাব্বির হত্যার বিচারের দাবিতে নিউইয়র্কে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত







নিউইয়র্ক: বাংলাদেশের মেধাবী ছাত্র ইংল্যান্ডে লেখাপড়া করে আইটি পেশায় নিয়োজিত ও ইমিগ্রেন্ট ভিসা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আসার অপেক্ষামান তালিকায় থাকা সাব্বির আহম্মেদকে পরিকল্পিতভাবে হত্যার প্রতিবাদে নিউইয়র্কে মানববন্ধন ও সভা হয়েছে। গত ১০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার জ্যাকসন হাইটস্থ ডাইভারসিটি প্লাজায় এই অনুষ্ঠানের কর্মসূচীর করা হয়। সভায় জানানো হয় যে, গত ৩১ আগষ্ট ঢাকার মীরপুর-১ এ আগুন দিয়ে হত্যার চেষ্টা এবং ৫ সেপ্টেম্বর ঢাকা মেডিকেলের বার্ণ ইউনিটে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে না ফেরার দেশে চলে যায় সাব্বির। এই নির্মম হত্যার বিচারের দাবিতে এবং সুষ্ঠ তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে উল্লেখিত মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে নিউইয়র্কের বাংলাদেশীসহ বিপুল সংখ্যক আমেরিকান উপস্থিত ছিলেন।

সমাবেশে বক্তরা সাব্বির হত্যায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এবং প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই হত্যাকান্ডের সুষ্ঠু তদন্ত এবং বিচারের দাবী জানান এবং ভবিষ্যতে যাতে কোন বাংলাদেশী নাগরিকদের এভাবে নির্মমভাবে প্রাণ দিতে না হয় সেজন্য দেশে এবং বিদেশে সকল নাগরিককে হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে বিচারের দাবীতে সবাইকে যার যার স্থান থেকে প্রতিবাদ করার আহ্বান জানানো হয়।

সমাবেশে নিহত সাব্বির আহম্মেদ এর চাচা মোঃ মনজুর লস্কর এবং মোঃ এনাম লস্কর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বরাবর এই হত্যার কান্ডের বিচারের জন্য খোলা চিঠি জনসাধারণের নিকট বিতরণ করেন এবং বাংলাদেশ কনস্যুলেটের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বরাবর পৌছে দেওয়ার জন্য স্মারকলিপি প্রদান করেন। স্মারকলিপি নিম্নরূপ:

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বরাবর খোলা চিঠি

আমি মোহাম্মদ মন্জু লস্কর , পিতা মৃত আবদুর রশিদ লস্কর, ৩৭-১৪, ৯০ষ্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২, ফোন-০০১-৯১৭৪৩২৭৩২০, এইমর্মে আপনার সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, ইংল্যান্ডে লেখাপড়া করা এবং ইমিগ্রান্ট ভিষা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আসার অপেক্ষমান তালিকায় থাকা আমার ভ্রাতুস্পুত্র সাব্বির আহমেদ গত ৩১/০৮/২০ইং তারিখ সকালে বাংলাদেশে তার পল্লবীর বাসা থেকে অফিসের উদ্দেশ্যে বের হয়। রাত আনুমানিক ৮-১৫ ঘটিকার সময় আমার বড়ভাইয়ের বড় ছেলে সাকিব আহমেদের ০১৬২৮৬১৫২৭৭নং ফোনে তাদের পুর্ব পরিচিত মো: মামুন নামের এক ব্যক্তি তার ০১৯৯০৪০৯৩১৬ নং মোবাইল থেকে ফোন করে জানায় যে, আমার বড় ভাইয়ের ছোট ছেলে সাব্বির আহমেদ অগ্নিদগ্ধ হয়েছে এবং তাকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। উক্ত সংবাদ প্রাপ্তির পর তাৎক্ষনিকভাবে আমার বড় ভাইয়ের বড় ছেলে সাকিব মিরপুর থেকে এবং ভাইয়ের শ্যালক ও শ্যালিকা আজিমপুর থেকে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে গিয়ে আমার ভাইয়ের শ্যালক এবং শ্যালিকা দেখতে পায় সাব্বিরকে ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে এবং ১০/১৫ জন যুবক তাকে ঘিরে জবানবন্দি গ্রহনে ব্যস্ত আছে। ডাক্তারদের পিড়াপিড়িতে তারা সরে গেলে ডাক্তারগন তার চিকিৎসা শুরু করেন। এ পর্যায়ে আমার বড় ভাইয়ের বড় ছেলে সাকিব আহমেদ এবং ভাইয়ের শ্যালক ও শ্যালিকা উপস্থিত যারা ভর্তি করতে এনেছে তাদের কাছে ঘটনার বিবরণ জানতে চাইলে তারা জানান যে, ঢাকার শাহআলী থানা এলাকাধীন মিরপুর ১নং সেকশনের ডি বকস্থিত এভিনিউ ১/এ এর ১০/২ নং বাড়ীর ৩য় তলার বাম পার্শে জনাব মো: তারেকের বাসায় অগ্নিদগ্ধের ঘটনাটি ঘটেছে। তারেকের বোন জামাই মো: মামুন, তারেকের বোন সোনিয়া এবং সোনিয়ার মায়ের উপস্থিতিতে শরীরে কেরোসিন ঢেলে অগ্নিদগ্ধ করা হয়। পরবর্তীতে আমার অপর দুই ভাই ,বড় ভাইয়ের শ্যালক এবং শ্যালিকা ঘটনাস্থলে গিয়ে জানতে পারে যে, আলোচ্য বাসায় জনাব তারেক, তারেকের বোনজামাই মামুন, তারেকের বোন সোনিয়া এবং তারেকের মায়ের উপস্থিতিতে তাদের প্ররোচনা, উস্কানি এবং সহযোগীতায় অগ্নিদগ্ধের উক্ত ঘটনাটি ঘটেছে। অত্যন্ত দু:খের সাথে আপনাকে জানাচ্ছি যে, চিকিৎসাধীন অবস্থায় আমার বড় ভাইয়ের ছেলে সাব্বির আহমেদ গত ০৫/০৯/২০ তারিখ বিকেল ৪-৩০ ঘটিকায় হাসপাতালেই শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। ৪/৫ জন লোকের সন্মুখে কিভাবে, কোন প্ররোচনা এবং সহযোগীতায় উক্ত অগ্নিদগ্ধের ঘটনা ঘটেছে, কে বা কোন কোন ব্যাক্তি কেরোসিন এনে কিংবা তা প্রজ্জলিত করে পুরে মারায় সহযোগীতা করেছে, কিংবা কোন পরিস্থিতিতে আমার বড় ভাইয়ের ছেলে উক্ত বাসায় উপস্থিত হয়েছিল কিংবা ডেকে নিয়ে তাকে আগুনে ঝলসে দিয়ে হত্যা করা হয়েছে কিনা এ বিষয়গুলো তদন্ত হওয়া অত্যন্ত জরুরী বলে আমি মনে করি। এখানে উল্লেখ্য যে, আলোচ্য বাসার জনাব তারেকের বোন সোনিয়ার সাথে আমার ভাতিজা সাব্বির আহমেদের বিবাহের বিষয়টি গত ১৪/১২/২০১৯ তারিখে উভয়পক্ষের অবিভাবকগনের উপস্থিতিতে পারিবারীকভাবে চুড়ান্ত করা হয়েছিল, কিন্তু করোনা এবং আমার বড় ভাইয়ের অসুস্থতার কারণে বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা বিলম্বিত হচ্ছিল। কিন্তু আমার ভাতিজা এবং উক্ত মেয়ে সোনিয়ার নিয়মিত একে অপরের বাসায় যাতায়াত ছিল। সোনিয়া সবশেষ গত ২৯/০৭/২০ তারিখেও সাব্বিরের সাথে বর্ধিত পল্লবীর বাসায় এসেছিল। তৎসত্বেও কি এমন ঘটনা ঘটেছিল যে অভিভাবক হিসাবে আমার ভাইকে কোন কিছু অবহিত না করেই সোনিয়ার পরিবার বিশেষকরে তার মা সোনিয়াকে অন্যত্র বিবাহ দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল এবং জানা যায় যে, আগামী ১০ সেপ্টেম্বর-২০২০ তারিখে অন্য এক ছেলের সাথে সোনিয়ার বিয়ের দিন ধার্য করা হয়েছিল। সম্ভবত: এসকল কারণেই আলোচ্য ৩১/৮/২০ তারিখে আমার ভাইয়ের ছেলে সাব্বির আহমেদকে ডেকে নিয়ে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে, কিংবা আমার ভাতিজা সাব্বির আহমেদ বিষয়টি সহজভাবে মেনে নিতে না পারায় তাদের বাসায় গিয়ে তার প্রতিবাদ করায় তাদের কর্তৃক আক্রমনের স্বীকার হতে পারে। পারিবারীকভাবে বিবাহের বিষয়টি যেহেতু উভয়পক্ষই নিশ্চিৎ করেছিল সেহেতু ছেলের পরিবার তথা আমার ভাইকে কোন কিছু অবহিত না করে সোনিয়াকে অন্যত্র বিবাহ দেয়ার উদ্যোগ নেয়া না হলে হয়ত এ অনাকাংখিত দূর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া যেত।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, নিকটজন হারানোর যে কষ্ট তা আপনার চেয়ে আর ভাল কেহ উপলব্দি করতে পারবেনা, সেহেতু সোনিয়ার পরিবারের ভুল সিদ্ধান্ত এবং তাদের প্ররোচনা, সহযোগীতা এবং তাদের অবহেলার কারণে আজ অকালে একটি তরতাজা প্রান ঝড়ে যাওয়ার প্রকৃত কারণ তদন্ত পূর্বক প্রকৃত সত্য উদঘাটন ও কষ্টের বিষয়টা কিছুটা লাঘব করাসহ প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদানের জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা গেল।

বাংলাদেশের 'শান্তির সংস্কৃতি' রেজুলেশনের উপর

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে অনুষ্ঠিত হল উচ্চ পর্যায়ের ফোরাম

নিউইয়র্ক: জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনের সভাপতি তিজানি মোহাম্মদ-বান্দে এর আহ্বানে ও সভাপতিত্বে গত ১০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হল বাংলাদেশের ফ্লাগশীপ রেজুলেশন "শান্তির সংস্কৃতি" এর উপর সাধারণ পরিষদের বার্ষিক উচ্চ পর্যায়ের ফোরাম। কোভিড-১৯ জনিত কারণে ভার্চুয়ালভাবে অনুষ্ঠিত এ ফোরামে জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেজ, সদস্য দেশসমূহের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রাষ্ট্রদূত এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিবর্গ বক্তব্য রাখেন। ইভেন্টটির এবারের থিম নির্ধারণ করা হয়েছে -"শান্তির সংস্কৃতি: কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে নতুন বিশ্ব বিনির্মান (The Culture of Peace: Change our world for the better in the age of COVID-19")।





জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে 'শান্তির সংস্কৃতি' ধারণাটি উপস্থাপন এবং সর্বসম্মতিক্রমে তা রেজুলেশন হিসেবে গৃহীত হওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক নেতৃত্বের কথা প্রদত্ত বক্তব্যে তুলে ধরেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ১৯৭৪ সালে প্রথমবারের মতো জাতির পিতা প্রদত্ত ভাষণের অংশ বিশেষ -"মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শান্তি একান্ত দরকার। এই শান্তির মধ্যে সারা বিশ্বের সকল নর-নারীর গভীর আশা আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়ে রয়েছে" -অংশটি উদ্ধৃত করেন তিনি। রাষ্ট্রদূত ফাতিমা আরও বলেন, জাতির পিতার এই কালজয়ী বক্তব্য ও আদর্শ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের অবিচল প্রতিশ্রুতি যা আমাদেরকে শান্তির সংস্কৃতির প্রসারে অনুপ্রাণিত করছে।

বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার ক্ষেত্রে বিশেষ করে মহামারিকালে শান্তির সংস্কৃতির প্রাসঙ্গিকতার কথাও তুলে ধরেন বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি। তিনি বলেন, এই মহামারির সময়েও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের অনেক উদ্যোগে ছিল শান্তির সংস্কৃতির অনুরণন। এই মহামারি কাটিয়ে তুলতে বৈশ্বিক একাত্মতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায় পরিপূরক হিসেবে 'শান্তির সংস্কৃতি' ধারণাটিকে সন্নিবেশন করার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু সুপারিশ তুলে ধরেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা।

পরে, যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা থিংক ট্যাঙ্ক ইন্টারন্যাশনাল পিস ইনস্টিটিউট (আইপিআই) আয়োজিত "শিক্ষা, কোভিড -১৯ এবং শান্তির সংস্কৃতি" শীর্ষক একটি সাইড ইভেন্টে প্যানেলিস্ট হিসেবে অংশ নেন তিনি। এই ইভেন্টটিতেও বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি তিজানি মোহাম্মদ-বান্দে। সাইড ইভেন্টটির বক্তব্যে শিশুদের উপর বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কোভিড-১৯ এর মারাত্মক প্রভাব সমন্ধে আলোকপাত করেন বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি। মহামারিটি যাতে প্রজন্মের সঙ্কটে পরিণত না হয় সে বিষয়ে সতর্কতার উল্লেখ করেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। করোনা মহামরিতে শিক্ষাখাতে সৃষ্ট ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিপর্যয় মোকাবিলায় শান্তির সংস্কৃতি অনুসরণের আহ্বান জানান তিনি। মহামারি চলাকালীন শিক্ষা ও বিদ্যার্জনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রচেষ্টার কথাও তুলে ধরেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। অনুষ্ঠানটির অন্যান্য প্যানেলিস্টগণের মধ্যে ছিলেন ইউনিসেফ এবং ইউনেস্কোর উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ। এছাড়া উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রাষ্ট্রদূত, শিক্ষাবিদ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবর্গ ইভেন্টটিতে অংশগ্রহণ করেন। **-প্রেস রিলিজ**



বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

রোহিঙ্গা নির্যাতনের স্বীকারোক্তি
মায়ানমার সেনাশাসকদের বিচার ত্বরান্বিত করুন

রোহিঙ্গাদের ওপর বর্বর নির্যাতনের স্বীকারোক্তি দিয়েছেন মায়ানমারের দুই সেনা সদস্য মিও উইন তুন ও জ নায়ের তুন। ২০১৭ সালে রাখাইনে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মায়ানমার সামরিক বাহিনীর ক্লিয়ারেন্স অপারেশনের সমড়ে সৈনিকদের প্রতি নির্দেশ ছিল 'যাকে দেখবে তাকে গুলি করবে'। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিসি) রোহিঙ্গাদের ওপর গণহত্যা ও নির্যাতন চালানোর বিষয়ে স্বীকারোক্তি দেয়ার সময় মায়ানমারের এই দুজন সৈনিক এ কথা বলেছেন। গত ৮ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা ফরটিফাই রাইটস এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিসি) তারা দুজন ২০১৭ সালে মায়ানমার সামরিক বাহিনীর ক্লিয়ারেন্স অপারেশনের সময়ে নারী ও শিশুসহ নিরীহ মানুষদের হত্যা, গণকবরে মাটিচাপা দেয়া, ধর্ষণসহ অন্যান্য অপরাধের কথা স্বীকার করেছে। তারা ১৯ জন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছে, যারা সরাসরি এ ধরনের নৃশংসতা করেছে। স্বীকারোক্তি অনুযায়ী শুধু এ দুজন কমপক্ষে ১৮০ জন রোহিঙ্গা হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত।

এই দুই সেনা সদস্যের অপরাধ স্বীকার করার বিষয়টি ভবিষ্যতে রাজসাক্ষী হিসেবে মামলায় কাজ করবে। মায়ানমারে রোহিঙ্গাদের ওপর সে দেশের সেনাবাহিনীর নির্যাতনের বিষয়টি কারও অজানা নয়। গোটা বিশ্বই ও খবর জানে। এছাড়া মায়ানমারের রাখাইনে রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর দেশটির সেনাবাহিনীর অত্যাচার-নির্যাতনের ভয়াল চিত্র নিয়ে জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনানের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক কমিশনের রিপোর্টে মায়ানমার সেনাদের দ্বারা রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের নারীদের ব্যাপক হারে ধর্ষণ ও নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়ার পর জাতিসংঘের কর্মকর্তারা একে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে অভিহিত করেন। রোহিঙ্গাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে ফেলার চিত্র স্যাটেলাইটেও দেখা গিয়েছিল।

মায়ানমারের সেনা ও সরকার এটা অস্বীকার করে আসছে শুরু থেকেই যে, তারা এসব কিছুই করছে না। কিন্তু তাদের এই বক্তব্য কোথাও গৃহীত হয়নি। এটা ভালো খবর যে, এ দুজন স্বীকার করেছে। তাদের এই স্বীকারোক্তির মাধ্যমে মায়ানমারের সেনাবাহিনীকে আইনের আওতায় আনা সহজ হবে।

এখন যেহেতু এ দু'জন সেনা সদস্য স্বীকার করেছে, সেহেতু বাংলাদেশ সরকারকে এর সদ্ব্যবহার করতে হবে। প্রথমত মায়ানমারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়ানোর কৌশলী তৎপরতা শুরু করতে হবে। দ্বিতীয়ত, মায়ানমারের সেনাবাহিনীকে আদালতে নিয়ে যাওয়া যায় কি না বা এই প্রক্রিয়াকে আরও বেগবান করা যায় কিনা সে চেষ্টাও চালাতে হবে।

মধ্যপ্রাচ্যে নতুন আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস

ডেভিড হার্শ

যে তিন ব্যক্তি একটি আরব রাষ্ট্রের মাধ্যমে ইসরাইলকে প্রথম স্বীকৃতিদানের সমান্তরাল রেখা অঙ্কন করেছিলেন তারা সবাই ২৬ বছর ধরে তাদের পারিবারিক জীবনে অশান্তিতে রয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বুঝতে পেরেছেন, যেকোনোভাবে আমেরিকানদের নভেম্বরের নির্বাচনে যথাযথভাবে ভোটদান থেকে বিরত রাখতে হবে– তাদের ভোট প্রদান বন্ধ করতে হবে। কারণ আমেরিকার বেশির ভাগ নাগরিক ভোট দিতে পারলে বর্তমান রেটিং অনুযায়ী নির্বাচনে তিনি হেরে যাবেন। ইসরাইলি বিক্ষোভকারীরা দুর্নীতির অভিযোগে এবং করোনাভাইরাস মোকাবেলায় ব্যর্থতার জন্য, প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর বাসভবনের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। আবুধাবির যুবরাজ মোহাম্মদ বিন জায়েদ (এমবিজেড) তুরস্কে তার প্রথম অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা, এরপর কাতার অবরোধ, শেষে তার বিশেষ বাহিনীর ত্রিপোলি দখলে ব্যর্থতার পর সযত্নে লালিত আরেকটি প্রকল্পের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। তার আগের সবগুলো প্রচেষ্টা ভন্ডুল হওয়ার পর তিনি নতুন প্রকল্পের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

প্রত্যেক ব্যক্তি যখন একটি কূটনৈতিক অভ্যুত্থানের প্রয়োজন বোধ করেন তখন তাদের মিডিয়া সেটিকে হয়তো 'ঐতিহাসিক বিষয়' বলে আখ্যায়িত করতে পারে। ক্ষমতা হারালে কী ঘটতে পারে তা তারা প্রত্যেকে জানেন। ক্ষমতা হারালে নেতানিয়াহু এবং ট্রাম্পের স্থান হতে পারে কারাগারে। এমবিজেডের পরিণতি হতে পারে প্রবাসজীবন অথবা মৃত্যু। ইসরাইলের সাথে তার ভালোবাসা হচ্ছে তার লাইফ ইন্স্যুরেন্স বা জীবনবীমা। তাদের ব্যক্তিগত ভাগ্য অসাধারণভাবে পরস্পর সম্পৃক্ত।

এমবিজেডের একজন বিকল্প আঞ্চলিক সাহায্যকারী বা পৃষ্ঠপোষক দরকার। সত্যিকারার্থে ট্রাম্পের পেছনে তিনি অনেক মূল্যবান বিনিয়োগ করেছেন। তিনি জানেন, ট্রাম্প হোয়াইট হাউজ ত্যাগ করলে সিআইএ এবং পেন্টাগনে তার অনেক শত্রু জন্ম নেবে। আর প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসা নিয়ে মার্কিন 'ডিপস্টেট' ফিরে আসবে।

প্রতিবাদ বিক্ষোভ এবং ক্ষয়িষ্ণু কোয়ালিশন থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজে একাকী রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করার মতো একটি এক্সিট পলিসি খুঁজে বের করা নেতানিয়াহুর দরকার। তার ডানপন্থীদের

> **পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে চমক সৃষ্টি তথা স্ট্যান্টবাজির জন্য ট্রাম্পের একটি স্বাক্ষরের প্রয়োজন, যাতে তিনি তার ইহুদি জামাতা কুশনারের আহ্বানের একটি প্রতিদান হিসেবে সব রাজনৈতিক নেতাকে রাজধানীতে এ ব্যাপারে আহ্বান জানাতে পারেন।**

দ্বারা বারবার বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে ফিলিস্তিনি ভূমি অবৈধভাবে দখল বন্ধ করার কারণে তিনি অস্বস্তিতে পড়েছেন। তাই এই অবস্থা থেকে তিনি মুক্ত হয়ে রাজনীতি নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান।

তিনি একটি ভিডিও বার্তায় গর্বসহকারে টুইট করে বলেন, 'দেশের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেছি– যেটা শান্তির জন্যে শান্তি।' 'আমি এত দিন ধরে এই ধরনের প্রস্তাবের জন্য চেষ্টা চালিয়ে এসেছি। ভূখন্ড হস্তান্তর না করে, জেরুসালেমকে বিভক্ত না করে এবং আমাদের ভবিষ্যৎকে বিপদাপন্ন না করে শান্তি অর্জন করা সম্ভব। মধ্যপ্রাচ্যে যারা শক্তিশালী, তারা টিকে থাকবে এবং শক্তিমান লোকেরাই শান্তির পথ রচনা করবে।'

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে চমক সৃষ্টি তথা স্ট্যান্টবাজির জন্য ট্রাম্পের একটি স্বাক্ষরের প্রয়োজন, যাতে তিনি তার ইহুদি জামাতা কুশনারের আহ্বানের একটি প্রতিদান হিসেবে সব রাজনৈতিক নেতাকে রাজধানীতে এ ব্যাপারে আহ্বান জানাতে পারেন।

তথাকথিত 'ডিল অব সেঞ্চুরি' সবসময়ের জন্য একটি মৃত বিষয়ে পরিণত হতে যাচ্ছে। কিন্তু ট্রাম্পের জন্য এটাকে বোধগম্য ও বাস্তবে প্রয়োগযোগ্য করা দরকার। কিন্তু এই চুক্তিকে মরক্কো, বাহরাইন, ওমান এবং সৌদি আরব সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। অথচ এই চুক্তির সাথে ইসরাইলের সাথে মিসর অথবা জর্দানের স্বাক্ষরিত চুক্তির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়ে গেছে। জর্দান ও মিসরের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির আগে ব্যাপক আলাপ আলোচনা এবং ফিলিস্তিনিদের সাথে বিরোধ ও সঙ্ঘাতের একটি ন্যায়সঙ্গত সমাধানের আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।

কিন্তু আমিরাত-ইসরাইল চুক্তির ব্যাপারে কোনো আলোচনা হয়নি। প্রাসাদের 'বাইরের খেলোয়াড়'রা এতে জড়িত রয়েছেন। এই চুক্তির ক্ষেত্রে ফিলিস্তিনি কোনো পক্ষের সাথে কোনো আলোচনা করা হয়নি। এর অর্থ হলো, ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের রাজধানী হিসেবে পূর্ব জেরুসালেমকে পরিত্যাগ করা হয়েছে এবং ১৯৬৭ সালের আগের ফিলিস্তিনি ভূখন্ড ও সীমান্ত ফিরিয়ে দেয়ার ভিত্তিতে কোনো আলোচনা হয়নি। শান্তির জন্য এই চুক্তি করা হয়নি। অথচ আগে আরব নেতৃবৃন্দ ইসরাইলি নেতাদের সাথে নিয়মিত বৈঠকে বসেছেন। জর্দানের বাদশাহ আবদুল্লাহ (১) ইহুদি নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকে বসেছেন ১৯৪৮ সালের আগে এবং তার নাতি বাদশাহ হোসেন ওই ঐতিহ্য অনুসরণ করেছেন। ইসরাইলি প্রতিপক্ষের সাথে বাদশাহ হোসেনের ৪২ বার বৈঠকে বসার কথা জানিয়েছেন তার জীবনীকার। মরক্কোর বাদশাহ হাসান তার বিরোধী পক্ষকে দমন করার জন্যে 'মোসাদ'কে ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু দুই শত্রু পক্ষের মধ্যে এসব যোগাযোগ সত্ত্বেও আরব জনগণ ইসরাইলকে প্রত্যাখ্যান করার অবস্থান থেকে একটুও সরে আসেনি। ইসরাইলকে আমিরাতের স্বীকৃতি ফিলিস্তিন-ইসরাইল সঙ্ঘাত অবসানে কিছুই করতে পারবে না।

এই চুক্তি স্বৈরাচার এবং দখলদার– আরব স্বৈরশাসক এবং ইসরাইলী দখলদারদের মধ্যে একটি নতুন আঞ্চলিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। যেহেতু আমেরিকা আঞ্চলিক আধিপত্য বা কর্তৃত্ব ছেড়ে দিচ্ছে– সে ক্ষেত্রে শূন্যস্থান পূরণ করতে ইসরাইল এবং আমিরাত এগিয়ে এসেছে। ইসরাইল এবং তার উপসাগরীয় ধনী প্রতিবেশীদের মধ্যে এই স্বীকৃতির মাধ্যমে বাণিজ্য, অব্যাহত টেলিকম, ভ্রমণ ইত্যাদি 'নতুন সত্য' (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

করোনাভাইরাস : কার্যকর বনাম ব্যর্থ রাষ্ট্র

নোয়াম চমস্কি



নোয়াম চমস্কিকে বর্তমান বিশ্বের প্রবীণতম ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবাদী বুদ্ধিজীবী হিসেবে মনে করা হয়। ৯১ বছর বয়সী চমস্কি মূলত ভাষাবিজ্ঞানী হলেও এখন তার পরিচয় 'প্রতিবাদী বুদ্ধিজীবী' হিসেবে। বামঘেঁষা এই শিক্ষাবিদ সমসাময়িক নানা বিষয়ে নিয়মিত কলাম লিখছেন এবং সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন বিভিন্ন বিখ্যাত পত্রিকা ও সাময়িকীতে। তিনি বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রের এমআইটির ভাষাতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর এমেরিটাস এবং আরিজোনা ইউনিভার্সিটির লরিয়েট প্রফেসর। লিখেছেন ১২০টি বই এবং হাজার হাজার নিবন্ধ।

এ দিকে ভয়াবহ ভাইরাস করোনার ব্যাপক সংক্রমণ ও তান্ডবে বিশ্ব স্থবির হয়ে পড়েছে। লাখ লাখ মানুষ করোনাভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত। বাস্তবে তাদের সংখ্যা এর কয়েকগুণ বেশি হতে পারে। করোনায় মৃতের সংখ্যা বাড়ছে অত্যন্ত উদ্বেগজনকহারে। ফলে বিশেষত পুঁজিবাদী অর্থনীতি ধসে পড়ার উপক্রম। বিশ্বজনীন মহামন্দা এখন অনিবার্য। বহু আগেই করোনা ক্রাইসিসের পূর্বাভাস দেয়া হয়েছিল। তবে প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দরুন এর মোকাবেলার প্রস্তুতি নিতে বিলম্ব ঘটেছে। এ অর্থনীতির নিষ্ঠুর মনোবৃত্তির সারকথা : 'ভবিষ্যৎ মহামারীর প্রতিরোধের মাঝে বর্তমানের কোনো মুনাফা নেই।' এখানে 'ট্রুথআউট' মিডিয়াকে এক সাক্ষাৎকারে নোয়াম চমস্কি বলেছেন, কিভাবে 'নব্য উদারতাবাদী' ধনতন্ত্র করোনা মহামারীকে বর্তমান পর্যায়ে উপনীত করেছে। যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় আক্রান্তের ও মৃতের সংখ্যা সর্বাধিক। সে দেশে প্রাণহানি এত বেশি যে গণকবর খুঁড়তে হয়েছে এবং মর্গে কোনো ঠাঁই নেই। অথচ ট্রাম্পের এই আমলে সেখানে হাসপাতালের চেয়ে কারাগার নির্মাণ পেয়েছে অধিক গুরুত্ব। এ ছাড়া শ্রমিকদের মাঝে করোনা সংক্রমণ হয়েছে কি না, তার হিসাব রাখা নিষ্প্রয়োজন বলে আমেরিকান প্রশাসন মনে করে। আলোচ্য সাক্ষাৎকার ভাষান্তর করেছেন মীযানুল করীম।

সি জে পলিক্রোনিউ: নোয়াম, নতুন করোনভাইরাসজনিত ব্যাধি বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে এখন অন্য যেকোনো দেশের চেয়ে এ রোগে আক্রান্তের সংখ্যা বেশি। অথচ চীনেই ভাইরাসটির উদ্ভব। এগুলো কি বিস্ময়কর ঘটনা?

নোয়াম চমস্কি: এ মহামারীর মাত্রা বিস্ময়কর। আসলে এটা চরমভাবে আঘাত হেনেছে। তবে এর আবির্ভাবে অবাক হওয়ার কারণ নেই। আর যুক্তরাষ্ট্র যে এসব সঙ্কটেও সাড়া দেয়ার বেলায় সবচেয়ে খারাপ রেকর্ড গড়েছে, এ সত্য বিস্ময়কর নয়।

বিজ্ঞানীরা বছরের পর বছর এহেন মহামারীর ব্যাপারে হুঁশিয়ারি দিয়ে আসছেন। বিশেষত ২০০৩ সালে সার্স মহামারী দেখা দেয়ার পর থেকে তারা এ বিষয়ে জোর দিচ্ছেন। সার্সেরও কারণ করোনাভাইরাস। নতুন মহামারীটির মোকাবেলার জন্য একাধিক টিকা উদ্ভাবন করা হলেও তা ক্লিনিক্যাল লেভেলে পৌঁছতে পারেনি। এমন বিপর্যয়ে দ্রুত সাড়া দেয়ার ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত সক্ষমতা সৃষ্টির কাজ তখনই শুরু করে দেয়া উচিত ছিল।

> **মিল্টন ফ্রিডম্যানসহ নব্য উদার ব্যক্তিত্বরা আমাদের উপদেশ দিয়েছেন, করপোরেট ম্যানেজারদের কাজ হলো– মুনাফা কতটা বেশি করা যায়, সে জন্য চেষ্টা করা। এই নৈতিক বাধ্যবাধকতা থেকে যেকোনো বিচ্যুতির 'সভ্য জীবন' ভিত্তিগুলোকে চুরমার করে দেবে।**

এ ধরনের রোগজীবাণুর পুনরায় প্রাদুর্ভাবের সম্ভাবনা রোধের জন্য আত্মরক্ষা ও চিকিৎসার উপায়-উপকরণ উদ্ভাবনের উদ্যোগ নেয়া যেত। তবে বৈজ্ঞানিক উপলব্ধিই পর্যাপ্ত নয়। এ ক্ষেত্রে 'বল তুলে নিয়ে এর সাথে দৌড়ানো'র জন্য কেউ না কেউ থাকা চাই। সমকালীন আর্থসামাজিক ব্যবস্থার দুর্বলতা সে পথকে রুদ্ধ করে দেয়। বাজারের সঙ্কেত ছিল স্পষ্ট : 'ভবিষ্যৎ দুর্যোগ প্রতিরোধে কোনো লাভ নেই।' সরকার কোনো পদক্ষেপ নিতে পারত। কিন্তু এ ব্যাপারে সে ডকট্রিন বাধা হয়ে দাঁড়ায়, যা বর্তমানে কর্তৃত্ব করছে। তা হলো– 'সরকারই সমস্যা।' (সাবেক আমেরিকান প্রেসিডেন্ট) রিগ্যান হেসে এ কথা আমাদের বলেছিলেন। তিনি এর দ্বারা বুঝিয়েছেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজটা পুরোপুরিই ব্যবসার জগতের হাতে তুলে দিতে হবে। এ জগৎ বেসরকারি মুনাফা অর্জনে লিপ্ত এবং তাদের প্রভাব থেকে মুক্ত, যারা জনসাধারণের কল্যাণের জন্য উদ্বিগ্ন। পরবর্তী বছরগুলোতে বেলাগাম ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নব্য উদারতাবাদের নির্মমতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সেই সাথে এর ফলে বাজারের ধরন হয়ে গেছে বিকৃত।

ব্যাধির গভীরতা সুস্পষ্টভাবে উন্মোচিত হয়েছে সর্বাপেক্ষা নাটকীয় ও ঘাতক ব্যর্থতাগুলোর একটির মধ্য দিয়ে। তা হচ্ছে ভেন্টিলেটরের অভাব। করোনা মহামারী মোকাবেলায় এটা একটা বড় বাধা। আমেরিকার স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিভাগ আগেই তা উপলব্ধি করেছে। সে মোতাবেক, তারা একটি ছোট প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করেছিল যাতে ব্যয়বহুল নয় এবং (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

নামাজের সময়-সূচী

আগস্ট	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
ফজর	৫.২৩	৫.২৪	৫.২৬	৫.২৭	৫.২৮	৫.২৯	৫.৩০
সূর্যোদয়	৬.৩৮	৬.৪০	৬.৪০	৬.৪১	৬.৪২	৬.৪২	৬.৪৩
জোহর	১২.৫১	১২.৫০	১২.৫০	১২.৫০	১২.৫০	১২.৪৯	১২.৪৯
আসর	৫.১৪	৫.১১	৫.১১	৫.০৯	৫.০৮	৫.০৭	৫.০৫
মাগরিব	৭.০৩	৭.০০	৭.০০	৬.৫৮	৬.৫৬	৬.৫৪	৬.৫৩
এশা	৮.১৯	৮.১৭	৮.১৫	৮.১৩	৮.১২	৮.১০	৮.০৮

প্রিয়, আমি দুঃখিত

হামিদ মীর



এটা ২০০৯ সালের জানুয়ারীর এক সকাল বেলার কথা। গাজার আলকুদস হোটেলের অভ্যর্থনা কক্ষে উপস্থিত বর্ষীয়ান ব্যক্তিকে বললাম, আমার ডলারের বিনিময়ে স্থানীয় মুদ্রা দরকার যাতে ট্যাক্সির ব্যবস্থা করতে পারি। এ বর্ষীয়ান ব্যক্তি আমার মতো সারা রাত জেগে আছেন। সারা রাত ইসরাইলের বিমান আলকুদস হোটেলের আশপাশে বোমাবর্ষণ করেছে। হোটেলে পেছনের অংশে যখন একটি বোমা পড়ল, তখন আমিও রুম ছেড়ে বাইরে চলে আসি। ওই সময় এ ব্যক্তি আমাকে নিয়ে একটি পরিখায় ঢুকে পড়লেন। ওই পরিখায় আগে থেকেই কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিক আশ্রয় নিয়েছিলেন। আমরা সবাই গাজায় ইসরাইলি হামলায় তীব্রতা আসার পর মিসরের পথ ধরে গাজায় পৌঁছেছি। সারা রাত পরিখায় কাটিয়ে আমরা নিজ নিজ কাজে বের হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আমাকে খান ইউনুস যেতে হবে, যেখানে ইসরাইল একটি মসজিদে বোমাবর্ষণ করেছিল। খান ইউনুসের জন্য প্রয়োজন ছিল ট্যাক্সি। অভ্যর্থনা কক্ষে উপস্থিত ব্যক্তি ফিসফিস করে ভাঙা ভাঙা উর্দুতে বললেন, 'হোটেল থেকে ডলার ভাঙ্গানোর পরিবর্তে ব্যাংকে চলে যান। ভালো রেট পাবেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি উর্দু কোথায় শিখলেন? তিনি বললেন, বহু বছর আগে দুবাইয়ের একটি হোটেলে কাজ করতাম। সেখানে পাকিস্তানিদের সাথে সম্পর্ক ছিল।' এ কারণে তিনি উর্দু শিখেছেন। কিন্তু পরে তাকে দুবাই থেকে বের করে দেয়া হয়। যাই হোক তিনি আমাকে ফিলিস্তিন ব্যাংকের রাস্তা বুঝিয়ে দিলেন। ফিলিস্তিন ব্যাংকের কাউন্টারে একশত ডলারের নোট রাখলাম। ভেতর থেকে আমার পাসপোর্ট চাওয়া হলো। আমি পাসপোর্ট দেখালাম। এরপর কাউন্টারের পেছন থেকে আমার হাতে যে নোট ধরিয়ে দেয়া হলো, তা ছিল ইসরাইলের শেকেল। থ হয়ে গেলাম। ফিলিস্তিন ব্যাংকের কাছে ফিলিস্তিনি মুদ্রা নেই। বরং তাদের কাছে রয়েছে ইসরাইলি মুদ্রা। আমি প্রথমবার অনুভব করলাম, গোলামি কাকে বলে এবং স্বাধীনতা কত বড় নেয়ামত। কাজ শেষ করে সন্ধ্যায় ফিরে এলে অভ্যর্থনা কক্ষে উপস্থিত বর্ষীয়ান ব্যক্তি মুচকি হেসে বললেন, প্রিয়, আমি দুঃখিত। আমি জানতে চাইলাম, কী হয়েছে? তিনি বললেন, আপনি আমাদের মেহমান। কাল রাতে আপনি হোটেলের কক্ষের পরিবর্তে পরিখায় ছিলেন। আমি বললাম, কোনো ব্যাপার নয়। এ কথা বলে আমি সামনে বাড়তেই, তিনি পেছন থেকে আবার বলে উঠলেন, প্রিয়, আমি দুঃখিত। জানতে চাইলাম, এখন আবার কী হলো? তিনি বললেন, 'হতে পারে আপনাকে আজ রাতও পরিখায় কাটাতে হবে। এজন্য সাতটা বাজার আগেই খাবার খেয়েনিবেন।' ওই রাতও পরিখায় কাটাতে হয়েছে।

যখন থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাত ইসরাইলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ঘোষণা করেছে, তখন থেকে পাকিস্তানীদের বলা হচ্ছে, আবেগ পরিত্যাগ করো এবং বাস্তববাদিতার সাথে জীবন অতিবাহিত করা শেখো। আবেগকে ভর্ৎসনা করার পেছনে এ পরামর্শ লুকিয়ে থাকতে পারে, যদি মিসর, জর্দান ও আরব আমিরাত ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিতে পারে, তাহলে পাকিস্তানেরও স্বীকৃতি দেয়া উচিত। কেননা এতে পাকিস্তানের অনেক উপকার হবে। আমি যখন জিজ্ঞাসা করি, তুরস্ক তো ১৯৪৯ সালে ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিয়েছিল, তাহলে তুরস্ক ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য পদ লাভ করেনি কেন? কোনো জবাব না থাকায়, নিজেরা নিজেদের বাস্তববাদী অভিহিতকারী বুদ্ধিজীবীরা বলেন, আপনি এতটা আবেগময় হচ্ছেন কেন? ফিলিস্তিনিরা কাশ্মির বিষয়ে কখনো পাকিস্তানকে সমর্থন দেয়নি, তাহলে আপনি ফিলিস্তিনিদের জন্য এতটা আবেগময় হচ্ছেন কেন? পাকিস্তান টেলিভিশনে ওয়াইস তাওহিদের অনুষ্ঠানে একজন সাবেক রাষ্ট্রদূত বারবার ইসরাইলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্কের বিরোধিতাকারীদের আবেগকে ভর্ৎসনা করছিলেন। আমি যখন জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লামা ইকবাল ও কায়েদে আজমও কি আবেগের বশবর্তী ছিলেন? কেননা তারা উভয়েই ইসরাইলের কট্টর বিরোধী ছিলেন। তখন ওই রাষ্ট্রদূত চুপ হয়ে গেলেন। ইসরাইলের বিরোধিতার অর্থ, ইহুদিদের সাথে শত্রুতা নয়। বিশ্বে নোয়াম চমস্কিসহ বেশ কয়েকজন ইহুদি পন্ডিত ইসরাইল রাষ্ট্রের সমালোচক। আমি ১৯৯৪ সালে সুইজারল্যান্ডের ডাভোস শহরে ইসরাইলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিমন পেরেজের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। কিন্তু ২০০৬ সালে লেবানন-ইসরাইল যুদ্ধ এবং ২০০৯ সালে গাজায় ইসরাইলের বোমাবর্ষণ কাছ থেকে দেখে এই ফলাফলে পৌঁছেছি যে, যদি ফিলিস্তিন সমস্যার ওপর জাতিসঙ্ঘের প্রস্তাবাবলিকে উপেক্ষা করা হয়, তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে কখনো শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে না। আর মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা না হলে সাধারণ মুসলমানদের সাথে পশ্চিমাদের সম্পর্ক ভালো থাকবে না। সংযুক্ত আরব আমিরাত ইরানের সাথে শত্রুতার কারণে ইসরাইলের সাথে ঐক্য স্থাপন করেছে। ইরানের সাথে পাকিস্তানের উদাহরণ দেয়ার মতো সম্পর্ক নেই। তবে এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, আমরা কিছু আরব শাসককে খুশি করার জন্য আল্লামা ইকবাল ও কায়েদে আজমের দর্শনকে পরিত্যাগ করে ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'ইয়েস ম্যান' 'জ্বি হুজুর' হয়ে যাবো। বেশি কথায় যাবো না। শুধু এতটুকু আরজ করতে চাই, ১৯৩৬ সালে যখন ফিলিস্তিনে গৃহযুদ্ধ শুরু হলো, তখন ব্রিটিশ সরকার একটি রয়েল কমিশন গঠন এবং ফিলিস্তিনকে বিভক্ত করার প্রস্তাব উত্থাপন করে। রয়েল কমিশনের প্রতিবেদনকে কেন্দ্র করে আল্লামা ইকবাল ৩ জুলাই, ১৯৩৭ সালে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। ওই বিবৃতিতে ফিলিস্তিন ভাগকে প্রত্যাখ্যান করে আরবদের পরামর্শ দেয়া হয়েছে, তারা তাদের শাসকদের ওপর যেন ভরসা না করে। কেননা এ শাসক-বাদশাহরা ফিলিস্তিন বিষয়ে কোনো সঠিক ফায়সালা করার যোগ্য নন। (শেখ আতাউল্লাহ কর্তৃক সংকলিত 'মাকাতিবে ইকবাল') ৭ অক্টোবর আল্লামা ইকবাল কায়েদে আজমের কাছে লেখা পত্রে জোর দেন, মুসলিম লীগের বৈঠকে ফিলিস্তিনের জন্য প্রস্তাব গৃহীত হোক। ওই পত্রে তিনি লিখেছেন, 'এশিয়ার দরোজার ওপর একটি পশ্চিমা ছাউনি জোরপূর্বক স্থাপন করা ইসলাম ও ভারত উভয়ের জন্য বিপজ্জনক। আর আমি এ ব্যাপারে কারাগারে যেতে প্রস্তুত।' কিছু দিন পর অলইন্ডিয়া মুসলিম লীগ লাক্ষ্ণৌতে তাদের ২৫তম বার্ষিক সভায় ফিলিস্তিনিদের জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করে। এমনই এক প্রস্তাব ২৩ মার্চ, ১৯৪০ লাহোরে গৃহীত হয়। ২৯ নভেম্বর, ১৯৪৭ জাতিসংঘ ফিলিস্তিন ভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করলে কায়েদে আজম ৮ ডিসেম্বর, ১৯৪৭ আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের কাছে পত্র প্রেরণ করেন। তিনি জাতিসঙ্ঘের প্রস্তাবে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, আপনি ফিলিস্তিন সম্পর্কে আপনার নীতির ওপর দ্বিতীয়বার নজর বুলাবেন। ইসরাইল যখন পাকিস্তানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্কের আবেদন করেছিল, কায়েদে আজম তখন এ আবেদন উপেক্ষা করেন। ১৯৫১ সালে ফিলিস্তিনের মুফতি আজম আমিন আল হুসাইনি পাকিস্তান আসেন এবং নিয়ন্ত্রণরেখায় (উরি সেক্টর) চৌধুরী গোলাম আব্বাসের সাথে দাঁড়িয়ে কাশ্মিরিদের সহায়তা করার ঘোষণা করেন। জাতিসঙ্ঘের যে প্রস্তাবকে কায়েদে আজম প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, আজ ইসরাইল ওই প্রস্তাবও বাস্তবায়ন করতে প্রস্তুত নয়। আর ফিলিস্তিনিদের এমন এক রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়, যাদের কাছে নিজস্ব মুদ্রা আছে। যদি পাকিস্তান ফিলিস্তিন সমস্যার ওপর জাতিসংঘের প্রস্তাবাবলি উপেক্ষা করে, তাহলে কাশ্মিরের ওপর জাতিসংঘের প্রস্তাবের পরোয়া করবে কে? কমপক্ষে ফিলিস্তিনি ও কাশ্মিরীদের বলতে প্রস্তুত নই, 'প্রিয়, আমি দুঃখিত।'

পাকিস্তানের জাতীয় পত্রিকা দৈনিক জং ১৭ আগস্ট, ২০২০ হতে উর্দু থেকে ভাষান্তর– ইমতিয়াজ বিন মাহতাব

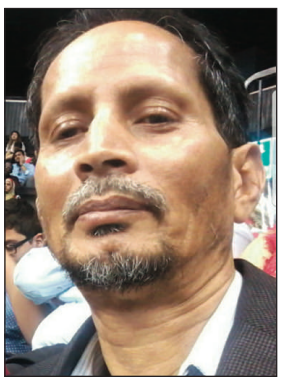
লেখক: পাকিস্তানের প্রখ্যাত সাংবাদিক ও কলামিস্ট, প্রেসিডেন্ট জি নিউজ নেটওয়ার্ক (জিএনএন)



ডা. ইব্রাহীম আলীর চলে যাওয়ায় দেশ ও জাতি হারালো একজন চিকিৎসক

আমরা হারালাম প্রিয় বন্ধু

রেহানুজ্জামান



কবিড-১৯ করোনা ভাইরাসের খুব সুন্দর একটি বৈজ্ঞানিক নাম।

নাম যতই সুন্দর হউক না কেন তার কাজ কিন্তু বিপরীত ধর্মী। কবিড-১৯ বা করোনা ভাইরাস সুন্দর এ পৃথিবীর শান্ত সুস্থ পরিবেশকে অশান্ত করে তুলেছে। গতিশীল এ পৃথিবীর গতিকে থমকে দিয়েছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে জীবিকা নির্বাহের অর্থনৈতির চাকার গতিবেগ মন্থর করে দিয়েছে। মানুষের ভালবাসা আন্তরিকতার মধ্যে ও এক বিভাজন রেখা একে দিয়েছে। ছেলে মাকে রাস্তার মধ্যে, রেল স্টেশনে, হাসপাতালে রেখে 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' নীতি অবলম্বন করে চলছে।

করোনা ভাইরাস এখন এক আতংকের নাম। যে নাম শুনলেই মানুষের হৃদয় আৎকেঁ উঠে। আৎকেঁ উঠার মতই অবস্থা বিরাজ করে। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলে নিজের গৃহকোণ থেকে শুরু করে পাড়া প্রতিবেশীরা আতংকিত হয়ে উঠে। যেখানে আক্রান্ত রোগীর শিয়রের বসে শান্তনা বাক্যে, ও সেবা সুশ্রুষা করার কথা। সেখানে মানুষ ছয় ফুট দূরুত্বের জায়গায় হাজার ফুট দূরত্বে অবস্থান করে বাকা দৃষ্টি প্রদর্শন করে। মানুষ এখন এক করুন বাস্তবতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।

মানুষকে দোষ দিয়ে লাভ কি, দোষতো মানুষের নয়। মানুষতো চিকিৎসা শাস্ত্রের কথা বিশ্বাস করেই চলছে। বিশ্ব থেকে করোনায় ঝড়ে পড়েছে লক্ষ লক্ষ প্রাণ। করোনা ঝড়ে প্রতিনিয়ত যোগ হচ্ছে কারো না কারোর ভালবাসার মানুষের নাম। তেমনি আজ আমি যার সম্পর্কে লিখতে বসেছি আমারই অত্যন্ত কাছের, আমার ক্লাসমেট বন্ধু, যিনি মহৎ এক পেশা ডাক্তারী পেশার সাথে আষ্টেপৃষ্টে জড়িত থেকেও করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন, 'ফোঁড়ার উপর বিষ ফোড়া' আবার ব্রেনস্ট্রোক করে আমাদেরকে ছেড়ে পরপারে পাড়ি জমান। দোয়া করি ডা. ব্রাহীম আলীকে আল্লাহ পরপারে শান্তিতে রাখুন।

মাকড়সার জালের মত রং-বে-রং এর অনেক স্মৃতি জীবনের সাথে জড়িয়ে জীবনকে রাঙিয়ে ছন্দময় করে তুলে ঠিকই, কিন্তু অনেক স্মৃতি আছে কালের প্রবাহে অথল গহব্বরের হারিয়ে গেলেও স্মৃতির এলবাম থেকে কোনকালেই মুছে যায় না, তা হলো বাল্যস্মৃতি। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তা শয়নে-স্বপনে উঁকিঝুঁকি দিয়ে থাকে।

ডা. ইব্রাহীম আলী বাংলাদেশে অবস্থানকালে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংবাদ এবং নিরাময়ের সংবাদও জানতে পেরে শুকরিয়া জ্ঞাপন করেছিলাম, আবার কিছুদিন পর তার ভাগনা মারফত জানতে পারলাম সে নাকি ব্রেনস্ট্রোক করেছে, স্মৃতি শক্তি লোপ পেয়েছে, কিছুই মনে রাখতে বা কাউকে চিনতে তার কষ্ট হচ্ছে। তাকে কোনমতে আমেরিকায় নিয়ে আসা হয়েছে। শুনে স্বস্তি পেলাম। তাহলে আমেরিকান চিকিৎসায় ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ তাকে রোগ-মুক্তি দান করবেন।

না তা আর হয়ে উঠেনি।

ডা. ইব্রাহীমের স্মৃতি শক্তি লোপ পেয়েছে, সে কিছুই মনে রাখতে পারছেনা। এই দুঃখজনক সংবাদ আমাকে স্তম্ভিত করেছে। যে ইব্রাহীমের মস্তিষ্কে গাথাঁ ছিল পাঠ্যপুস্তকের সবকটি অধ্যায়। প্রখর মেধাসম্পন্ন সেই ইব্রাহীম মেধাশুন্য তার মস্তিষ্কের প্রতিটি নিউরনই অকেজো হয়ে পড়েইছিল। একজন সুস্থ সবল দেহের মানুষকে করোনা ঝড়ে নিমিষেই দুমড়ে মুছড়ে পরপারে পাঠিয়ে দিল।

ইব্রাহিম আলী সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার গঙ্গাপুর গ্রামে ১৯৬৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম হাজী মোঃ ইদ্রিস আলী, তিনি অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। পিতার সুযোগ্য সন্তান ছিল সে। পিতার যৌথ পরিবারে ইব্রাহীমের বেড়ে উঠা ইব্রাহীমের মেধা ছোটবেলা থেকেই লক্ষণীয় ছিল বিধায় তার ব্যবসায়ী বড় ভাই ইসরাইল আলী তাকে গ্রামের প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি না করে উপজেলা সদরের স্বনামধন্য স্কুল চন্ডীপ্রসাদ মডেল প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি করান। প্রাইমারী স্কুলে ফার্স্ট বয়ের স্থান তার দখলেই সবসময় ছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্কলারশিপ পেয়ে কৃতিত্বের সাথে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গন্ডি পেরিয়ে ১৯৭৭ সালে সে কাছিম আলী হাইস্কুলে ভর্তি হয়।

ভিন্ন এক প্রাইমারী স্কুল থেকে আমার ও আগমন ঘটে কাছিম আলী হাইস্কুলে। মেধাহীনের সাথে মেধাবীর সংস্পর্শে আসি তখন থেকেই। কম্পিউটার ও ক্যালকুলেটর বিহীন যুগে সে ছিল এক আজীব স্টুডেন্ট। নামেই ছিল সরল অংক তা কত যে গরল ও কঠিন ছিল সাধারণ স্টুডেন্টদের মাথায় ঢোকতই না। ঐকিক নিয়ম চলতি নিয়ম আরো কত নিয়মের সেইসব অংক বোর্ডে গিয়ে নিমিষেই সম্পন্ন করে দিত তা দেখে আমরা তাজ্জব বনে যেতাম। ক্লাসের পাঠ্যবইয়ের সব পাঠ্যক্রম ছিল তার নখদর্পনে। স্কুলের স্যাররা তার এই মেধার স্ফুরণ দেখে প্রমাদ গুণে ছিলেন যে এই ছেলেই কাছিম আলী হাইস্কুলের মুখ উজ্জ্বল করবে। ঐতিহ্যবাহী কাছিম আলী মডার্ন হাইস্কুলের ক্লাস সিক্সথ থেকে ক্লাস টেন পর্যন্ত ফার্স্ট বয়ের মুকুট পরে দাপটের সাথে সে তার আসন সুরক্ষিত রেখে মাধ্যমিক স্কুল বৃত্তি পেয়ে হাইস্কুলের পাঠে ইতি টানতে পেরেছে। তার সমকক্ষরা কেউ তাকে ডিঙ্গাতে পারেনি।



১৯৮১ সালের ব্যাচের তার সমকক্ষ ক্রমিক নাম্বারে দশের কোঠার মধ্যে যারা ছিল তাহারা সবাই কিন্তু মেধাবী ছাত্র ছিল। তারা আজ তাদের মেধার স্বাক্ষর রেখে চলছে। আজ অনেকেই স্ব স্ব অবস্থানে আলো ছড়াচ্ছে কেউ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যক্ষ, হাইস্কুল টিচার, ফার্মাসিস্ট, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী এমনকি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভালো অবস্থানে সুনামের সাথে রিমিটেন্স যোদ্ধা হিসেবে কর্মরত আছেন। আসলেই ১৯৮১ সালের ব্যাচ ছিল কাছিম আলী হাইস্কুলের জন্য এক আর্শীবাদ স্বরূপ।

এমনইতো ব্রেঞ্চের পেছনের সারির ছাত্র আর সামনের সারির ছাত্রদের মধ্যে অঘোষিত বিভাজন রেখা একে দেওয়া হতো এই প্রথা আজও বিদ্যমান আছে। ক্লাসে মেধাবী ছাত্রদের প্রতি সুনজর আদর সমাদরেই দেখা হত সে দিক দিয়ে ইব্রাহীম, জাকির, নুরুজ্জামান, ইয়াছিন, মুহিত, ওমর তাদের প্রতি স্যারদের মহানুভবতা সুদৃষ্টি সবসময়ই বেশী ছিল। পিছনের সারি গোল্লায় যাকগে এই রীতিই প্রচলিত ছিল।

লেখাপড়ার পিছনে সে প্রচুর সময় ব্যয় করত। যেহেতু তার ক্লাসমেট ছিলাম তাই তাকে আমি কাছ থেকে দেখেছি। আজও মনে পড়ে সে এবং ইয়াসিন প্রায় দুই মাইল দুরত্বে ভোর বেলা কুশিয়ারা নদী খেয়া নৌকায় পার হয়ে স্যারের কাছে টিউশনি করতে আসত। টিউশনি শেষে মাইল দুরত্বে স্কুলে পৌঁছেতো। বিকেল বেলা স্কুল শেষে আবার টিউশনি করে বাড়ি ফিরতো। হাইস্কুল জীবনের পুরোটাই ছিল রুটিনমাফিক কোন নড়চড় ছিলনা। তার এই লেখাপড়া ও সাফল্যের পিছনে যার সবচেয়ে বেশী অবদান ছিল তার নাম এমনইতে চলে আসে তিনি হলেন তার বড় ভাই ইসরাইল আলী। তিনিই তার পিছনে শক্তি সাহস ও অর্থের যোগান দিয়ে তাকে সাফল্যের চুড়ায় পৌঁছাতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। ক্লাস টেন পর্যন্ত সে একইভাবে বেধে দেওয়া নিয়মে লেখাপড়া চালিয়ে গেছে। কোনদিন শুনিনি অবকাশ যাপনের জন্য এলাকার বাহিরে হাওয়া বদলের জন্য গিয়েছে।

একদিন শ্রদ্ধেয় নুরুল হক স্যারকে মজা করে বলতে শুনেছি, স্যার তাকে বললেন- তোমারা তো অনেক কিছুর চাষাবাদ কর এক বস্তা সরিষা বিক্রি করে সিলেট শহরে মর্ডান রেষ্টুরেন্টে গিয়ে রোষ্ট, বিরিয়ানি খেয়ে সিলেট শহর ঘুরে এসো। সবকিছুরই দরকার আছে শুধু পড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকলে চলবেনা।

স্যারের কথা সত্য মেনে নিয়েই বলছি, তা অস্বীকার করা যাবেন। লক্ষ্যমাত্রায় পৌছার জন্য কঠোর পরিশ্রম এবং ত্যাগ স্বীকার তাকে তার লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে সাহায্য করেছে।

আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি তাকে নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ অনেক আশাবাদী ছিল। তাদের আশা ও ভরসা ছিল তার দ্বারা স্কুলের মুখ উজ্জ্বল হবে। যদিও কুমিল্লা বোর্ড থেকে ষ্ট্যান্ড করতে পারেনি। তবে বিজ্ঞান বিভাগে সাতটি সাবজেক্টে লেটার মার্ক নিয়ে কৃতিত্বের সাথে প্রথম স্থানে উত্তীর্ন হয়েছিল।

হাইস্কুলের গন্ডি পেরিয়ে ১৯৮১ সালে সিলেট মুরারী চাঁদ সরকারি কলেজে ভর্তি হয় সেখান থেকে কৃতিত্বের সাথে ইন্টারমিডিয়েট পাস করে ১৯৮৩ সালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে এম-বিবিএস ডিগ্রি অর্জন করে সে তার জন্মস্থান সিলেট পলি ক্লিনিকে ডাক্তারী পেসার প্রথম কর্মজীবন শুরু করে। পর্যায়ক্রমে মাদার কেয়ারে ডাক্তার হিসাবে কর্মরত ছিল সেখান থেকে ফেয়ার হেলত সেন্টারের ডাইরেক্টর নিযুক্ত হয়। এবং রাগীব রাবেয়া মেডিকেল কলেজে রেডিওলজী বিভাগের চিফ কনসালটেন্ট থাকাকালীন সময় মরণব্যাধি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে পরপরই ব্রেনষ্টোক করে স্মৃতি শক্তি ও ব্রেনের কার্যকরীতা হারিয়ে ফেলে। এখানে উল্লেখ্য যে, ডা. ইব্রাহীমের পরিবার আমেরিকা লসএঞ্জেলস শহরে পূর্ব থেকেই বসবাস করতেন বিধায় তাকে সাথে সাথে আমেরিকায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছিল এবং তাৎক্ষণিক ব্রেন সার্জারী ও করা হয়েছিল। কিন্তু তাকে আর রক্ষা করা সম্ভবপর হয়নি। সবাইকে কাঁদিয়ে গত ১৭ আগষ্ট সোমবার ভোর ৩-৪৫ মিঃ লসএঞ্জেলস এর ইউএসএল-এ অলিভ ভিউ মেডিকেল সেন্টারে ৫৪ বৎসর বয়সে দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত থেকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে স্ত্রী, দুই সন্তান ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছে। দেশের এই ক্রান্তিকালে দেশ ও জাতি হারালো একজন যোগ্য চিকিৎসক আর আমরা হারালাম প্রিয় বাল্যবন্ধুকে।

বন্ধু, তুমি লসএঞ্জেলস পিয়ার্স ব্রাদার্স মেমোরিয়াল পার্কে চির নিদ্রায় শায়িত আছ জানি তুমি যেখানেই থাকো ভালো থেকো শান্তিতে থাকো পরম করুণাময়ের হেফাজতে থেকো। ১৯৮১ সালের ব্যাচের বন্ধু যারা আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন জুনেদ, পারবেজ, হেলাল শাহ, হেলালুল ইসলাম, কাউসার, এনাওর আমি তাদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। বন্ধুরা আমাদেরকে ক্ষমা করে দিও। আল্লাহ তোমাদের সবাইকে জান্নাতের সুউচ্চ মাকান দান করুন। আমিন।

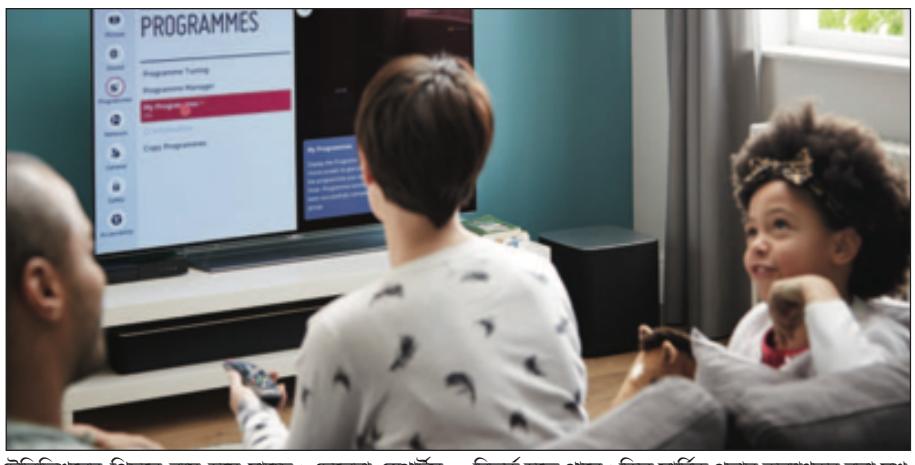
নিউইয়র্ক

টিভি ও ইন্টারনেট ব্যবহার কম করুন সময়কে কাজে লাগান

শাহ্ আব্দুল হান্নান



টেলিভিশন আধুনিক সভ্যতার একটি বড় অবদান। এর ফলে বিশ্বব্যাপী জ্ঞানের বিকাশ ঘটেছে। মানুষের পরস্পরের জানাজানির সুযোগ-সুবিধা ও যোগাযোগ বেড়েছে। এ সবই বিজ্ঞানের অবদান। আমার এক ছাত্র আমাকে একটি বই দেয়। বইটির নাম Four Arguments for the Elimination of Television, Author- Jerry Mender। বইটি আমেরিকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে টেলিভিশনের ক্ষতিকর ছয়টি দিক তুলে ধরে বলা হয়েছে, এসব কারণে টেলিভিশন বন্ধ করে দেয়া উচিত। এ ছাড়াও ব্যক্তিপর্যায় থেকে শুরু করে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন মাধ্যমে টেলিভিশনের ক্ষতিকর দিকগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়। এসব কী প্রমাণ করে? এসব প্রমাণ করে যে, টিভির ব্যবহার বা কল্যাণকামিতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে। তবে সে প্রশ্ন কতটুকু সঠিক আর কতটুকু সঠিক নয়, সে সামগ্রিক আলোচনায় যাচ্ছি না। কিন্তু সে প্রশ্ন উঠেছে ইতোমধ্যে; আর তা উঠেছে পাশ্চাত্য দেশগুলোতেই। এ রকম বই আমাদের দেশেও লেখা হয়নি। আমাদের দেশে সরকারি ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলের পাশাপাশি স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো উন্মুক্ত। এসব চ্যানেলের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম প্রধান দিকটি হলো খবর। এরপরই দেখা যায় নাচ, গান আর সিনেমা। এ নাচ, গান, সিনেমাই টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর ৫০ থেকে ৬০ ভাগ সময় জুড়ে রয়েছে। সেখানে খেলাধুলার প্রোগ্রাম রয়েছে। তবে খেলাধুলার জন্য আলদা কয়েকটি চ্যানেলই আছে। ২৪ ঘণ্টাই খেলাধুলা সংক্রান্ত অনুষ্ঠান সেখানে দেখানো হচ্ছে। কার্টুন চ্যানেলও আছে। কিন্তু সমাজে এর প্রভাব কিভাবে পড়ছে? বাস্তবে এটিকে কিভাবে দেখা হচ্ছে আর বাস্তবে মানুষের সময় কিভাবে ব্যয় হচ্ছে? সার্বিকভাবে আমরা দেখতে পাই, শিশু-কিশোর থেকে যুবকশ্রেণী পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অনেকেরই ৬-৭ ঘণ্টাই



টেলিভিশনের পিছনে ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। ছেলেরা স্পোর্টস অ্যাডিকশনের বা নেশার ফলে ৫-৬ ঘণ্টাই খেলা দেখার জন্য ব্যয় করছে। এটি অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। এতে তাদের অন্যান্য কাজের ব্যাঘাত হচ্ছে, লেখাপড়ার ক্ষতি হচ্ছে। তেমনি, শিশুরা কার্টুন নিয়ে প্রায়ই ব্যস্ত থাকে। রাতে বা সকালে লেখাপড়ার মূল সময়টাও অনেকে কার্টুন দেখে কাটায়। আবার কার্টুনের সব যে ভালো, তা-ও আমি বলব না। সেখানেও মারামারি আছে, অস্ত্র চালানোর ব্যাপার আছে। সেসব দেখে একটু বয়স হলে তাদের মনে প্রশ্ন জাগে, আমার বন্দুক কোথায়? স্পোর্টস, কার্টুন, নাচগান, সিনেমা কিংবা সিরিয়াল, মেগাসিরিয়াল প্রোগ্রামের মাধ্যমে মানুষের যে খুব একটি মানসিক কিংবা অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয় তা বলা যায় না। এর সার্বিক প্রভাব নৈতিকও নয়, কল্যাণকরও নয়। কিছু ভালো প্রোগ্রাম আছে। এ বিষয়ে বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু সার্বিক প্রভাব কল্যাণকর বলা মুশকিল। টেলিভিশন প্রসঙ্গে যে বিষয়টি জাতির সামনে তুলে ধরতে চাই তা হচ্ছে সময়ের অপচয়। ইন্টারনেটের ক্ষেত্রেও একই বিষয় দেখা যায়। ফেসবুক ও সোস্যাল মিডিয়ার ক্ষেত্রেও দেখা যায়, অনেকে অহেতুক ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নষ্ট করছে, যা মোটেও কাঙ্ক্ষিক্ষত নয়। টেলিভিশন প্রোগ্রামের মধ্যে কতটা আদর্শ ও নৈতিকতা আছে আর কতটা নেই এসব আলোচনা নিবন্ধের মূল বিষয় নয়। এখানে মূল বিষয় হচ্ছে, এতে কতটা সময় যাচ্ছে। আমরা ইতোমধ্যে লক্ষ করেছি, ছেলেমেয়ে, শিশু, গৃহিণী আর ছাত্রদের কী পরিমাণ সময় টেলিভিশনের বিভিন্ন প্রোগ্রামের পেছনে ব্যয় হয়। আমরা এটাও লক্ষ করলাম যে, এই সময় দিনে এক ঘণ্টা নয়, বরং গড়ে চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৭-৮ ঘণ্টাও খরচ হয়ে যাচ্ছে। এ পরিস্থিতি জাতির জন্য ভয়াবহ ক্ষতিকর। একটি স্টাডিতে দেখা গেছে যে, একজন মানুষের ৫০-৬০ বছরের জীবনে ১২ বছর সময়ই ব্যয় হয়েছে শুধু টিভি দেখার পেছনে। একটি জীবনের যদি ১২ বছরই টিভির পেছনে চলে যায় তাহলে তার অবস্থা আমরা কল্পনা করতে পারি। কিন্তু এর সমাধান কী? আমার মনে হয়, এর জন্য একটি সামগ্রিক আন্দোলন করা দরকার। এ আন্দোলন সরকারি, বেসরকারি, ব্যক্তিগত, সামাজিক– সব পর্যায় থেকেই করতে হবে। সে আন্দোলনের স্লোগান হবে, টিভি কম দেখব এবং সময়কে আমরা কাজে লাগাব। এখানে আমরা টিভি দেখব না বা টিভি বন্ধ করে দিতে হবে, তা বলছি না। আমরা শুধু বলছি, টিভি দেখার সময় আমাদের কমাতে হবে। যে যার পছন্দ অনুযায়ী টিভি প্রোগ্রাম বেছে নিতে পারে। কিন্তু এ জন্য সারা দিনই তাকে টিভি দেখতে হবে– এর কোনো যৌক্তিকতা নেই। জাতির সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে, সময়। আর এই সময় হচ্ছে জীবন। আর জীবনই হচ্ছে সময়। সময় যদি আমরা অপচয় করে শেষ করে দিই তাহলে কী করে আমাদের উন্নতি সম্ভব হবে? রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক কোনো উন্নয়নই সময়ের সদ্ব্যবহার ছাড়া সম্ভব নয়। আমরা যদি সময়কে কাজে লাগাতে পারি, তবে অনেক সময় বেঁচে যাবে, যা আমরা ভালো কাজে ব্যবহার করতে পারব। আমরা সময় বাঁচাব, সময়কে মানবতার কাজে লাগাব, মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করব। জাতির কল্যাণে, জাতিগঠনে ব্যবহার করব। সময়কে আমরা ফ্যামিলির উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করব, নিজের আত্মগঠনে ব্যবহার করব, আত্মীয়-স্বজন-প্রতিবেশীর জন্য ব্যবহার করব। সবশেষে, গোটা জাতির কাছে বলতে চাই, সবাই এ বিষয়টি ভেবে দেখবেন এবং প্রত্যেকেই তার নিজের ফ্যামিলিতে টিলিভিশনের ব্যবহারের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনার চেষ্টা করবেন। এ ব্যাপারে ফ্যামিলিতে মায়েদের বিশেষ ভূমিকা রাখতে হবে। তারা নিজেরাই যদি বেশি টিলিভিশন দেখেন, তাহলে শিশুদের আটকানো সম্ভব হবে না। আশা করি, এ বিষয়টি সবাই বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখবেন।

লেখক: সাবেক সচিব, বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

We are on Facebook

Cell: 917-459-7181

website: www.digitaltraveltour.com

মুক্তিযুদ্ধ, চীন এবং ভাসানী

গোলাম মাওলা রনি



ভদ্রলোককে চিনতাম না। কোনোকালে তার নামও শুনিনি এবং সামনাসামনি দেখিওনি। তার সাথে আমার মাত্র একবার ফোনে কথা হয়েছে– তাও প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ধরে। তার কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারলাম যে, তিনি যথেষ্ট বয়স্ক এবং লেখাপড়া জানা আধুনিক মানুষ। পরিচয়ের প্রথমেই তিনি জানালেন, আমার ব্যাপারে তার প্রবল আগ্রহ রয়েছে। সুদূর কানাডাতে বসে তিনি নিয়মিত আমার লেখা পড়েন, টকশো দেখেন এবং সাম্প্রতিককালে আমি যে ইউটিউব চ্যানেল করেছি সেখানে আপলোড করা ভিডিওগুলোও তিনি নিয়মিত দেখেন। ভদ্রলোক যেভাবে আমার ব্যাপারে তার আগ্রহের কথা বললেন তাতে আমার খুশি হওয়ার কথা ছিল। অন্য দিকে, আমার মতো যারা 'হাভাতে লেখক কাম দুর্ভিক্ষকবলিত বুদ্ধিজীবী' তারা যদি কদাচিৎ কারো প্রশংসা পান তবে হঠাৎ করে খুশির জোয়ারে ভাসতে শুরু করেন এবং গর্বের বাতাসে ব্যাঙের মতো নিজের পেট ফুলিয়ে 'মহামানব' সাজার ভান করেন।

ভদ্রলোকের প্রাথমিক কথা শোনার পর আমিও পেট ফোলানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। কিন্তু তার একটি প্রশ্নে প্রথমে একটু ধাক্কা খেলাম এবং নিজের নির্বুদ্ধিতা ও জ্ঞানের স্বল্পতা বুঝতে পেরে একেবারে ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গেলাম। আমার কাছে মনে হলো– ভদ্রলোকের সাথে কথা না বলে নীরবে তার কথাগুলো শুনলে উপকার হবে। তার যে প্রশ্ন শুনে ধাক্কা খেলাম সেটি হলো আওয়ামী লীগের 'আওয়াম' শব্দের অর্থ কী! আমি যখন বললাম– এটার অর্থ 'জনগণ'. তখন তিনি কিছুটা ভর্ৎসনার স্বরে বললেন যে, বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা যদি মওলানা ভাসানী, আওয়াম শব্দের অর্থ ও ইতিহাস এবং ১৯২০ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক ঘটনাগুলো বিচার বিশ্লেষণ করতে না জানেন তবে তারা কারো দালাল অথবা তাঁবেদার হয়ে ক্ষণেকের তরে কিছু মধু মেওয়া হাসিল করতে পারবেন বটে– কিন্তু রাজ-নীতিবিদ হতে পারবেন না।

ভদ্রলোকের কথা শুনে আমি রীতিমতো খামোশ হয়ে গেলাম। তার আলোচনায় জানতে পারলাম যে, তিনি বাংলাদেশে



থাকাকালে অধ্যাপনা করতেন এবং পুরো ষাটের দশক তো বটেই, মাওলানা ভাসানীর মৃত্যু অবধি তার সাথে ছায়ার মতো ছিলেন। গত ৩০ বছর ধরে তিনি কানাডাতে রয়েছেন এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতির ওপর একাধিক গবেষণা করেছেন। বাংলাদেশের তুলনামূলক রাজনীতি এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতির ভূতভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি যেসব কথাবার্তা বললেন তা শুনে আমি রীতিমতো তাজ্জব বনে গেলাম। বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে চীনাদের যে ইদানীংকালের আগ্রহ তা চীনা বিপ্লবের পরপরই শুরু হয়েছিল। মাও সেতুং, চৌ এন লাই প্রমুখের মতো কিংবদন্তি চৈনিক নেতারা প্রথম থেকেই বাংলাদেশের ব্যাপারে অতিমাত্রায় আগ্রহী ছিলেন। তারা যেভাবে মাওলানা ভাসানীর সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন অমনটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্য কোনো দেশের রাজপথের রাজনৈতিক নেতার সাথে করেননি।

চীনের সাথে পাকিস্তানের ঐতিহাসিক সম্পর্ক ছিল এ রাষ্ট্রের সৃষ্টির পর থেকেই। কিন্তু তার পরও চীন চাইত, পূর্ব বাংলা স্বাধীন হোক। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে চীন পাকিস্তানের জন্য দ্বৈত পররাষ্ট্র নীতি চালু করেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার জন্য চীন এক দিকে যেমন সর্বময় ঝুঁকি নেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল, ঠিক তেমনি পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ববাংলা স্বাধীনতা লাভ করুক তার জন্য একটি মাস্টারপ্ল্যান তৈরির পর পূর্ব বাংলায় মাওবাদী আন্দোলনে মদদ দিতে আরম্ভ করে। চীন আশঙ্কা করেছিল যে, পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত পূর্ব বাংলা ধরে রাখতে পারবে না এবং সে ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলায় যদি স্বাধীনতার আন্দোলন সুতীব্র না হয়, তাহলে পূর্ব বাংলাকে ভারত অনায়াসে দখল করে নেবে। এ জন্য তারা ১৯৫৭ সালেই মওলানা ভাসানীকে দিয়ে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার ব্যাপারে ঘোষণা দেয়ার ব্যবস্থা করেন। আমরা প্রায় সবাই কমবেশি জানি, ভাসানীর একসময়ের রাজনৈতিক সহকর্মী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তদানীন্তন পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং সিআইএ'র মদদে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। 'পূর্ববঙ্গের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে' ভারত-আমেরিকার দোসররূপে সোহরাওয়ার্দীর প্রধানমন্ত্রী হওয়া আওয়ামী লীগের বিরাট অংশ যেরূপ মানতে পারেনি তদ্রূপ মওলানা ভাসানীর মতো গুরুত্বপূর্ণ নেতারাও তা মেনে নেননি।

উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সোহরাওয়ার্দী এবং তার দোসরদের দেশবিরোধী চক্রান্তের প্রতিবাদ জানানোর জন্য ১৯৫৭ সালের ৮ থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত টাঙ্গাইলের কাগমারিতে এক সম্মেলন আহ্বান করা হয়। মওলানা ভাসানী ঐতিহাসিক কাগমারি সম্মেলনে বলেন, পূর্ববাংলা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকদের দ্বারা শাসিত হতে থাকলে পূর্ববঙ্গবাসী তাদের 'সালামু ওয়ালায়কুম' জানাতে বাধ্য হবে। ভাসানীর এই বক্তব্যকেই আমাদের মহান স্বাধীনতার মূলমন্ত্র বা বীজ বলে আখ্যায়িত করা হয়। তিনি কাগমারী সম্মেলনে আমেরিকার সাথে কৃত সামরিক চুক্তি বাতিলের দাবি জানান। প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী এবং তার দোসররা সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করলে ভাসানী ১৯৫৭ সালের ১৮ মার্চ আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করেন।

নিজের হাতে গড়া আওয়ামী লীগকে ভাসানী পরিস্থিতির চাপে ভারতপন্থী এবং মার্কিনপন্থী নেতাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আলাদা রাজনৈতিক দল গড়তে বাধ্য হন। তিনি লক্ষ করলেন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে ভূমিধস বিজয়ের পরও পূর্ববঙ্গে সেই সরকারকে টিকিয়ে রাখা যায়নি কিছু নেতার দুর্নীতি, অপরিপক্কতা এবং সিনিয়র নেতাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের পাশাপাশি 'সোহরাওয়ার্দীর উচ্চাভিলাষের কারণে'। পূর্ববঙ্গে যুক্তফ্রন্টের সরকারের পতন ঘটানো হলে সোহরাওয়ার্দীকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য বি গ্রেড-সি গ্রেড নেতাকে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী বানানো হবে এমন লোভ দেখিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারের বারোটা বাজানো হয়। এখানে পূর্ববঙ্গের সর্বনাশ ঘটানোর জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক ও বেসামরিক কর্তারা যেমন যুক্তফ্রন্টের একাংশকে মদদ দেন, তেমনি এই গ্রুপটি ভারত ও আমেরিকার মদদ লাভ করে পূর্ববঙ্গে চীনের প্রভাবকে কবর দিয়ে ভারতের জন্য একটি বলয় তৈরি করার মানসে উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষাপটে সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী হলেন বটে কিন্তু ভারত-মার্কিন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থের সমন্বয় করতে না পেরে কেবল ক্ষমতাই হারালেন না; বরং সব পক্ষের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে রাজনীতিতে ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হতে শুরু করলেন। সোহরাওয়ার্দীর ব্যর্থতার কারণে পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ববাংলা একই সাথে উত্তাল ও টালমাটাল হয়ে পড়ে। ফলে পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে চীন সেনাপ্রধান জেনারেল আইয়ুব খানকে দিয়ে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে দেয়। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর আইয়ুব খান পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন। আইয়ুব খান 'চীনপন্থী' হওয়া সত্ত্বেও মওলানা ভাসানীকে তার ক্ষমতার জন্য পূর্ববঙ্গে এক নম্বর শত্রু মনে করতেন এবং তিনি জানতেন যে, পূর্ববঙ্গের স্বার্থের প্রশ্নে ভাসানী কারো সাথেই আপস করবেন না। অধিকন্তু ১৯৫৭-৫৮ সালে সারা পূর্ববঙ্গে যে জনপ্রিয়তা এবং রাজনীতির ময়দানে প্রভাব প্রতিপত্তি ভাসানীর ছিল তার একাংশও অন্য কোনো নেতার ছিল না। শেরেবাংলা ফজলুল হকও জনপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু তার বার্ধক্য, যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন এবং পশ্চিম পাকিস্তান ভীতি ও ক্ষমতার লোভের কারণে শেষ বয়সে তিনি রীতিমতো 'অথর্ব' হয়ে পড়েছিলেন। ফলে বাংলার রাজনীতির ময়দানের সিংহ শার্দূল মওলানা ভাসানীই ছিলেন সামরিকজান্তার প্রধান টার্গেট। ফলে সামরিক শাসন জারির পাঁচ দিনের মাথায় অর্থাৎ ১৯৫৭ সালের ১২ অক্টোবর মওলানা ভাসানীকে মির্জাপুর কুমুদিনী হাসপাতাল থেকে গ্রেফতার করা হয় এবং দীর্ঘ চার বছর ১০ মাস কারাভোগের পর তিনি মুক্তি লাভ করেন।

ভাসানীকে মুক্তি দেয়ার জন্য পূর্ববাংলায় গণ-আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। অন্য দিকে, চীনও আইয়ুব খানকে চাপ দিতে থাকে। ফলে ভাসানী মুক্তি লাভ করেন। অন্য একটি কারণেও আইয়ুব শাহী ভাসানীকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। কারণ তিনি জেলে থেকে নিরাপদে যেমন রাজপথের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, তেমনি জেলের অভ্যন্তরে অনশন ধর্মঘট করে সরকারকে বিব্রত করছিলেন। বিশেষ করে ১৯৬২ সালের ২৬ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত তিনি অনশন করেন বন্যাদুর্গতদের সাহায্য এবং পাটের ন্যায্যমূল্যসহ বিভিন্ন দাবি আদায়ের জন্য। এ অবস্থায় সরকার তাকে নভেম্বর মাসের তিন তারিখে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। জেল থেকে বের হয়ে তিনি দেখলেন যে, সারা দেশে ভারতীয় এজেন্টরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে এবং একের পর এক পূর্ববাংলা বিরোধী তৎপরতা চালিয়ে এই অঞ্চলকে ভারতীয় রাজ্য বানাবার নীলনকশার বাস্তবায়নে অনেকটা (বাকি অংশ ১১ পাতায়)



BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET

বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট অ্যান্ড ফিস মার্কেট

New Price

বিশাল মুলাহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ওটি ফ্রি

৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি

৩টি হার্ড চিকেন $12.99



প্রতিদিন আমরা তাজা হালাল খাসির মাংস রাখি-

রেগুলার গোট $4.49/lb স্পেশাল গোট $6.49/lb



বিসমিল্লাহ আলা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস

এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের স্বাদগন্ধে ভরপুর মাছ,



খোয়াল, ঘাইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, টিলাপি, কাতলা, রাঙ্গা ও পোল

লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ কাতলা	$3.49/lb
আমেরিকান ক্যাটফিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (মলিশা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

লাইভ মলিশা, পাবদা, ক্যাটফিশ স্কাল, বাঁশপাতা, দেশী, রুই, টিলাপি, কাতলা, রাঙ্গা ও পোল মাছ

রুপচাঁদা	$ 12.99
মলিশা মাছ	$ 12.99
মলিশা মাছ(মাঝারি)	$ 10.99
মাঝারি মাছ	$ 8.99
ছোট মাছ	$ 6.99
বড় মাছ	$ 15.99
মাঝারি মাছ	$ 12.99

স্পেশাল

ফ্রি ডেলিভারী

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:00pm (Sundays 8:00 to 4:00pm)

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)

718.205.7200 917.295.4011

Hakim & Co Multiservices

One Stop Solutions For Community Needs



TAX & Immigration Service



Rukon Hakim
Tax Preparer
917-362-2442

Manna Muntasir
Tax Preparer
929-332-9125

এখান থেকে বাংলাদেশে টাকা পাঠানো হয়

Money Transfer

Ria MONEY TRANSFER

Individual Tax Filing

- Tax Files
- Real Estate
- Citizenship Application
- Immigration Visa Application
- Green Card Renewal Applicat
- Passport Application
- Bill Payments
- Notary Public
- Affordable Housing Application
- Medicaid & Medicare Application

e - file

INSTANT Refund

SEND MONEY WORLDWIDE

Airline Tickets

INTERNATIONAL & DOMESTIC FLIGHTS

718-775-3436

WE ARE OPEN 7 DAYS

3156 Bainbridge Ave, Bronx NY 10467

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

- প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিকাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুপ্তি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ও সেন্ড,
- ফ্রান্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফ্রিল্ প্রসেসিং





PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নী শফিক এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্যে। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনার এতটুকু হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে মিতালী হকের প্রশ্নঃ

আমার বোন গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে এসেছিলো। তারপর বাংলাদেশে তার বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের বিষয়টি এম্বেসীকে জানানো হয়নি। এরপর আমার বোন এদেশে এসে থাকার পর আবার বাংলাদেশে গেছে। আমার বোনের এবারের বাংলাদেশে অবস্থানের মেয়াদ এক বছর পেরিয়ে গেছে। তাই আমার জানার ইচ্ছা আমার বোনটি স্বাভাবিকভাবে ইচ্ছা করলে আবার এদেশে চল আসতে পারবে? সে কি ঢাকা ইউএস এম্বেসীতে গিয়ে প্রয়োজনে রি-এন্ট্রির জন্যে আবেদন করতে পারবে? আমার বোন তার স্বামীকে এদেশে আনতে চায়। এসব বিষয়ে আপনার পরামর্শ পাবার প্রত্যাশায় রইলাম। এমন প্রশ্ন আগেও দেখেছি বলে আজ আমিও লিখলাম।

মিতালী হকের প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পাউসের জন্যে আবেদন করতে পারেন। তবে গ্রিনকার্ডধারীরা বিনা অনুমতিতে এক বছরের কম সময় এদশে বাইরে অবস্থান করতে পারেন। এক বছর বা তার বেশি সময় এদশের বাইরে অবস্থান করলে গ্রিনকার্ড নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ইমিগ্রেশন ইউএস এর প্রবেশ প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

তবে রি-এন্ট্রির ব্যাপারে যা বলতে চাই সেটা হচ্ছে একজন গ্রিনকার্ডধারী ইউএস এর বাইরে গিয়ে একবছর বা তার বেশি সময় অবস্থান করতে চাইলে দুই বছরের জন্যে অনুমতি সাপেক্ষে রি-এন্ট্রি লাভ করা যেতে পারে। কিন্তু গ্রিনকার্ডধারীকে এদেশের বাইরে যাবার আগেই এখান থেকেই তাকে রি-এন্ট্রির জন্যে আবেদন করতে হবে।

এই রি-এন্ট্রির আবেদনের সময় আবেদনকারীকে অবশ্যই এদেশে উপস্থিত থাকতে হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্যে প্রয়োজনে একজন এটর্নির সাথে সাক্ষাতে গিয়ে কথা বলা যেতে পারে।

আপনি আপনার বোনের বিষয়ে আরো যা জানতে চেয়েছেন সে ব্যাপারে স্পস্ট করে করে সবকিছু উল্লেখ করতে হবে। যা হয়তো সাক্ষাতে আলোচনা ক রার সময় আপনি উল্লেখ করতে পারবেন। এসব ব্যাপারে সুস্পষ্ট করে কিছু বলতে চাইলে এ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আরো কিছু তথ্য জানা দরকার।

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পউসের জন্যে ইমিগ্রেশনের আইন অনুযায়ী আবেদন করতে পারেন। কিন্তু সেই আবেদনকারী স্পাউসকে অবশ্যই এদেশে যথাযথ গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে বসবাস করতে হবে।

নিউইয়র্ক থেকে আবু হামিদের প্রশ্নঃ

আমি আজ এই চিঠিটি লিখছি আমার এক বন্ধুর জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে। আমার বন্ধুর চাচা একজন ইউএস সিটিজেন। তিনি আমার বন্ধুর বাবার জন্যে অর্থাৎ তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করেছিলেন। এই আবেদনে ঐ ভাইয়ের সন্তানেরাও অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে আমার বন্ধুর বাবা অর্থাৎ আবেদনকারীর ভাই মারা গিয়েছেন। সে কারণে জানতে চাওয়ার বিষয় হচ্ছে এখন ঐ আবেদনের অবস্থা কেমন হবে?

আবু হামিদের প্রশ্নের উত্তরঃ



প্রথমেই আমাদের জানা থাকা দরকার যে একজন সিটিজেন এবং গ্রিনকার্ডধারী কাদের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পাউস এবং অবিবাহিত সন্তানের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

গ্রিনকার্ডধারীর সন্তানদের আবার দুটি ক্যাটেগরী আছেঃ

১। ২১ নিম্ন এবং

২। ২১ উর্ধ বয়সের সন্তান।

২১ নিম্ন বয়সের সন্তানেরা ২-এ এবং ২১ উর্ধ বয়সের সন্তানেরা ২-বি ক্যাটেগরিতে পড়ে।

একজন ইউএস সিটিজেন তার নিম্নে উল্লেখিত আত্মীয়দের জন্যে আবেদন করতে পারেঃ

স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী)

সন্তান (২১ নিম্ন/২১ উর্ধ)বিবাহিত ও অবিবাহিত

মা-বাবা এবং

ভাইবোন

ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী ইউএস সিটিজেন তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করতে পারেন। তবে একজন ইউএস সিটিজেনের স্পাউস, মাবাবা এবং ২১ নিম্ন অবিবাহিত সন্তানেরা প্রথম প্রেফারেন্সে পড়েন বলে এই ক্যাটেগরীর পড়েন বলে এই ক্যাটেগরীর আত্মীয়দের অপেক্ষা করতে হয়না।

তবে ইউএস সিটিজেনের ভাইবোনেরা চতুর্থ প্রেফারেন্সে পড়েন।এই ক্যাটেগরীর অপেক্ষার সময় আনুসাঙ্গিক দশ বছরের বেশি। আপনার বন্ধুর চাচা তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করেছিলেন।

এখন দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে আপনার বন্ধুর বাবা ছিলেন বেশি-ফিশিয়ারী এবং তিনি মারা গেছেন। এর ফরে অর্থাৎ বেনিফিশিয়ারীর মৃত্যুর কারণে আবেদনেরও মৃত্যু ঘটেছে। ঐ আবেদনের প্রেক্ষিতে আবেদনের অন্তর্ভূক্ত আর কেউ এদেশে আসার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন না।

কুইন্স থেকে ইমতিয়াজুল খানের প্রশ্নঃ

আমি কিছুদিন হয় পারমানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড পেয়েছি। সেকারণে বাংলাদেশে গিয়ে আমার পছন্দের একজন মেয়েকে আমি বিয়ে করতে চাচ্ছি। এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে একজন গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে বাংলাদেশে গিয়ে বিয়ে করার পর আমার স্ত্রীকে এখানে আনার ব্যাপারে আমি উপযুক্ত হবো কিনা? আর গ্রিনকার্ড নিয়ে ঝামেলাহীনভাবে দেশে গিয়ে কতদিন অবস্থান করতে পারব?

ইমতিয়াজুল খানের প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট তার স্পাউস এবং অবিবাহিত সন্তান-এর জন্যে আবেদন করতে পারেন। আপনি একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট সেজন্যে আপনি আপনার বিবাহিতা স্ত্রীর জন্যে আবেদন করার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন।

পিটিশনার যদি ইউএস এর গ্রিনকার্ডধারী হন তবে শুধু আই-১৩০ রিলেটিভ পিটিশান ফাইল করতে পারেন। আর বেনিফি-শিয়ারী যদি ইউএস সিটিজেন হন আর বেনিফিশিয়ারী যদি বাংলাদেশী হন হবে আই-১৩০ পিটিশান ফাইলের দরকার নেই। ইউএস সিটিজেনের স্পাউস হবার কারণে বিয়ের পরেই তার স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্যে ফাইল করা যাবে।

গ্রিনকার্ডধারীর স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) দ্বিতীয় প্রেফারেন্সে পড়েন। আর আপনি একজন গ্রিনকার্ডধারী তাই আপনি দেশে একবছরের কম সময় সেখানে অবস্থান করতে পারেন কোন অনুমতি ছাড়াই। আপনার যদি এক বছর বা তার বেশি সময় থাকার পরিকল্পনা থাকে তবে দুই বছরের অনুমতি নিয়ে দেশে গিয়ে অবস্থান করতে পারেন। তবে এতে করে গ্রিনকার্ড পাবার পাঁচ বছর পর সিটিজেনশীপের জন্যে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলেও আপনাকে আবারো একাধারে ক্রমাগত পাঁচ বছর এদেশে অবস্থান করতে হবে।

প্রয়োজনবোধে আপনি একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে কথা বলে আপনার প্রশ্নের সমাধান সম্পর্কে জেনে নিতে পারেন।

আর একটি কথা আমরা প্রায় সবসময় বলে থাকি আর তা হচ্ছে যে আপনার যদি নিয়মিত আমাদের এই বিভাগ পড়েন তবে তা থেকে হয়তো আপনার প্রশ্নের জবাব সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990

517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

মুক্তিযুদ্ধ, চীন এবং ভাসানী

(৮ পাতার পর)

এগিয়ে গেছে। এই অবস্থায় চীনের পরামর্শে তিনি ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসে আইয়ুব খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং সেপ্টেম্বর মাসে চীন ভ্রমণে গিয়ে প্রায় সাত সপ্তাহ কাটিয়ে দেশে ফেরেন।

মওলানা ভাসানী ১৯৬৪ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপকে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং রাজপথের অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে একত্র করে 'সম্মিলিত বিরোধী দল' গঠন করেন, যাকে সংক্ষেপে 'কপ' বলা হতো। তিনি ১৯৬৪ সালে বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। কাজেই পূর্ববঙ্গে যদি প্রবল জাতীয়তাবোধের সংগ্রাম তীব্র করা না যায় তবে সম্ভাব্য যুদ্ধে পূর্ববঙ্গে ভারতীয় আধিপত্য ঠেকানো যাবে না। মওলানা ভাসানীর এই দূরদর্শিতার কারণে ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৬ সাল অবধি পূর্ববঙ্গের স্বাধিকার আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসনের দাবি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ নির্যাতন এবং বঞ্চনার বিরুদ্ধে পুরো দেশ এতটা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ববঙ্গ অরক্ষিত থাকা সত্ত্বেও ভারত পূর্ববঙ্গে তৎপরতা চালাতে সাহস পায়নি।

উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, আইয়ুবের পতন এবং ইয়াহিয়া-ভুট্টোর উত্থানে পাকিস্তানের রাজনীতিতে কিছু দিনের জন্য চীনা কর্তৃত্ব হ্রাস পায়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ধারণা করেন যে, মূলত আমেরিকা ও ভারতের কূটনৈতিক চালে আইয়ুব খানের পতন ঘটে এবং ভুট্টো গংদের আর্বিভাব হয়।

পাকিস্তানের নয়া শাসকরা পূর্ববঙ্গের ব্যাপারে এমন উদাসীনতা দেখান এবং ইঙ্গ-মার্কিন চক্রান্তের রূপরেখা অনুযায়ী এমন সব কুকর্ম আরম্ভ করেন যার ফলে উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান এবং পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

মওলানা ভাসানী তার সুদীর্ঘকালের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার দরুন বুঝতে পারছিলেন, ১৯৭০ সাল থেকে পূর্ববঙ্গ নিয়তির খপ্পরে পড়ে গেছে যেখানে পরিস্থিতির শিকার হওয়া ছাড়া তার মতো রাজনীতিবিদের তখন কিছুই করার ছিল না। তবুও তিনি ১৯৭০ সালের প্রবল বন্যা সমস্যা সমাধানের দাবিতে অনশন শুরু করেন। ১২ নভেম্বর ১৯৭০ সালের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে বাংলাদেশের পুরো দক্ষিণ অঞ্চল তছনছ হয়ে পড়ে। এই অমানবিক অবস্থায় সাধারণ নির্বাচন সম্ভব নয়– এই কথা বলে তিনি নির্বাচনকে 'আঁতাতের নির্বাচন' আখ্যা দিয়ে তা বয়কট করেন। এরপর ১৯৭০ সালের ৪ ডিসেম্বর পল্টন ময়দানের বিরাট সমাবেশে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের দাবি পেশ করেন।

২৫ মার্চ ১৯৭১ সালের কালো রাতে মওলানা ভাসানী টাঙ্গাইলের সন্তোষে তার নিজ গৃহে অবস্থান করছিলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে, পাকিস্তান-ভারত-আমেরিকা এবং তাদের দোসররা তাকে ছাড়বে না। তাই তিনি সবার দৃষ্টি এড়িয়ে সন্ধ্যা রাতে সন্তোষ ত্যাগ করে সিরাজগঞ্জে চলে যান। হানাদাররা সন্তোষে গিয়ে তাকে না পেয়ে তার বাড়িঘর সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। হানাদাররা হন্যে হয়ে তাকে খুঁজতে থাকে। এ অবস্থায় তিনি ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং তার ব্যক্তিগত অনুরাগী, আসামের মইনুল হক চৌধুরীর হস্তক্ষেপে আসামের ফুলবাড়িতে আশ্রয় পান। সেখান থেকে ভারতীয় গোয়েন্দারা মওলানা ভাসানীকে কলকাতা নিয়ে যান এবং পার্ক রোডের কোহিনুর প্যালেসের পঞ্চম তলায় নজরবন্দী করে রাখেন। তিনি বাংলাদেশে ফেরেন ১৯৭২ সালের ২২ জানুয়ারি এবং একই বছরের ২৫ ফেব্রুয়ারি সাপ্তাহিক হক কথা নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি ঘোষণা দেন– 'আসাম আমার, পশ্চিমবঙ্গ আমার, ত্রিপুরাও আমার। এগুলো ভারতের কবল থেকে ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মানচিত্র পূর্ণতা পাবে না।'

মন্ত্রমুগ্ধের মতো উপরোক্ত কথাগুলো প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে আরো সবিস্তারে শুনছিলাম আমার সেই প্রবাসী মুরুব্বির কাছ থেকে। আমি অধীর আগ্রহে বাকি ইতিহাস শোনার জন্য কান খাড়া করে রেখেছিলাম। কিন্তু কী কারণে যেন টেলিফোনের লাইনটি কেটে গেল। অনেক চেষ্টা করেও পুনঃসংযোগ পেলাম না। ফলে সে দিনের আলোচনা অসমাপ্তই রয়ে গেল।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত ডোনাল্ড ট্রাম্প

(৩ পাতার পর)

ডোনাল্ড ট্রাম্পের নাম প্রস্তাব করেন।

নরওয়ের চারবারের নির্বাচিত এই আইনপ্রণেতা ফক্স নিউজকে বলেন, 'তার (ট্রাম্প) যোগ্যতার জন্য, আমি মনে করি তিনি শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত অন্যান্য প্রার্থীদের চেয়ে দেশগুলোর মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আরও বেশি চেষ্টা করেছেন।'

টাইব্রিং-জেড্ডে নোবেল কমিটির মনোনয়নের চিঠিতে লিখেছেন, ইসরাইল ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে ট্রাম্প প্রশাসন মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। আশা করা হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাতের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। এই চুক্তি একটি গেম চেঞ্জার হতে পারে, যা মধ্যপ্রাচ্যকে সহযোগিতা ও সমৃদ্ধির অঞ্চলে পরিণত করবে।

গত ১১ আগস্ট ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে রাজি হয় সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই)। এই দুই দেশের 'ঐতিহাসিক চুক্তির' কথা ঘোষণা করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইসরাইলের সঙ্গে কোনো আরব দেশের এই চুক্তি ১৯৪৮ সালে দেশটির স্বাধীনতা ঘোষণার পর তৃতীয় ঘটনা। এর আগে ইসরাইলের সঙ্গে ১৯৭৯ সালে মিসর ও ১৯৯৪ সালে জর্ডান চুক্তি করেছিল।

নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রবর্তনের পেছনের উদ্দেশ্য ছিল, বিশ্বজুড়ে হানাহানি আর সংঘাত বন্ধে সত্যিকার অর্থে যারা অবদান রেখেছেন বা রাখছেন, তাদের পুরস্কৃত করার মধ্য দিয়ে শান্তির সম্ভাবনার ধারণাকে এগিয়ে নেওয়া।

১৯০১ সাল থেকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়। ওই বছর থেকে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সফল এবং অনন্য সাধারণ গবেষণা ও উদ্ভাবন এবং মানবকল্যাণমূলক তুলনারহিত কর্মকাণ্ডের জন্য এই পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। মোট ছয়টি বিষয়ে পুরস্কার প্রদান করা হয়। এগুলো হল- পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, চিকিৎসা শাস্ত্র, অর্থনীতি, সাহিত্য ও শান্তি। নোবেল পুরস্কারকে এ সব ক্ষেত্রে বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানজনক পদক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সুইডিস বিজ্ঞানী আলফ্রেড নোবেলের ১৮৯৫ সালে করে যাওয়া একটি উইলের মর্মানুসারে নোবেল পুরস্কার প্রচলন করা হয়। নোবেল মৃত্যুর আগে উইলের মাধ্যমে এই পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা করে যান। শুধুমাত্র শান্তিতে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয় অসলো, নরওয়ে থেকে। বাকি ক্ষেত্রে স্টকহোম ও সুইডেনে এই পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372

TEL: 718-701-2666

নায়াগ্রা ভ্রমণ

তারিখ :২৫-২৬ আগস্ট ২০২০ (মঙ্গল-বুধ)
বাস ছাড়ার স্থান:
স্টারলিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস,সকাল -৬ টা
জ্যাকসন হাইটস: সকাল -৭টা (সার্প)

থাকা: ফলস সংলগ্ন -হোটেল শেরাটন
প্রতিজন-২২৫ ডলার

আমরা নিয়মিত ট্যুর অপারেট করি

পর্তুগাল-প্যারিস, সুইজারল্যান্ড, ইতালি, ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে, স্পেন-এন্ডোরা, ফিনল্যান্ড-লন্ডন, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, মরক্কো, কায়রো, গ্রীস, ইস্তাম্বুল, জার্মানী, বাহামা-মেক্সিকো, রোম, সিডনী-মেলবোর্ন-ক্যানবেরা, নিউজিল্যান্ড-অকল্যান্ড

■ নিউইয়র্ক থেকে চালু করেছি 'ইসলামিক টুরিজম'। তুরস্ক, মিশর, জর্ডান, ওমান এবং পালেস্টাইনের ধর্মীয় ঐতিহাসিক স্থানগুলো পরিদর্শনের পর একই সাথে সৌদি আরবে ওমরাহ পালনের ব্যবস্থা করি।

■ পিকনিক অথবা ভ্রমনের জন্য বাস ভাড়া দিই।

যোগাযোগ
বাংলা ট্যুর ,ইন্ক
63 Metropolitan Oval,
Suite # 6E, Bronx, NY 10462
347-280-7269
email: banglatourus@gmailcom
www.banglatourus.com

MOHAMMED KABIR
LIC. R.E. BROKER



RE-METCH REALTY INC.
* SALES
* RENTALS
* MORTGAGES
* REFINANCES

2122 A Weschester Ave, Bronx, NY 10462

নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয়, বিক্রয়, ভাড়া সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি।

CELL: (646) 238-6799
E-mail: kabir.remetchrealty@gmail.com
Tel: (347) 657-0801, Fax: (347) 657-0802

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL



মিজানুর রহমান খান আপেল

সংক্রমিত রোগ বা মহামারী নিয়ে রাসূল (সা:) এর নির্দেশ

মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা:) বলেন, যদি তোমরা শুনতে পাও যে, কোনো জনপদে প্লেগ বা অনুরূপ মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে তবে তোমরা ঐ স্থানে গমন করবে না। আর যদি তোমরা যে জনপদে অবস্থান করছ সেখানে তার প্রাদুর্ভাব ঘটে তবে তোমরা ওখান থেকে বের হবে না। (বুখারী, আস-সহীহ ৫/২১৬৩; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৭৩৮, ১৭৩৯)

এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় দেড় হাজার বৎসর আগেই আল্লাহ তায়ালার হুকুম অনুযায়ী মানব কল্যাণে সংক্রমন প্রতিরোধের জন্য কোয়ারেন্টাইন বা বিচ্ছিন্নকরণ ব্যবস্থার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাই মুমিনগণ বিশ্বাস করেন যে, সকল বিষয়ের ন্যায়, রোগের ক্ষেত্রেও আল্লাহর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এজন্য সংক্রমনের ভয়ে অস্থির বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয়ে তার বিধান মানার সাথে সাথে করুণাময় আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা রাখুন এবং তার পক্ষথেকে আসা নির্দেশনা মেনে চলুন, হেফাজতের মালিক স্বয়ং আল্লাহ। তাই অনেকে ধর্মীয় উপাসনালয়গুলো বন্ধ হওয়ার ব্যাপারে মনগড়া ফতুয়া দেওয়া অব্যাহত রেখেছেন। সুতরাং বর্তমান পরিস্থিতি উপর চিন্তা করে হাদীসের আলোকে সাময়িক সময়ের জন্য উপাসনালয়গুলো বন্ধ রাখা অযৌক্তিক সিদ্ধান্তে নয়, জান বাঁচানো ফরজ। তাই, আল্লাহ তায়ালা বলেন সারা পৃথিবীটাই মসজিদ স্বরূপ। সুতরাং সহী নিয়তে সাময়িক সময়ের জন্য ঘরে বসে সালাত আদায় করা দোষের কিছু নয়। আল্লাহ তায়ালা সর্বদ্রষ্টা ও শ্রোতা এবং তিনিই ক্ষমা করার মালিক। আল্লাহ তায়ালা বিশ্ববাসীকে সহী বুঝ দান করন। আমিন।

বুঝ, অবুঝ ও বেবুঝের মধ্যে পার্থক্য

যারা "শব্দ" ব্যবহার এবং প্রয়োজন সম্পর্কে জ্ঞাত, তাদের নিয়ে একটা পরিষদ গঠিত হয় এবং তাঁরা যখন বিবেচনা করেন প্রচলিত এই শব্দটি বাংলা অভিধানে থাকা প্রয়োজন তখন তারা ঐ শব্দটি অভিধানে যোগ করেন।

এভাবে প্রতি বছর গড়ে ২০০ শব্দ করে গত এক দশকে প্রায় ২,০০০ শব্দ অভিধানে যোগ করেছেন। বর্তমানে এলাকা ভিত্তিক প্রচলিত বাংলা ভাষার সাথে নূতন এক শব্দ ব্যবহার করা হয় যার নাম "বেবুঝ"। যদিও এটি এখনও বাংলা অভিধানে যোগ করা হয়নি। সুতরাং বুঝ-অবুঝ সম্পর্কে বাংলা ভাষাভাষী সবার সম্যক জ্ঞান থাকলেও "বেবুঝ" সম্পর্কে অনেকের কোন ধারণা নেই, তাই "বেবুঝ" শব্দের ব্যবহার ও তার অর্থ নিয়ে কিছু লিখার জন্য কাগজ-কলম হাতে নিলাম। এ শব্দটি সাধারণত গুণবাচক শব্দার্থের বিপরীত অর্থে ব্যবহার করা হয়। যেমন, বেশরম, বেকায়দা, বেমানান ইত্যাদি। বুঝ এবং অবুঝ দু'টি আলাদা শব্দ হলেও এগুলো মানুষ কোন খারাপ অর্থে ব্যবহার করেন না। "অবুঝ" কথাটা সাধারণত বাচ্চা, পাগল ও পশু পাখির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। আবার, সাধারণ ও জ্ঞানী লোকের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় "বুঝ"। যদিও অবুঝ শব্দটি গুনবাচক নয় তথাপি এটাকে নেতিবাচক অর্থে ব্যবহার করা যায় না কারণ, অবুঝেরা জেনে-শুনে কোন কাজ বা কথা বলেন না, যার কারণে অন্যের ক্ষতি হতে পারে। তাই, তাদের যে কোন কার্যক্রম ক্ষমার যোগ্য। কিন্তু যারা "বেবুঝ" তারা আত্ম অহংকার অথবা মাথায় কু-বুদ্ধির কারণে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পরেন এবং অহেতুক তর্কে জড়িয়ে নিজের সিদ্ধান্তের উপর অটল থাকেন, প্রচলিত ভাষায় যাদের বলা হয় "ঘাউরা স্বভাব"। এরা নির্দয়, নির্মমতার রোগে আক্রান্ত, এদের কারণে সমাজ যে ক্ষতির সম্মুখীন হয় তা অতুলনীয়। এদের দ্বারা কল্যাণকর কোন কিছু আশা করা যায় না। এসব লোক এক ধরণের মানসিক রোগে ভোগেন। কিন্তু তাদের এ রোগমুক্তির ব্যাপারে চিকিৎসাও করানো মুশকিল কারণ, কথা একটাই তারা "ঘাউরা" বেশী বুঝেন। সারা দুনিয়া এক দিকে থাকলেও তারা ধরে নিবেন তাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

সুতরাং ঐসব বেবুঝদেরকে জ্ঞান বা বুঝ দেওয়ার ক্ষমতা কারোই নেই, এক আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত। আর্থিক, সামাজিক, নৈতিকভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে কিন্তু কারো কাছে তারা হার মানতে নারাজ। সুতরাং এদের কারণেই সমাজ আজ মহাসংকটের সম্মুখীন। যার প্রভাব আজ প্রত্যন্ত এলাকা থেকে রাজধানী, গরীব অশিক্ষিত থেকে উচ্চ শিক্ষিত পর্যন্ত। এবং এসব অভিশপ্ত লোকগুলোই যারা দেশ ও সমাজের হাল ধরার নামে সুকৌশলে রাজনীতির নামে পদ দখল করে থাকেন। আল্লাহ তায়ালা সবাইকে সহী বুঝ দান করুন। আমিন।

কুইন্স ভিলেজ, নিউইয়র্ক।

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন


DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S


DR. BORNALI HASAN MD

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।
প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



- ইমিগ্রেশন
- রিয়েল এস্টেট
- এক্সিডেন্ট
- ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
- ব্যাংক্রাপসি
- ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অইনে লেবর, ফলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর আইনি অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন লক্ষার্সের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এমাইগ্রেশন সর্বপ্রকার ডিফেন্স এসাইলি ক্লেইম, পারসোনাল ইনজুরি, মেডিকেল মালপ্রাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিলেশনশিপ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (ফোন-পরিবারে)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে পত্র ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন ধরনের পরিবেশন, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klplic@gmail.com, Web: www.k-lplic.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833701

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com





ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.usa@gmail.com

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি কতটা পূরণ করেছেন ট্রাম্প

(প্রথম পাতার পর)

নিয়ে নির্বাচনের আগে ও পরে আলোচনা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিমদের প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা, মেক্সিকো সীমান্তে প্রাচীর নির্মাণ ইত্যাদি। ২০১৬ সালের ওই নির্বাচনের পর হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের চার বছর কেটে গেছে। তো এসব প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে কতটা সফল হয়েছেন তিনি?

কর হ্রাস-পূরণ করেছেন

নির্বাচনের আগে তিনি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্পোরেট কর এবং কর্মজীবী নাগরিকদের বড় ধরনের কর হ্রাসের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

কী করেছেন: রিপাবলিকানদের কর পরিকল্পনা পাস হয় ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে। এর মাধ্যমে তিনি তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন ঠিকই কিন্তু এটি নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। মি. ট্রাম্প কর্পোরেট ট্যাক্স ৩৫% থেকে কমিয়ে ১৫% শতাংশ করার কথা বলেছিলেন কিন্তু সেটা হয়েছে ২১%।

কর্মজীবী নাগরিকদের করও হ্রাস করা হয়েছে। তবে যে সবারই কমানো হয়েছে তা নয়। এতে ধনীদের তুলনায় দরিদ্ররাই বেশি লাভবান হয়েছেন। তবে যেসব রাজ্যে ডেমোক্র্যাট দলের সমর্থন বেশি সেরকম বেশিরভাগ রাজ্যে উচ্চ আয়ের লোকজনের কর বেড়ে গেছে।

প্যারিস জলবায়ু চুক্তি-পূরণ করেছেন

নির্বাচনের আগে ডোনাল্ড ট্রাম্প জলবায়ুর পরিবর্তনকে ভুয়া বলে প্রচারণা চালিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন প্যারিস চুক্তিতে যেসব শর্তের কথা বলা হয়েছে সেগুলো আমেরিকার অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করছে।

কী করেছেন: এই চুক্তির বিরুদ্ধে তিনি দিনের পর দিন আক্রমণ চালিয়েছেন। প্রায় দুশোটি দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি প্যারিস চুক্তি থেকে বের হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তবে চুক্তি থেকে বের হয়ে যাওয়ার আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হবে ৪ নভেম্বর, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঠিক এক দিন পরে।

ইসলামিক স্টেটের ওপর বোমা হামলা-পূরণ করেছেন

আইওয়া অঙ্গরাজ্যে ২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে নির্বাচনী প্রচারণার সময় ডোনাল্ড ট্রাম্প সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে ইসলামিক স্টেটের ওপর তিনি এমন বোমা হামলা চালাতে চান যাতে চরমপন্থী এই ডুংপটি ধ্বংস হয়ে যায়।

কী করেছেন: প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি আফগানিস্তানের ইসলামিক স্টেটের একটি ঘাটির ওপর অত্যন্ত শক্তিশালী বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন। ইরাক ও সিরিয়া থেকে আইএসকে বিতাড়িত করার ব্যাপারেও তিনি কৃতিত্ব দাবি করেন। তিনি বলেছেন আইএস মোটামুটি পরাজিত হয়েছে। তবে এই এই প্রক্রিয়া বারাক ওবামার শাসনামলেই শুরু হয়েছিল।

আইএসের নেতা আবু বকর আল-বাগদাদি ২০১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কমান্ডোদের চালানো এক অভিযানের সময় আত্মহত্যা করেন।

ইসরাইলে আমেরিকান দূতাবাস স্থানান্তর-পূরণ করেছেন

নির্বাচনী প্রচারণায় ট্রাম্প ইসরাইলে মার্কিন দূতাবাস তেল আবিব থেকে জেরুসালেমে সরিয়ে নেওয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন। ফিলিস্তিন ও ইসরাইল এই শহরটিকে নিজেদের রাজধানী হিসেবে দাবি করে।

কী করেছেন: প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ২০১৭ সালে জেরুসালেমকে ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার কথা ঘোষণা করেন। একই সাথে মার্কিন দূতাবাসও তিনি নেয়ার কথা বলেন। ২০১৮ সালের মে মাসে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ৭০তম বার্ষিকীতে জেরুসালেমে মার্কিন দূতাবাস খোলা হয়। দূতাবাসের জন¨ সেখানে স্থায়ী ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্তও অনুমোদিত হয়েছে এবং ধারণা করা হচ্ছে এবছরের কোনো এক সময়ে এই কাজ শুরু হবে।

‰সন্যদের দেশে ফিরিয়ে আনা- আংশিক পূরণ হয়েছে

মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমেরিকান সৈন্যদের ফিরিয়ে আনা ছিল ডোনাল্ড ট্রাম্পের দীর্ঘ দিনের দাবি। নির্বাচনী প্রচারণার সময় তিনি বলেছেন, এই অঞ্চল পুরোপুরি বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। তিনি বলেছেন, সেখানে যে হাজার হাজার কোটি ডলার খরচ করা হয়েছে সেটা যুক্তরাষ্ট্রে করা হলে অনেক ভালো হতো। ২০১৩ সালে এক টুইটে তিনি বলেছিলেন, 'যেসব আফগানকে আমরা প্রশিক্ষণ দিচ্ছি তারা আমাদের সৈন্যদের হত্যা করছে। সেখানে আমরা কোটি কোটি ডলারের অপচয় করেছি।' একই বছরে তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে সিরিয়ার যুদ্ধ থেকে বাইরে রাখার কথাও বলেছিলেন।

কী করেছেন: ট্রাম্প প্রশাসন ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আফগানিস্তানে আরো ৩ হাজার সৈন্য মোতায়েনের কথা ঘোষণা করে। তিনি বলেন, বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন। সিরিয়াতে ইসলামিক স্টেটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আন্তর্জাতিক জোটের নেতৃত্ব দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তাতে অংশ নিয়ে‡ছ ২ হাজার মার্কিন সৈন্য।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে সিরিয়া থেকে সব মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করেন। তবে এখনও সেখানে ৫০০ সৈন্য মোতায়েন রয়েছে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সম্প্রতি আফগানিস্তান থেকে আরো সৈন্য প্রত্যাহারের কথা বলেছেন। ইতোমধ্যে তাদের সংখ্যা ১৩ হাজার থেকে কমিয়ে করা হয়েছে ৮ হাজার ৬০০। একই সাথে তালেবানের সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হলে ১৪ মাসের মধ্যে আফগানিস্তান থেকে সকল সৈন্য প্রত্যাহারের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও নেটো সম্মত হয়েছে।

‰সন্য প্রত্যাহারের এসব সিদ্ধান্ত তার নিজের প্রশাসনের কর্মকর্তারাও সমালোচনা করেছেন। সিরিয়া থেকে সৈন্যদের দেশে নিয়ে আসার কথা ঘোষণা করার পর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জেমস মাতিস পদত্যাগ করেন।

বাণিজ্য চুক্তি- আংশিক পূরণ হয়েছে

প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার আগে ডোনাল্ড ট্রাম্প নাফটা চুক্তিকে বিপর্যয়কর বলে উল্লেখ করেছিলেন। টিপিপি চুক্তির বিরুদ্ধেও অবস্থান নিয়েছিলেন তিনি। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন চীনের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনার।

কী করেছেন: ক্ষমতা গ্রহণের কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি ট্রান্স প্যাসিফিক পার্টনারশিপ বা টিপিপি চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নেন। পরে তিনি বলেন, তাকে ভালো কিছু দেয়া হলে তিনি এই চুক্তিতে আবারো যোগ দেওয়ার কথা বিবেচনা করবেন।

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর মধ্যে আলোচনার পর এই তিনটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। নাফটা চুক্তির পরিবর্তে এই চুক্তিটি কাজ করবে। অবশ্য পরে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা পরস্পরের বিরুদ্ধে অ্যালুমিনিয়াম আমদানির ওপর শুল্ক আরোপ করেছে।

দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নতুন একটি বাণিজ্য চুক্তি করেছে। কিন্তু এর মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র চীনের সাথে বাণিজ্য যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। দুটো দেশই এক অপরের পণ্যের ওপর শুল্ক আরোপ করেছে। এই উত্তেজনা সত্ত্বেও দুটো দেশ ফেজ ওয়ান নামে একটি চুক্তি করেছে যার ফলে বাণিজ্য যুদ্ধ কিছুটা কমে আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মুসলিমদের ওপর নিষেধাজ্ঞা- আংশিক পূরণ হয়েছে

ট্রাম্প শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রে সকল মুসলিমের প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এবিষয়ে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেয়ার আগ পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে।

কী করেছেন: প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি দুটো ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেন যা পরে আদালতে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। কিন্তু তৃতীয় আরেকটি নিষেধাজ্ঞার তেমন অসুবিধা হয়নি। সুপ্রিম কোর্টের এক রায়ে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ছয়টি মুসলিম প্রধান দেশের নাগরিকদের ভ্রমণের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন সেটা কার্যকর হতে পারে। তবে এটিরও চূড়ান্ত সুরাহা হয়নি।

বর্তমানে যেসব দেশ থেকে লোকজনের আসার ওপর নিষেধাজ্ঞা আছে সেগুলো হচ্ছে: ইরান, লিবিয়া, সোমালিয়া, সিরিয়া, ইয়েমেন, ভেনেজুয়েলা এবং উত্তর কোরিয়া।

জানুয়ারি মাসে আরো ছয়টি দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রের ভ্রমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়: নাইজেরিয়া, ইরিত্রিয়া, সুদান, তানজানিয়া, কিরগিজস্তান এবং মিয়ানমার।

কিউবার সাথে সম্পর্ক- আংশিক পূরণ হয়েছে

নির্বাচিত হওয়ার আগে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন কিউবার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও বাণিজ্যের ব্যাপারে বারাক ওবামার উদ্যোগ তিনি বাতিল করে দেবেন।

কী করেছেন: প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর মায়ামিতে তিনি বলেছিলেন, 'ওবামা প্রশাসনের এক-পাক্ষিক সমঝোতা' তিনি বাতিল করে দেবেন।

২০১৭ সালে তিনি বাণিজ্য ও ভ্রমণের ওপর কিছু বিধিনিষেধ নতুন করে আরোপ করেন যা বারাক ওবামা তুলে নিয়েছিলেন। হাভানাতে দূতাবাস রেখে দিয়েছেন ট্রাম্প কিন্তু সেখানে কোন রাষ্ট্রদূতের নাম ঘোষণা করা হয়নি।

দুটো দেশের মধ্যে কিছু কিছু ভ্রমণ এখনও চালু রয়েছে। তবে এমাসে ট্রাম্প প্রশাসন ঘোষণা করেছে যে তারা দুটো দেশের মধ্যে ব্যক্তিগত বিমানের ফ্লাইট অক্টোবর থেকে স্থগিত করবে।

ওবামাকেয়ার- আংশিক পূরণ হয়েছে

ট্রাম্পের যেসব নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি নিয়ে সবচেয়ে বেশি কথাবার্তা হয়েছে তার একটি ওবামাকেয়ার। তার পূর্বসূরি বারাক ওবামা জনগণকে স্বাস্থ্য-বীমার আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে এই আইন তৈরি করেছিলেন যা ওবামাকেয়ার নামে পরিচিত।ট্রাম্প বলেছিলেন, নির্বাচিত হলে তিনি এটা বাতিল করে দেবেন।

কী করেছেন: রিপাবলিকানরা এই উদ্যোগকে অপছন্দ করেন। কিন্তু এই আইন বাতিল বা সংস্কার করতে তারা ব্যর্থ হয়েছেন। তবে ট্রাম্প প্রশাসন আইনের কিছু কিছু পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে।

আইনটি এখনো বলবত রয়েছে। এর বিরুদ্ধে আপিলের শুনানি চলছে সুপ্রিম কোর্টে এবং ধারণা করা হচ্ছে ২০২১ সালের কোনো এক সময়ে এবিষয়ে রায় ঘোষণা করা হতে পারে।

মেক্সিকো সীমান্তে প্রাচীর- আংশিক পূরণ হয়েছে

‡ডানাল্ড ট্রাম্পের যেসব প্রতিশ্রুতি নিয়ে সবচেয়ে বেশি বিতর্ক হয়েছে তার একটি ছিল মেক্সিকোর সাথে সীমান্তে দেয়াল তুলে দেয়া। তিনি এও বলেছিলেন যে, এই প্রাচীর নির্মাণে প্রয়োজনীয় খরচ দেবে মেক্সিকো।

কী করেছেন: প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এই দাবিকে গুরুত্ব দেয়নি মেক্সিকো। এবং পরে ট্রাম্পও এবিষয়ে খুব বেশি সোচ্চার হননি।

‡ডমোক্র্যাট দল এই পরিকল্পনার ঘোরতর বিরোধী। কিছু কিছু রিপাবলিকানও এই ঘোষণা থেকে বেকে বসেছেন।

ট্রাম্প এজন্য ৫০০ কোটি ডলার চেয়েছিলেন যার বিরোধিতা করে ডেমোক্র্যাটরা। পরে তিনি প্রতিরক্ষাসহ আরো কিছু খাতের বরাদ্দ প্রাচীর নির্মাণের খাতে নিয়ে আসেন। এর বিরুদ্ধেও আইনগত চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে।

এবছরের মে মাস পর্যন্ত ১৯৪ মাইল দীর্ঘ প্রাচীর তোলা হয়েছে। তবে এর বেশিরভাগই তোলা হয়েছে আগের ভগ্নপ্রায় দেয়াল ঠিক করতে গিয়ে যা আগে থেকেই সেখানে ছিল। একবারে নতুন নির্মিত হয়েছে তিন মাইল।

অবৈধ অভিবাসীদের বহিষ্কার- অগ্রগতি নেই

‡ডানাল্ড ট্রাম্প তার সমর্থকদের বলেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে যারা অবৈধভাবে বসবাস করে তাদেরকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। দেশটিতে এরকম অভিবাসীর সংখ্যা এক কোটি ১৩ লাখ।

কী করেছেন: নির্বাচন ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে তার গলার স্বর নরম হতে থাকে। নির্বাচিত হওয়ার পর এই সংখ্যাকে তিনি ২০ থেকে ৩০ লাখে নামিয়ে আনেন। তিনি বলেন, 'যারা অপরাধী এবং যাদের অপরাধ করার রেকর্ড রয়েছে, যারা অপরাধী চক্রের সদস্য, মাদক কারবারি' তাদেরকে বের করে দেয়া হবে।

গত বছর অর্থাৎ ২০১৯ সালে মোট ২ লাখ ৬৭ হাজার জনকে তাদের নিজেদের দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে যা তার আগের বছরের তুলনায় সামান্য কিছু বেশি। ওবামা প্রশাসনের আমলে ২০১২ সালে সর্বোচ্চ সংখ্যক অবৈধ অভিবাসীকে (৪ লাখ ১০ হাজার) যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল।

অভিবাসন সংক্রান্ত আইন সংস্কারে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের একটি পরিকল্পনা সুপ্রিম কোর্টে খারিজ হয়ে যায়। বৈধ কাগজপত্র ছাড়া শিশু বয়সে যুক্তরাষ্ট্রে আগত ৬ লাখ ৫০ হাজার জন অভিবাসীকে যে আইনে রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে সেটি বাতিল করতে চেয়েছিল ট্রাম্প প্রশাসন। সুপ্রিম কোর্ট ট্রাম্প প্রশাসনের উদ্যোগ বাতিল করে দিয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টে বিচারক নিয়োগ- পূরণ করেছেন

নির্বাচনের আগে ট্রাম্প বলেছিলেন, তিনি বিচারক খুঁজছেন এবং এরকম ২০ জনকে তিনি খুঁজে পেয়েছেন যারা দ্বিতীয় সংশোধনীকে সম্মান করবে।

কী করেছেন: তিনি দুজন বিচারক নিয়োগ দিয়েছেন- নীল গরসাচ এবং ব্রেট কাভানা। গরসাচকে নিয়োগ দিতে সিনেটের আইনে পরিবর্তন আনতে হয়েছিল। তবে কাভানার নিয়োগ নিয়ে অনেক বেশি বিতর্ক হয়েছে।

কাভানার বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠেছিল যা তিনি অস্বীকার করেছেন। পরে তিনি ৫০-৪৮ ভোটে নিয়োগ লাভ করেন। ১৮৮১ সালের পর এতো তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা কখনো হয়নি।

এছাড়াও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিম্ন আদালতগুলোতে ২০০ রক্ষণশীল বিচারক নিয়োগ দিয়েছেন।

নেটো ত্যাগ- বাতিল

ডোনাল্ড ট্রাম্প সামরিক জোট নেটোর উদ্দেশ্য নিয়ে বারবার প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলছেন এই জোট 'সেকেলে' হয়ে গেছে। নেটোর সদস্যরা তাদের দায়িত্ব পালন করছে কিনা এবং তারা প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিচ্ছে কিনা এসব নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। এবং এবিষয়ে তিনি বরাবরই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

কী করেছেন: নির্বাচিত হওয়ার পর ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে নেটোর মহাসচিবকে হোয়াইট হাউজে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। সেসময় তিনি তাকে বলেছিলেন, এই জোটের গুরুত্ব কমে গেছে। তিনি বলেন, 'এটি এখন আর সেকেলে নয়।'

ওই বছরের জুলাই মাসে নেটোর সম্মেলনের প্রতি পুনরায় তার সমর্থনের কথা জানান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। তবে তিনি বলেছেন, মিত্র দেশগুলো বাজেটের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ না দিলে যুক্তরাষ্ট্র এই জোট ছেড়ে চলে যেতে পারে।

তিনি বলেন, কানাডা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো যথেষ্ট পরিমাণে খরচ করছে না। অতি সম্প্রতি তিনি বলেছেন, জার্মানি থেকে ১২ হাজার সৈন্য ফিরিয়ে আনা হবে।

নির্যাতন- বাতিল

ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন, নির্বাচিত হলে পানিতে মুখ ডুবিয়ে স্বীকারোক্তি আদায়ের যে কৌশল তাতে তিনি অনুমোদন দেবেন। এই কৌশল ওয়াটারবোর্ডিং নামে পরিচিত।ট্রাম্প বলেছিলেন, 'নির্যাতনে কাজ হয়।'

কী করেছেন : নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি তার এই পরিকল্পনা স্থগিত করেছেন। সাবেক প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জেমস মাতিস এবং সিআইএর তৎকালীন পরিচালক মাইক পম্পেও (বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী) এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন।

হিলারি ক্লিনটনের বিচার- বাতিল

হিলারি ক্লিনটন যখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন তখন তার ব্যক্তিগত ইমেইল ব্যবহারের অভিযোগে তার বিচার করার কথা বলেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। বলেছিলেন নির্বাচিত হলে তিনি তাকে জেলে পাঠাবেন। ২০১৬ সালের নির্বাচনে ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হিলারি ক্লিনটন।

যা করেছেন: নির্বাচিত হওয়ার সাথে সাথেই এবিষয়ে তিনি তার সুর পরিবর্তন করে ফেলেন। যাকে তিনি একসময় 'জঘন্য নারী' বলে উল্লেখ করেছিলেন পরে তার সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'আগে তিনি এ সম্পর্কে খুব বেশি চিন্তা ভাবনা করেননি।'

‡প্রসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন, অগ্রাধিকার দেয়ার জন্য তার কাছে আরো কিছু বিষয় আছে।

শত শত কোটি টাকা সিঙ্গাপুরে পাচারের অভিযোগ

(প্রথম পাতার পর)

লিমিটেডের বিপুল অঙ্কের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়, মানি লন্ডারিং ও বিদেশে অর্থ পাচারের অভিযোগ রয়েছে।

তাদের দখলে কী পরিমাণ অবৈধ সম্পদ রয়েছে তা যাচাইয়ের অংশ হিসেবে সম্পদের হিসাব চাওয়া হয় বলে জানান দুদকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা।

দুদক সূত্র জানায়, এম বদিউজ্জামান বিদেশে অর্থ পাচার, প্লট বরাদ্দের নামে গ্রাহকের অর্থ হাতিয়ে নেয়া, ব্যাংক থেকে নামে-বেনামে ঋণ নিয়ে ফেরত না দিয়ে শত শত কোটি টাকার সম্পদ গড়ে তোলেন। সিঙ্গাপুরে অর্থ পাচারের দায়ে তার বিরুদ্ধে সিআইডিতে মামলাও রয়েছে বলে জানা যায়।

বদিউজ্জামান নিজের নামে সম্পদ ছাড়াও তার দুই স্ত্রী ও কাছের স্বজনদের নামে-বেনামে শত শত কোটি টাকার সম্পত্তি করেন। এর মধ্যে ময়মনসিংহের ভালুকায় এডভান্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের নামে ১৪৮ বিঘা জমি কেনেন।

পরে তা নির্মাণাধীন স্থাপনাসহ ২০১৩ সালে লাবিব গ্রুপের কাছে ৬০ কোটি টাকায় বিক্রি করেন। রাজধানীর জোয়ার সাহারা মৌজায় জগন্নাথপুরে ১১ কাঠা জমিতে 'এডভান্স রেইনবো' নামের আবাসিক ভবনে এক হাজার ২০০ বর্গফুটের ২২টি ফ্ল্যাট ও জোয়ার সাহারা এলাকায় 'এডভান্স প্যারাডাইস' আবাসিক ভবনে ১ হাজার ৪২৬ বর্গফুটের ৮টি ফ্ল্যাট খুঁজে পেয়েছে দুদক।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, এছাড়া অন্তত ৪০০ কোটি টাকার মতো স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ রয়েছে তার। বদিউজ্জামানের দ্বিতীয় স্ত্রী তৌহিদা সুলতানা দেশের এসব সম্পদ দেখাশোনা করেন। প্রথম স্ত্রী নাসরিন জামান, ছেলে এহসানুজ্জামান রাজিব এবং নাফিউজ্জামানকে নিয়ে বদিউজ্জামান এখন সিঙ্গাপুর রয়েছেন।

দুদক পরিচালক কাজী শফিকুল আলম জানান, আমরা তাদের সম্পদের বিবরণী চেয়েছি। এরপর দুদক আইন অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া হবে।

দুদকের অপর একজন কর্মকর্তা জানান, বদিউজ্জামান যে পরিমাণ অবৈধ সম্পদ গড়েছেন এবং অর্থ পাচার করেছেন মামলা হবেই। আর মামলার পর তাদের দেশে ফেরত এনে বিচারের মুখোমুখি করা হবে।

করোনা রোগ সারতে কত দিন লাগে?

(প্রথম পাতার পর)

নির্ভর করে ভাইরাসের সংক্রমণে তার শরীর কতটা কাবু হচ্ছে তার ওপর। অনেক রোগী দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন। আবার কিছু রোগীর অনেক ধরনের শারীরিক জটিলতা দেখা দিতে পারে, যা দীর্ঘদিন পর্যন্ত হতে পারে। মূলত বয়স, লিঙ্গ এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যগত জটিলতাও করোনা রোগের গভীর প্রভাব রাখে।

উপসর্গ মৃদু হলে

মৃদু অসুস্থ রোগীরা দ্রুত ও ভালোভাবেই সুস্থ হয়ে ওঠেন। এই ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের বিভিন্ন উপসর্গ বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অধিকাংশের ক্ষেত্রে কাশি ও জ্বরের মতো সাধারণ কিছু লক্ষণ দেখা দেয়। তবে অনেকের গায়ে ব্যথা, ক্লান্তি, গলাব্যথা বা মাথাব্যথাও হতে পারে।

এ ছাড়া শুরুতে শুকনো কাশি হতে পারে। তবে শ্বাসতন্ত্রে ভাইরাসের সংক্রমণ বাড়তে থাকলে কাশির সঙ্গে ফুসফুসের মরা কোষও বেরিয়ে আসতে পারে। এ ধরনের সমস্যা দেখা দিলে বিশ্রাম নেয়া ও প্রচুর পানি এবং তরল খাবার খেতে হবে। ব্যথা কমাতে ওষুধ হিসেবে প্যারাসিটামলও দেয়া যেতে পারে।

উপসর্গ মৃদু হলে সাধারণত এক সপ্তাহের মধ্যেই জ্বর কমে যায়, তবে কফ থাকতে পারে আরও কিছু দিন। চীনা রোগীদের তথ্য বিশ্লেষণ করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, মৃদু সংক্রমণের ক্ষেত্রে সেখানে রোগীদের সেরে উঠতে গড়ে দুই সপ্তাহের মতো সময় লেগেছে।

,রুতর অসুস্থ হলে

,রুতর অসুস্থ হলে সংক্রমণের পর সাত থেকে ১০ দিনের মধ্যে পরিস্থিতি খারাপের দিকে যেতে পারে। এ সময় শ্বাস-প্রশ্বাসে জটিলতা দেখা দিতে পারে এবং ফুসফুসে পানি জমতে পারে। তখন শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখতে অনেক রোগীকে অক্সিজেন দেয়া হয়।

ব্রিটিশ চিকিৎসক সারাহ জারভিস বলেন, 'শ্বাসকষ্টের জটিলতা সারতে একটু সময় লাগতে পারে। এ ধরনের রোগীর ধকল কাটিয়ে উঠতে দুই থেকে আট সপ্তাহ সময় লাগতে পারে।'

রোগী আইসিইউতে থাকলে

এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, প্রতি ২০ জনে একজন রোগীকে নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্রে (আইসিইউ) রেখে চিকিৎসা দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে। এ সময় রোগীর শ্বাস-প্রশাস স্বাভাবিক রাখতে ভেন্টিলেটরও ব্যবহার করতে হতে পারে। ইনটেনসিভ কেয়ার মেডিসিনের বিশেষজ্ঞ ডা. অ্যালিসন পিটটার্ড বলেন, 'আইসিইউ থেকে ছাড়া পেলেও শরীরের পূর্ণ কর্মক্ষমতা ফিরে পেতে ১২-১৮ মাস সময় লেগে যেতে পারে।'

যুক্তরাষ্ট্রের বাজেট ঘাটতি ৩ লাখ কোটি ডলার

(প্রথম পাতার পর)

(৩ ট্রিলিয়ন ডলার) ছাড়িয়ে গেছে।

২০০৯ সালে পুরো বছরে যে রেকর্ড পরিমাণ ঘাটতিতে পড়েছিল আমেরিকান অর্থনীতি এবারের ঘাটতি তার দ্বিগুণেরও বেশি। ওই সময় ২০০৮ সালের মহামন্দার ধাক্কায় আবাসন খাতের টলায়মান অবস্থা সামলাতে হিমশিম খাচ্ছিল ওয়াশিংটন।

করোনা মহামারী শুরুর আগে চলতি অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্রের বাজেট ঘাটতি ১ লাখ কোটি (১ ট্রিলিয়ন) ডলার হবে বলে মনে করা হয়েছিল। ১ লাখ কোটি ডলারও মার্কিন অর্থনীতির ইতিহাসে বেশ বড় ঘাটতি। কিন্তু করোনায় অর্থনৈতিক প্রভাব নূন্যতম করতে আগাম সতর্কতা হিসেবে সরকার ব্যাপক খরচ করতে শুরু করায় ঘাটতি লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসনাল বাজেট অফিস চলতি মাসে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে, যুক্তরাষ্ট্র এবার বাৎসরিক ৩.৩ ট্রিলিয়ন ডলার ঘাটতির মুখে পড়তে যাচ্ছে। গত বছরের তুলনায় এই ঘাটতি তিন গুণ। যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সরকারের অর্থবছর শেষ হয় সেপ্টেম্বরে। সরকারি সংস্থাটি আরও বলছে, চলতি বছর যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ঋণ ২৬ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে।

করোনা ধনী-গরিব নির্বিশেষে বিশ্বের প্রতিটি দেশের অর্থনীতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ধনী দেশগুলোতে ইতোমধ্যে আয় কমেছে ৪৫ শতাংশ। আর গরিব দেশগুলোতে কমেছে ৬৯ শতাংশ। সম্প্রতি ২৭ দেশের ৩০ হাজার মানুষের জীবনযাত্রার ওপর বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের চালানো এক জরিপ মতে, অপেক্ষাকৃত গরিব দেশগুলোর অবস্থা সবচেয়ে বেশি ভয়াবহ।

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ শাওকার রশীদ

Tel: 718-457-6335, 718-457-7500

LAW OFFICES
OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)
মজিবুর রহমান

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes
*Trade disputes and investments involving Bangladesh legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৯৩৪-৯২৬৯

23-52 31st Street, Astoria, NY 11105

জামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট

ডাঃ মাহফুজুল হাসান বি.ডি.এস

DR. MAHFUJUL HASAN B.D.S.

জামাইকা অফিস
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস
Ph: 718-383-2858

FAMILY DENTAL

We Do Implant & Veneers

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

Elmhurst Location
83-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

718-475-5686

7 DAYS OPEN

KARNAFULLY TAX SERVICES INC
কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

Direct Deposit

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks.
- Pay suisa, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File



Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA In Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saturday
10:00am - 8pm

Tax Preparation

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

AFFORDABLE SENIOR CARE OF NEW YORK LLC

ASC of NY

Licensed Home Health Care Agency

আমরা বাংলায় কথা বলি

আমাদের অফিস লোকেশন ব্রুকলিনের বাংলাদেশী অধ্যুষিত চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এলাকায়

CDPAP

- বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
- আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।
- রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে।





Payment : As per wage parity $19.09

CDPAP প্রোগ্রামের আওতায় HHA /প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার বৃদ্ধ, অসুস্থ বা শারিরীকভাবে অক্ষম মা-বাবা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আয় করতে পারেন।

✓ প্রশিক্ষণ ও HHA সার্টিফিকেট থাকলে আপনি আমাদের মাধ্যমে যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারেন।

✓ আপনি কি HHA অথবা PCA হিসেবে চাকুরী খুঁজছেন? তাহলে আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানে সুযোগ সুবিধাসহ আকর্ষণীয় বেতনে চাকুরী করতে পারেন।

CDPAP প্রোগ্রামের জন্য কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই।

রোগীর জন্য নিজ গৃহে সেবা পেতে অথবা রোগীকে সেবা দানের বিস্তারিত কথা জানতে বাংলায় কথা বলুন।

CDPAP Specialist: Tarin: 347-362-1525, OFF: 718-851-0325

Brooklyn OFFICE

338 East 5th Street, Brooklyn, NY 11218
(Church Ave & East 5 street)
Tarin: 718-851-0325

Jackson Heights OFFICE

37-15, 73rd Street, Jackson Heights Suite # 208
(Bangladesh Plaza)
Solaiman: 302-513-3837

Email: info@ASCofNY.com
www.affordableseniorcarenewyork.com/cdpap.html

Affordable Senior Care of New York, LLC is a Licensed Home Health Care Agency by the New York State Department of Health

Office Hour : Mon.-Friday (9am-5pm)

মেট্রোপলিটন লার্নিং ইন্‌স্টিটিউট, ইন্‌ক

নিউইয়র্ক ষ্টেট শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত
কাউন্সিল অন অকুপেশনাল এডুকেশন (সিওই) কর্তৃক এডক্রেডিয়েশনপ্রাপ্ত
একটি অলাভজনক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

আমাদের প্রোগ্রাম সমূহ:
(সিওই অনুমোদিত এবং ফিনান্সিয়াল এইড এর জন্য মনোনীত)

- মেডিকেল এডমিনিস্ট্রেটিভ এসিস্টেন্ট
- একাউন্টিং এসিস্টেন্ট
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ মেডিকেল বিলিং এন্ড ইংলিশ
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ বুককিপিং এন্ড ইংলিশ
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ ইংলিশ (অনুমোদিত ফ্লরলিন ক্যাম্পাসে এর জন্য)
- মেডিকেল এডমিনিস্ট্রেটিভ এসিস্টেন্ট - সন্ধিক্ষ (অনুমোদিত ব্রনক্স এবং ফ্লরলিন ক্যাম্পাসে এর জন্য)

শর্ট প্রোগ্রাম
(সিওই অনুমোদিত তবে ফিনান্সিয়াল এইড এর জন্য মনোনীত নয়)

- নার্স এসিস্টেন্ট / এইড (অনুমোদিত ব্রনক্স ক্যাম্পাসে এর জন্য)
- পেসেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান (অনুমোদিত ব্রনক্স ক্যাম্পাসে এর জন্য)
- ফ্লেবোটমি টেকনিশিয়ান (অনুমোদিত ব্রনক্স ক্যাম্পাসে এর জন্য)
- ইকেজি টেকনিশিয়ান (অনুমোদিত ব্রনক্স ক্যাম্পাসে এর জন্য)



সুবিধাজনক ক্লাশসূচি
প্রভাতী ক্লাশ: সকাল ৯:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০টা
সন্ধ্যাকালীন ক্লাশ: বিকাল ৫:১৫ টা থেকে রাত ১০:১৫টা

শনি ও রবিবার (অনুমোদিত শর্ট প্রোগ্রামের জন্য)
সকাল ৯:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০ টা

রয়েছে জব প্লেসমেন্ট সুবিধা

ফিনান্সিয়াল এইড
যোগ্যদের জন্য রয়েছে ফিনান্সিয়াল এইড সুবিধা

ইংলিশ অ্যাজ এ সেকেন্ড ল্যাংগুয়েজ (ESL)
(২য় ভাষা হিসাবে ইংরেজি) - লেভিল ওয়ান টু এইট

যোগাযোগ:
ডা. মাসুদুল হাসান
ডিরেক্টর মেডিকেল প্রোগ্রাম,
হিগো পার্ক শাখা

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন: www.gettraining.org

প্রধান ক্যাম্পাস
৯৭-৭৭ কুইন্স বুলেভার্ড (৯ম তলা)
হিগো পার্ক, নিউইয়র্ক ১১৩৭৮
ফোন: ৭১৮-৮৯৭-০৪৮২

এক্সটেনশন ক্যাম্পাস
৫৬০ ৫৯ স্ট্রীট, ৫ম এভিনিউ
ব্রুকলীন, নিউইয়র্ক ১১২২০
ফোন: ৭১৮-৪৯২-২১২০

তাসলিমা খান - ৩৪৭-৮৩৬-২২২৬
খালেদা পারভিন - ৯২৯-৩০১-৯২৭৫
কাউসার জাহান - ৯১৭-৩৪০-৪৩৫৯

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

Licensed as International money transmitter by the banking department of the State of New York, New Jersey, Georgia, Maryland & Michigan

সম্মানিত সুধী,

আস্‌সালামু আলাইকুম। আপনার সার্বিক সহযোগিতা এবং অকুণ্ঠ সমর্থনে বদীয়ান "সোনালী এক্সচেঞ্জ" এ বছর রজত জয়ন্তী (২৫ বৎসর) বর্ষ পূর্ণ করেছে। এ সাফল্যের কৃতিত্ব সকল প্রবাসী বাংলাদেশীর। সর্বস্তরের প্রবাসীগণ, সম্মানিত গ্রাহক ও তাদের পরিবারের সকল সদস্য, কমিউনিটির নেতৃবর্গ, সাংবাদিক বৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ সকলের সার্বিক সমর্থনে আমাদের এ অগ্রযাত্রা সম্ভব হয়েছে।

দেশে-বিদেশে সম্মানিত গ্রাহকগণের আস্থা, সরকার ও সোনালী ব্যাংক কর্তৃপক্ষের দিকনির্দেশনা এবং রেমিটেন্স বিতরণকারী সকল ব্যাংকের শাখাসমূহের অকুণ্ঠ সহযোগিতা আমাদের পাথেয়। আপনাদের সকলের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

রজত জয়ন্তী ২৫ বৎসর

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর পক্ষ থেকে সকলকে **প্রাণঢালা শুভেচ্ছা**

বৈধ পথে সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স প্রেরণ করুন।
সরকার প্রদত্ত ২% নগদ প্রণোদনা গ্রহণ করুন।

রেমিটেন্স প্রেরণ ও এ সংক্রান্ত তথ্যের জন্য আমাদের নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA	ATLANTA	BROOKLYN	BRONX	JACKSON HTS	JAMAICA	MANHATTAN	MICHIGAN	OZONE PARK	PATERSON
718-777-7001	770-936-9906	718-853-8558	718-822-1081	718-507-6002	347-644-5150	212-808-0790	313-368-3845	347-829-3875	973-595-7590

দেশের সর্বত্র সোনালী ব্যাংকের সকল শাখায় তাৎক্ষণিকভাবে স্পট ক্যাশ ও যে কোন ব্যাংক একাউন্টে অর্থ পাঠানো হয়।

www.sonaliexchange.com এ লগ ইন করে আপনি ঘরে, অফিসে অথবা যে কোন স্থান থেকে বাংলাদেশে অর্থ পাঠাতে পারেন।

অভিশপ্ত ৯/১১ এবং তারপর

মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আলী শিকদার (অব.)



বৈশ্বিক পাওয়ার পলিটিকসের তক্তাত পাঁচটি পন্থা বা মডেলের মধ্যে অ্যাকশন-রিঅ্যাকশন মডেলের সূত্র ধরে ৯/১১ এবং তারপর যা ঘটেছে তার পরিসমাপ্তি এখনো হয়নি। বিশেষ করে নন-স্টেট অ্যাক্টর, অর্থাৎ স্বীকৃত রাষ্ট্রশক্তিবহির্ভূত কোনো গোষ্ঠী বা শক্তি যখন এই অ্যাকশন-রিঅ্যাকশনের ক্ষমতা অর্জন করে, তখন সেটি ভয়ংকর হয়ে ওঠে এবং তার পরিসমাপ্তির কোনো প্রিডিকশন করা যায় না। সুতরাং এ রকম অভিশপ্ত ঘটনা থেকে ভবিষ্যতে যদি বিশ্ব মানবসভ্যতাকে বাঁচাতে হয় তাহলে এযাবত্কালের সর্ববৃহৎ সন্ত্রাসী ঘটনা ৯/১১-র প্রেক্ষাপট, তার পরিণত এবং সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদের বর্তমান অবস্থার বিচার-বিশ্লেষণ প্রয়োজন। ৯/১১ হঠাৎ করে অথবা কোনো রকম পূর্বাভাস ব্যতিরেকেই ঘটে গেছে, এমনটি বলার সুযোগ নেই। প্রেক্ষাপটের সামগ্রিকতার লিগেসি অনেক পুরনো।

আলেকজান্ডারের এশিয়া অভিযান, রোমান সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন, রোমান সম্রাট কনস্টানটাইন কর্তৃক চতুর্থ শতাব্দীর শুরুতে খ্রিস্টান ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা, ৮০০ সালে ইউরোপব্যাপী হোলি রোমান এমপায়ার প্রতিষ্ঠা, আরবে উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসক কর্তৃক ইউরোপ পর্যন্ত খেলাফতের বিস্তার, একাদশ শতাব্দীতে হোলি রোমান এমপায়ার ও আরব খেলাফতের মধ্যে কয়েকটি ক্রুসেড, তুরস্কের অটোমানদের ইউরোপ অভিযান, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ওয়াহাবি মতবাদ বলে ইসলামের চরম কট্টর ধর্মীয় মতবাদের জন্ম, মধ্যপ্রাচ্যসহ প্রায় সব মুসলিমপ্রধান দেশে ইউরোপের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ, অন্যায়ভাবে একটা প্রতিষ্ঠিত মুসলিম জাতিগোষ্ঠীকে জোরপূর্বক উৎখাত করে ইহুদিবাদী রাষ্ট্র ইসরায়েলের প্রতিষ্ঠা, পুঁজিবাদী ও কমিউনিস্টের মধ্যে শীতল ও প্রক্সি যুদ্ধ এবং বৈশ্বিক পরাশক্তিগুলোর ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থের প্রাধান্যতা ইত্যাদি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৯/১১-র প্রেক্ষাপট তৈরিতে ভূমিকা রেখেছে। বিশাল প্রেক্ষাপট। আর বিশাল বিষয় বলেই এর কোনো সহজ সমাধান নেই। কলামের সংক্ষিপ্ত পরিসরে সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটের মধ্যেই আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। তার আগে একটা বই থেকে একটা উদ্ধৃতি উল্লেখ করব, যেটি সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য। 'দ্য ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল অব দ্য রোমান এম্পায়ার' নামের বইটি লিখেছেন এডওয়ার্ড গিবন। ছয় খন্ডে প্রকাশকাল ১৭৭৬-৮৮। গিবনের কনক্লুসিভ মন্তব্য, 'প্রাচীন গ্রিকদের ধর্মনিরপেক্ষ আলোকিত মূল্যবোধ ত্যাগ করে অন্ধত্ব, অসহিষ্ণুতা এবং খ্রিস্টান ধর্মবাদী দর্শনকে রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক উপাদান হিসেবে গ্রহণ করায় রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সূত্রপাত হয়।' তার পর থেকে এ পর্যন্ত সংঘটিত যুদ্ধবিগ্রহ, সংঘাত-সংঘর্ষ, ধ্বংসযজ্ঞ ইত্যাদির এক নম্বর কারণ হিসেবে কাজ করেছে ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতি, যেখানে ধর্মের অপব্যবহার করে রাজনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধার এবং সম্পদ কুক্ষিগত করার অপচেষ্টা হয়েছে। ঠিক এ কারণেই সত্তর-আশির দশকে আফগানিস্তানকে কেন্দ্র করে ৯/১১-র সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। সত্তর ও আশির দশকে আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের স্নায়ুযুদ্ধ ছিল তুঙ্গে। অ্যাকশন-রিঅ্যাকশন মডেলের সূত্রেই ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান দখল করে নেয়। পাকিস্তানে তখন সদ্য ক্ষমতা দখল করা সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউল হক নিজের অবৈধ ক্ষমতাকে সুসংহত করার মোক্ষম অস্ত্র হাতে পেয়ে যান। নাস্তিক কমিউনিস্ট দোরগোড়ায়, ইসলাম ধর্ম আর থাকবে না। আমেরিকা উপলব্ধি করে, সোভিয়েতকে শায়েস্তা করার এটাই বড় অস্ত্র।



ইসলাম রক্ষায় পাকিস্তান আর সৌদি আরবকে নিয়ে মাঠে নেমে পড়ে। এভাবেই আফগানিস্তান হয়ে পড়ে জঙ্গি ও জঙ্গিবাদ সৃষ্টির সর্বোত্তম ভূমি এবং শুরু হয় সশস্ত্র জঙ্গিবাদের বিশ্বায়ন। আমেরিকার অস্ত্র, সৌদির অর্থ, আর পাকিস্তানের তত্ত্বাবধানে সারা বিশ্ব থেকে হাজার হাজার উগ্রবাদী মুসলমান যুবক জিহাদি মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে আফগানিস্তানে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয়। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই ওসামা বিন লাদেনের উত্থান এবং আল-কায়েদার জন্ম হয়।

নব্বইয়ের দশকের শুরুতে সোভিয়েত সেনাবাহিনী প্রত্যাহৃত হওয়ার মধ্য দিয়ে একপর্যায়ে ১৯৯৬ সালে আফগানিস্তানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় চরম উগ্রবাদী ওয়াহাবিতন্ত্রে বিশ্বাসী তালেবান গোষ্ঠী। আফগানিস্তানে বসেই ১৯৯৮ সালে ওসামা বিন লাদেন বন্দুক ঘুরিয়ে ফেলে। ফতোয়া দেয়, আমেরিকা আর ইহুদিরা ইসলাম ধর্মের চিরশত্রু, তাদের হত্যা করা মুসলমানদের জন্য ফরজ। তারপর পর্যায়ক্রমে একেকটা ঘটনার সূত্র ধরেই ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ঘটে সেই ভয়াবহ ঘটনা। একাধিক যাত্রীবাহী উড়োজাহাজ ছিনতাই করে সন্ত্রাসীরা আত্মঘাতী আক্রমণের মাধ্যমে আমেরিকার গর্ব নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। তাতে তিন হাজারেরও বেশি নিরীহ মানুষ নিহত হয়। আক্রমণের জন্য আল-কায়েদার নামে দায় স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি পাওয়া যায়। আপাত দৃশ্যমান ব্যাকগ্রাউন্ড পরিস্থিতির বিশ্লেষণ এবং স্বীকারোক্তিতে ধরে নিতে হয় আল-কায়েদাই এ কাজ করেছে। তবে এ ঘটনার ওপর ২০০৪ সালে মাইকেল মুর নির্মিত দুই ঘণ্টা তিন মিনিটের ডকুমেন্টারি 'ফারেনহাইট ৯/১১' এবং ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের অব্যবহিত পর দু-তিন দিন মার্কিন প্রশাসনের কিছু পদক্ষেপ দেখে ও পর্যালোচনা করে কেউ ভিন্নমত দিলে বা কেউ এটিকে রহস্যময় বললে তাকে অমূলক বলা কঠিন হবে। ৯/১১ ঘটনার পরিণতিতে কয়েকটি চিত্র আমাদের সামনে এখন দেখতে পাই। আমেরিকার তত্কালীন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। মুখ ফসকে এটিকে একবার ক্রুসেড বলে ফেলেন; যদিও এ কথাটি দ্বিতীয়বার তিনি আর বলেননি। তালেবান ক্ষমতা থেকে উত্খাত হয়। আমেরিকান সেনাবাহিনী ন্যাটো মিত্রদের নিয়ে আফগানিস্তান দখল করে নেয়। আমেরিকার প্রায় আড়াই হাজার সেনা নিহত, যুদ্ধে ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয়, আফগানিস্তান পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস, কয়েক লাখ বেসামরিক মানুষ নিহত ও আরো কয়েক লাখ বাস্তুচ্যুত এবং ১৯ বছরের মাথায় আমেরিকান পৌরোহিত্যে বর্বর জঙ্গিবাদের মূল তালেবান গোষ্ঠী আবার আফগানিস্তানে ক্ষমতায় আসার দ্বারপ্রান্তে।

তাহলে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অর্জন কী হলো। ইরাকের মতো উন্নত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে তিন খন্ডে বিভক্ত হওয়ার কাছাকাছি, অনবরত রক্তক্ষরণ চলছে। সিরিয়ার মতো আরেকটি উদার ধর্মনিরপেক্ষ দেশ ধ্বংস হয়ে গেছে, যুদ্ধ এখনো চলছে। তেলসমৃদ্ধ ধনী দেশ লিবিয়া ধ্বংস, ভয়াবহ গৃহযুদ্ধে লিপ্ত এবং খন্ডিত হওয়ার পথে। ইয়েমেনের সীমাহীন গৃহযুদ্ধে মানবতা ভূলুণ্ঠিত। পারস্য উপসাগরের তেল ও গ্যাস সম্পদের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসরায়েলের আধিপত্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একটা টেকসই রাষ্ট্র পাওয়ার জন্য ফিলিস্তিনি জনগণের আশা ক্রমেই ফিকে হয়ে যাচ্ছে। সর্বসাকল্যে যুদ্ধকবলিত দেশ থেকে প্রায় এক কোটি শরণার্থী দীর্ঘদিন যাবৎ মানবেতর জীবন যাপন করছে।

দ্বিতীয় চিত্রটি হলো, আফগানিস্তানে জিহাদে যোগ দেওয়া লক্ষাধিক জঙ্গি দেশে ফিরে গিয়ে নিজ নিজ দেশের অভ্যন্তরে সশস্ত্র জঙ্গি তৎপরতা শুরু করেছে। এই তালিকায় বাংলাদেশও রয়েছে। হোলি আর্টিজানের মতো ঘটনা এখানে ঘটেছে। মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা, এশিয়ার ইন্দোনেশিয়াসহ সব মুসলিমপ্রধান দেশগুলোতে আফগান প্রশিক্ষিত জঙ্গিদের সশস্ত্র তৎপরতার মধ্য দিয়ে জঙ্গি ও জঙ্গিবাদের বিশ্বায়ন ঘটেছে। সোমালিয়া, কেনিয়া, তানজানিয়া, সুদান, মালি, বারকিনাফাসো, নাইজেরিয়া ও নাইজারে এই করোনার মধ্যেও জঙ্গি তৎপরতায় প্রতিনিয়তই নিরীহ মানুষ নিহত হচ্ছে। তৃতীয় চিত্রটি হলো, পশ্চিমা বিশ্বে শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদের উত্থান ঘটেছে। ২০১৯ সালের ১৫ মার্চ নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চ মসজিদে আক্রমণের মধ্য দিয়ে সেটির বীভৎস রূপ দেখা যায়। উদার বলে পরিচিত ইউরোপের দেশগুলোতে অভিবাসী ও মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদী গোষ্ঠীর রাজনৈতিক শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। পশ্চিমা বিশ্বের কিছু বুদ্ধিজীবীও তাঁদের লেখালেখির মাধ্যমে ধর্মবিদ্বেষ উসকে দিচ্ছেন, যাকে তাঁরা ক্লাস অব সিভিলাইজেশন হিসেবে উপস্থাপন করছেন। তাঁদের লেখা পড়লে মনে হয়, পশ্চিমা বিশ্বের মূল্যবোধের বিরুদ্ধে মুসলমানরাই বোধ হয় এখন প্রধান শত্রু। অথচ সারা বিশ্বের শতকরা ৫ ভাগ মুসলমানও উগ্রবাদিতা ও ধর্মবিদ্বেষ সমর্থন করে না। তাঁরা উমাইয়া, আব্বাসীয় ও অটোমানদের ইউরোপ অভিযানের চিত্রটি একতরফাভাবে তুলে ধরছেন। তাতে খ্রিস্টান শ্বেতাঙ্গবাদীরা আরো উৎসাহিত হচ্ছে। ইউরোপ কর্তৃক দীর্ঘকাল মুসলিমপ্রধান দেশগুলোর ওপর ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ ও লুণ্ঠনের চিত্রটি পাশাপাশি তুলে ধরলে নতুন প্রজন্ম বুঝত সব কিছু হয়েছে দুই পক্ষের শাসকদের রাজনৈতিক অভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য। তাঁরা সবাই রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মের অপব্যবহার করেছেন, ধর্মকে অপবিত্র করেছেন।

সব পক্ষের উসকানিমূলক বুদ্ধিচর্চার পরিণতি সম্পর্কে এডওয়ার্ড সাঈদ তাঁর লেখা 'কাভারিং ইসলাম' গ্রন্থে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। ৯/১১-র সার্বিক প্রেক্ষাপট প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে এখনো বিদ্যমান। নতুনরূপে নতুন নতুন প্রেক্ষাপট তৈরি হচ্ছে। ৯/১১ ও তার পরিণতির সব কিছুই স্ফুলিঙ্গ হয়ে আছে। বিশ্ব আরো অস্থিতিশীল ও নৈরাজ্যবাদের দিকে ঝুঁকছে। তাই মানবসভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে হলে সার্বিক বিশ্বব্যবস্থায় বিশাল সংস্কার প্রয়োজন। জাতিসংঘকে ঢেলে সাজাতে হবে। নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যের সংখ্যা আরো বাড়ানো প্রয়োজন। ভেটো ক্ষমতা বিলুপ্তিসহ স্থায়ী-অস্থায়ী সব সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তার বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে জাতিসংঘের স্বাধীন ম্যাকানিজম থাকলে অনেক কিছুর পরিবর্তন হবে। ৯/১১-র অভিশাপ থেকে ১৯ বছরেও কিন্তু বিশ্ব মুক্ত হতে পারেনি।

লেখক: রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক









বাংলাদেশ সোসাইটির উদ্যোগে ফুড বক্স ও মাস্ক বিতরণ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: মহামারী কারোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সহায্যার্থে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক-এর পক্ষ থেকে আরো ফুড বক্স ও মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে। শনিবার (১২ ফেব্রুয়ারী) জ্যাকসন হাইটসের রুজভেল্ড এভিনিউতে আরোর ১০০ পরিবারের মাঝে ফুড বক্স এবং মাস্ক বিতরণ করা হয়। এর আগে অর্থাৎ গত জুন মাসে ২০০ এবং জুলাই মাসে সোসাইটির আয়োজনে ২৫০টি পরিবারের কাছে ফুড বক্স বিতরণ করা হয়েছে বলে সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহীম হাওলাদার জানান।

আব্দুর রহীম হাওলাদার জানান, এবিসিডি ফাউন্ডেশন, সিটি মেয়র অফিস, কুইন্স বরো প্রেসিডেন্টর অফিস এবং সিটি কাউন্সিলম্যান কষ্টা ডি কস্টানটিডিস ও কাউন্সিলম্যান ম্যাক-এর সহযোগিতায় এ পর্যন্ত ৫৫০টি ফুড বক্স এব! ১০ হাজার মাস্ক সংগ্রহ ও বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও জাকাত ফাউন্ডেশন ইউএসএ'র সহযোগিতায় ফুড/ভেজিটেবল বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও করোনায় মৃত্যুবরণকারী ১৭৫ জনের জন্য কবর প্রদান করা হয়। তার মধ্যে ১৫০টি ফ্রি প্রদান করা হয়েছে।

শনিবার ফুড বক্স ও মাস্ক বিতরণী অনুষ্ঠানে সোসাইটির ট্রাষ্টিবোর্ডের চেয়ারম্যান ও সাবেক সভাপতি এম আজিজ, ট্রাষ্টিবোর্ড মেম্বার কাজী আজহারুল হক মিলন, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহীম হাওলাদার, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী সহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে নওশাদ হোসাইন, আহসান হাবীব, মাইনউদ্দীন মাহবুব, আবুল কাশেম চৌধুরী এবং মুক্তিযোদ্ধা আবাদুল মুকিত চৌধুরী, মুক্তিযোদ্ধা মশিউর রহমান, ফারুক হোসেন মজুমদার, শাহাদৎ হোসেন, আব্দুর রব, মো: ফকরুল ইসলাম, টি মোল্লা মওলানা মাসুম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।





Homeopathy & Herbal
হোমিওপ্যাথিক এন্ড হারবাল
ডাঃ এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.M.C (USA) Homeopathic Specialist
37-15 73rd Street, Jackson heights, NY 11372.
Cell: 917-285-4804, Ph: 718-898-0939
www.vhvshop.com

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি
TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872
We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more
1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE
BUYING & SELLING.
Tusher Bhuiyan
Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com
Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
ASTORIA PHARMACY
Ph: 718-278-3772
JACKSON HEIGHTS PHARMACY
Ph: 718-779-1444
LONG ISLAND CITY CHEMISTS
Ph: 718-392-8049
OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

সুব্রত বিশ্বাস

ম. আ. মুক্তাদিরের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করি

বলা হয়ে থাকে মুক্তিযোদ্ধারা জাতির গৌরব। মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির আত্মমর্যদার সর্বোচ্চ সোপান। কথাগুলোর সাথে দ্বিমতের অবকাশ নেই। স্বাধীনতার পর দেশব্যাপী এই আবহই তৈরি হয়েছিল। গ্রামে-গঞ্জে, পাড়ায় মহল্লায় গড়ে উঠেছে শহীদ মিনার। মুক্তিযুদ্ধের বিজয় স্তম্ভ। মুক্তিযুদ্ধের অবয়ব স্মৃতি। কোথাও গড়ে উঠেছে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা স্মৃতিসৌধ ও শহীদ মিনার।

সমগ্র জাতি মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার আনন্দ জোয়ারে ভেসে গিয়েছিল। এই বাস্তবতা যেমন ছিল, তার প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু এক পর্যায় আমরা তার স্খলনও লক্ষ্য করলাম। অন্ধকারের অদৃশ্য শক্তিকে বলতে শোনা যাচ্ছিল এসব বিধর্মীদের আচার। তাদের ধর্মীয় শিষ্টাচারের প্রতিচ্ছবি ইত্যাদি। ধীরে ধীরে তাদের সুর ও আওয়াজ জোরালো ও প্রসারিত হতে থাকে। এক পর্যায়ে পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট হত্যাকান্ডের পর সেই পুরাতন অদৃশ্য শক্তিই জেঁকে বসলো আমাদের ওপর। আমরা আমাদের অর্জন ও গৌরব হারাতে বসলাম। আমাদের বিজয় পরাজিত শক্তির কাছে পদানত হতে থাকলো। আমরা যারা বিজয়ী তারা অপাংথেয় হয়ে গেলাম।

বস্তুত, স্বাধীনতার পর পরই আমরা হোঁচট খেলাম। যে ব্যক্তির অবিস্মরণীয় দক্ষ নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হলো, যার অভিজ্ঞতার আলোকে ও পরিকল্পনায় স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ে ওঠার কথা ছিল, মুক্তিযোদ্ধারা হবে দেশ গড়ার মূল ও প্রধান কারিগর, দেশ ও জাতির প্রতি দায়বদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞ সেই ব্যক্তি তাজউদ্দিনকে সরিয়ে দেওয়া হলো। বিভক্ত করে দেওয়া হলো জাতিকে। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা ঐক্য বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়লো। মুক্তিযোদ্ধারা নিগৃহীত হতে থাকলেন। যখন যারাই ক্ষমতায় এসেছে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের হাতের পুতুল হিসেবে ক্ষমতার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছেন।

স্বাধীনতার ইতিহাস ও জাতীয় বীরদের স্মৃতি ধরে রাখার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। কিন্তু স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক বিভেদ ও অস্থিরতায় সেটা হয়ে উঠতে পারেনি। পঁচাত্তরের পর দীর্ঘ সময় স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি ক্ষমতায় থাকায় আরও দীর্ঘায়িত ও বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা অনেকেই হারিয়ে গেছেন। ম. আ. মুক্তাদিরও হারিয়ে যাওয়াদের একজন। ম. আ. মুক্তাদির একজন বীর



মুক্তিযোদ্ধা। সিলেট শহরের শহরতলীতে তার বাড়ি। ছাত্রজীবনে ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে হয়ে উঠেছিলেন একজন ছাত্রনেতা। পরবর্তীতে একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। ছাত্র জীবনেই পরাধীনতামুক্ত হতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন। তাই স্বাধীনতা ও স্বাধীকার আন্দোলনে রয়েছে সক্রিয় ভূমিকা। দেশ মাতৃকার টানে গিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধে। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে রয়েছে তার বীরত্বগাথা ভূমিকা। রাজনীতি ও সমাজ সচেতন হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। স্বাধীনতার পরবর্তীতে দেশ গঠনে এবং আন্দোলন সংগ্রামে রয়েছে বলিষ্ঠ অবদান ও ভূমিকা।

এখন শাসন ক্ষমতায় মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগ। সরকার প্রধান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কন্যা। স্বাভাবিকভাবে মুক্তিযোদ্ধা ও জাতির প্রত্যাশা ছিল মুক্তিযুদ্ধের হৃত অধিকার পুনরুদ্ধারে অগ্রাধিকার পাবে। মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা মুক্তাদিরদের স্মৃতি ও গৌরব সর্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। সর্বত্র গড়ে উঠবে এবং প্রতিষ্ঠা পাবে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত গৌরব। গ্রামে-গঞ্জে, পাড়া মহল্লায় আবার গড়ে উঠবে হারিয়ে যেতে থাকা মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিফলক ও শহীদ মিনার। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য সরকারের তেমন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়নি, যাচ্ছে না। বরং স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বিপরীত পথে হাঁটতে দেখি। তাই আজ মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি রক্ষার ক্ষেত্রে চরম অবহেলা ও ঔদাসিন্য।

সরকারের উদাসীনতা ও বিরোধপূর্ণ অবস্থানের ফলে বহু প্রথিতযশা ও খ্যাতিমান মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতি হারিয়ে যেতে বসেছে। কোথাও সরকারের সংকীর্ণ পক্ষপাত কোথাও ঔদাসিন্যে কোথাও উপেক্ষা এর প্রধান কারণ। ম. আ. মুক্তাদির তেমনই উপেক্ষিত একজন মুক্তিযোদ্ধা। প্রসঙ্গত, শোনা যাচ্ছে সিলেট পৌরসভা স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যাদের বিশেষ অবদান রয়েছে তাদের নামে শহরের বিভিন্ন রাস্তা ও স্থাপনা নামকরণ করা হবে। বিষয়টি সত্য হলে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক এবং মুক্তাদিরের মতো মুক্তিযোদ্ধা সেখানে অগ্রাধিকার পাবেন আশা করি। সরকারের ঔদাসিন্য থাকলেও পরিবার, বন্ধু, সহকর্মী ও সহযোদ্ধাদের উদ্যোগে বহু ক্ষেত্রে অনেক মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতি ধরে রাখতে উদ্যোগী হতে দেখা যাচ্ছে। ম. আ. মুক্তাদিরের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি। মুক্তাদিরের অনুসারী সহকর্মী বন্ধুদের উদ্যোগে ইতিমধ্যে তার কবরের ওপর একটি সৌধ তৈরি হয়েছে। উদ্যোক্তাদের মধ্যে আমেরিকা প্রবাসী মুক্তাদিরের সহকর্মী শাহাব উদ্দীনের ভূমিকা ও প্রচেষ্টা অন্যতম। আগামী প্রজন্মের কাছে মুক্তাদিরের স্মৃতি তুলে ধরতে একটি ট্রাস্টি গঠন করা হয়েছে। পাঁচ লাখ টাকার একটি ফান্ড এবং এই ফান্ড আরও বড় করার পরিকল্পনা রয়েছে।

ট্রাস্ট গঠনের পর থেকে ট্রাস্টের উদ্যোগে প্রতিবছর মুক্তাদিরের জন্ম ও মৃত্যু দিবস পালিত হয়ে আসছে। এ উপলক্ষে প্রতিবছর একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। আগামীতে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবারের মৃত্যুবার্ষিকীতে। এছাড়া মুক্তাদিরের নামে গরীব ছাত্রদের জন্য প্রতিবছর বৃত্তি প্রচলনেরও চিন্তা রয়েছে। এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। ট্রাস্টি ও স্মৃতি পরিষদের বন্ধুদের অভিনন্দন জানাই এমন একটি শুভ কাজের জন্য। মুক্তাদির স্মৃতি ট্রাস্ট অমর ও অম্লান থাক। মুক্তাদির আমার অনুজ সহযোদ্ধা এবং একান্ত কাছের। তার স্মৃতির প্রতি গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানাই।

লেখক: মুক্তিযোদ্ধা ও কলামিস্ট।

করোনাভাইরাস : কার্যকর বনাম ব্যর্থ রাষ্ট্র

(৪ পাতার পর)

সহজে ব্যবহার করা যায়– এমন ভেন্টিলেটর তৈরি করা যায়। কিন্তু তখন ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী যুক্তির হস্তক্ষেপ ঘটল। ওই প্রতিষ্ঠানটিকে 'কোভিডিয়েন' নামের বৃহৎ করপোরেশন কিনে নেয়। তবে প্রকল্পটিকে এড়িয়ে যাওয়া হলো। মার্কিন সরকারকে যখন কোনো ভেন্টিলেটর দেয়া হয়নি, তখন ২০১৪ সালে কোভিডিয়েন কর্মকর্তারা (ফেডারেল) বায়োমেডিক্যাল রিসার্চ এজেন্সিকে জানায়, তারা সংশ্লিষ্ট চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসতে ইচ্ছুক। এটা জানিয়েছেন সাবেক ফেডারেল কর্মকর্তারা। তখন বলা হয়েছিল, সে করপোরেশন বা কোম্পানির জন্য ভেন্টিলেটর উৎপাদন করা যথেষ্ট লাভজনক নয়।

এটা নিঃসন্দেহে সত্য যে, এ অবস্থায় নব্য উদারতাবাদের যুক্তির হস্তক্ষেপ দেখা গেছে। এর মাধ্যমে সরকারকে বলা হয় যে, সরকার বাজারে রিবাট ব্যর্থতা এড়াতে পারেনি। এতে চলমান বিপর্যয়ের জন্ম হয়েছে। নিউ ইয়র্ক টাইমস নমনীয়ভাবে উল্লেখ করেছে, 'সস্তা ও সহজে ব্যবহারযোগ্য ভেন্টিলেটর উৎপাদনের স্থগিত প্রয়াসের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য বিষয়ে বেসরকারি কোম্পানিগুলোকে দিয়ে আউট সোর্সিংয়ের বিপদ প্রকট হয়ে উঠেছে। তারা মুনাফাকে সর্বোচ্চ মাত্রায় নিতে চান। এটা ভবিষ্যৎ সঙ্কট মোকাবেলার প্রস্তুতি নেয়ার যে সরকারি লক্ষ্য, এর সাথে সর্বদা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।' দিলদরিয়া সরকারকে কুর্নিশ করার প্রথা এবং এর লক্ষ্যের প্রশংসা করার বিষয় বাদ দিলেও পত্রিকাটির বক্তব্যের সত্যতা পর্যাপ্ত। এর সাথে আমরা যোগ করতে পারি, 'মুনাফাকে চরমে তোলা মানবতার অস্তিত্বের আশাবাদের সাথেও সবসময় সামঞ্জস্যশীল নয়।' যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম ব্যাংক জেপি মর্গান চেজ হুঁশিয়ারি দিয়েছে, আমাদের বর্তমানে অনুসৃত পন্থায় মানবতার অস্তিত্ব ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। জীবাশ্ম জ্বালানির জন্য ব্যাংকটির নিজস্ব বিনিয়োগের কথাও প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয়। একইভাবে, শেভরন কোম্পানি একটি টেকসই জ্বালানি প্রকল্প বাতিল করে দিয়েছে। কারণ পৃথিবীতে জীবন ধ্বংসের মুনাফা সে তুলনায় বেশি। এক্সসন মবিল তা কমেনি। কারণ তারা এমন কোনো প্রকল্পে হাত দেয়নি। লাভ করার ব্যাপারে তাদের হিসাব বেশি যুক্তিযুক্ত।

নব্য উদারতাবাদী মতবাদের মতে, এটাই সঠিক। মিল্টন ফ্রিডম্যানসহ নব্য উদার ব্যক্তিত্বরা আমাদের উপদেশ দিয়েছেন, করপোরেট ম্যানেজারদের কাজ হলো– মুনাফা কতটা বেশি করা যায়, সে জন্য চেষ্টা করা। এই নৈতিক বাধ্যবাধকতা থেকে যেকোনো বিচ্যুতির 'সভ্য জীবন' ভিত্তিগুলোকে চুরমার করে দেবে।

কোভিড-১৯ সঙ্কট থেকে উত্তরণ ঘটবে মারাত্মক এমনকি ভয়াবহ মাশুল দিয়ে। বেশি ক্ষতির শিকার হবে গরিব মানুষরা এবং যারা বেশি ঝুঁকিতে আছে তারা। তবে মেরু অঞ্চলের বরফগলাসহ বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধির ধ্বংসাত্মক পরিণাম থেকে উদ্ধার পাওয়ার পথ নেই। এ ক্ষেত্রেও বাজার বিপর্যয়ই দুর্যোগের কারণ এবং তার মাত্রা দুনিয়াটাকে দুলিয়ে দেয়ার মতো। বর্তমান (মার্কিন) প্রশাসনকে এখনকার মহামারীর ন্যায় সম্ভাব্য দুর্যোগ সম্পর্কে যথেষ্ট হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছিল। গত অক্টোবরে উচ্চপর্যায়ের সিমুলেশনও চালানো হয়েছে এ ব্যাপারে। ট্রাম্প ক্ষমতায় এসে গত কয়েক বছরে যেভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে এসেছেন, তাতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। তিনি সরকারের সংশ্লিষ্ট সব অংশকে তহবিলবঞ্চিত করেছেন এবং ভেঙে দিয়েছেন। মুনাফাবাজিকে রুদ্ধ করে জীবন বাঁচাতে পারে– এমন সব বিধিবিধান উচ্ছেদের জন্য তিনি করপোরেট প্রভুদের নির্দেশ বাস্তবায়ন করছেন সর্বাত্মক উপায়ে। পরিণামে পরিবেশগত দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছে। এটা তার সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধ; আসলে ফলাফল বিবেচনায় নিলে তা ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অপরাধ।

গত জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে আর সন্দেহ রইল না, কী ঘটছে, সে ব্যাপারে। ৩১ ডিসেম্বর চীন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে (হু) জানায়, নিউমোনিয়ার মতো লক্ষণ ছড়িয়ে পড়ার বিষয়ে। চীন আরো জানায়, এ রোগের কারণ অজানা। ৭ জানুয়ারি চীন অবগত করে যে, বিজ্ঞানীরা এই ব্যাধির জন্য দায়ী করেছেন করোনাভাইরাসকে। তারা বিজ্ঞান জগতকে এ জীবাণুর জিনোম সম্পর্কে জানিয়েছিলেন। গত জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারি মাসে মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ এ ভাইরাসের সংক্রমণের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কানে কথা তুলতে চেয়েছে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছেন এতে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, প্রেসিডেন্টকে কোনো পদক্ষেপ নিতে উদ্বুদ্ধ করা যায়নি। এ দিকে অবস্থার অবনতি হচ্ছিল।

ট্রাম্প নীরব ছিলেন না। তিনি সুনিশ্চিত ভঙ্গিতে বহুবার বক্তব্য দিয়েছেন। জনগণকে বলেছেন, এটা সামান্য কাশি মাত্র। সব কিছুই নিয়ন্ত্রণে আছে। যেভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছি, তাতে ১০-এর মধ্যে ১০-ই পাবো; এটা গুরুতর ব্যাপার। তবে এটা ভয়াবহ মহামারী, তা আমিই জানতে পেরেছি, ইত্যাদি। তিনি তার ব্যর্থতা প্রমাণ করেছেন। তার কৌশলটি সুচিন্তিত। তা হলো মিথ্যাকে এত দ্রুত বলে যাওয়া হবে যে, সত্যের ধারণাই মুছে যাবে। যাই ঘটুক না কেন, ট্রাম্প নিশ্চিত, তার অনুগত অনুসারীদের সমর্থন তিনি পাবেনই। এলোপাতাড়ি তীর ছুড়লে এর কোনোটা না কোনোটা টার্গেটে আঘাত হানার সম্ভাবনা থাকে।

ট্রাম্পের এমন রেকর্ডের মুকুটতুল্য ঘটনা হচ্ছে, ১০ ফেব্রুয়ারী যখন করোনাভাইরাসে দেশটা সয়লাব, তখন হোয়াইট হাউজ তার বার্ষিক বাজেট প্রস্তাব প্রকাশ করে। ফলে স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান সরকারি ক্ষেত্রে বরাদ্দ আরো কমে গেল (আসলে জনকল্যাণমূলক সব কিছু হলো ক্ষতিগ্রস্ত)। অপর দিকে যা 'গুরুত্বপূর্ণ' (সশস্ত্র বাহিনী ও দেয়াল) তার তহবিলের বহর বাড়ানো হয়েছে।

এর একটি ফল হচ্ছে, করোনার পরীক্ষা কাজ একেবারেই দেরিতে এবং সীমিত পরিসরে চলছে। এদিক দিয়ে আমেরিকা পিছিয়ে আছে। কোনো কোনো দেশ নিজেদের তৎপরতা দ্বারা এই মহামারীকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে দেয়নি। কারণ তাদের পরীক্ষা ও অনুসন্ধান কৌশলটি সার্থক। যুক্তরাষ্ট্রে এর বাস্তবায়ন অসম্ভব করে তোলা হয়েছে। এ দেশের এমনকি সর্বোত্তম হাসপাতালগুলোতেও মৌলিক যন্ত্রপাতি নেই। আর বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রই করোনা সঙ্কটের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই পরিস্থিতি ট্রাম্পের অসৎ কর্মের সারাংশ মাত্র। এটা আর চলতে দেয়া যায় না।

সঙ্কটের মোকাবেলায় ব্যর্থতাজনিত বিপর্যয়ের জন্য ট্রাম্পকে দায়ী করা আকর্ষণীয় ব্যাপার। তবে ভবিষ্যৎ বিপদ এড়াতে হলে তাকে ছাড়িয়ে প্রসারিত করতে হবে দৃষ্টি। তিনি একটি রুগ্‌ণ সমাজে ক্ষমতায় এসেছেন। এ সমাজ ৪০ বছর ধরে নব্য উদারতাবাদের হাতে যাতনা ভোগ করেছে। অবশ্য সমাজটার সমস্যার শেকড় আরো গভীরে।

নব্য উদার ধনতন্ত্র রিগ্যান-থ্যাচার আমল থেকে বহাল রয়েছে। এর সূচনা তার অল্প আগে। এর যে মন্দ পরিণাম তা বিশদ বলা নিষ্প্রয়োজন। রিগ্যান ছিলেন অতি ধনাঢ্য শ্রেণীর প্রতি বদান্য। অর্থনৈতিক সঙ্কট মুক্তির জন্য আরেকবার 'বেইল আউট' এগিয়ে নেয়া হচ্ছে। তাই তার কথাটা প্রাসঙ্গিক। ট্যাক্স হ্যাভেনের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, সেটা তুলে নেয়াসহ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় রিগ্যান করের বোঝা জনগণের ঘাড়ে চাপিয়েছেন। স্টকের দাম ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলা এবং কোম্পানিগুলোকে আরো ধনী বানিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন সামর্থ্য ক্ষুণ্ন করার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। উল্লেখ্য, অত্যধিক সম্পদশালীরাই অধিকাংশ স্টকের মালিক। এসব নীতির প্রভাব পড়েছে ব্যাপকভাবে। আর্থিক বিচারে তা ২০, ৩০, ৪০ ট্রিলিয়ন ডলার পর্যন্ত। এ ধরনের পলিসি ক্ষুদ্র এক গোষ্ঠীকে লাভবান করলেও বাদবাকি সবাই ব্যর্থ। এভাবে আমরা এমন এক সমাজে আছি, যেখানে মাত্র ০.১ শতাংশের হাতে সম্পদের ২০ শতাংশ কুক্ষিগত। জনগণের অর্ধেকই সম্পদহীন। তাদের বেঁচে থাকতে হয় নিছক বেতনের চেকের ওপর নির্ভর করে। অন্য দিকে কোম্পানির মুনাফা বেড়েছে বহুগুণ। আর প্রধান নির্বাহীদের বেতন হয়েছে আকাশছোঁয়া। এ দিকে প্রকৃত মজুরি হয়ে পড়েছে স্থবির। অর্থনীতিবিদ ইমানুয়েল সায়েজ এবং গাব্রিয়েল জুকম্যান 'দ্য ট্রায়াম্ফ অব ইনজাস্টিস' বইতে দেখিয়েছেন, শীর্ষ ব্যক্তিদের ছাড়া সব ইনকাম গ্রুপের ওপর ধার্যকৃত কর প্রায় অভিন্ন।

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যব্যবস্থা বেসরকারি ও মুনাফাভিত্তিক। এটা অনেক দিন যাবত আন্তর্জাতিক কেলেঙ্কারির বিষয়। এর মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ অন্যান্য উন্নত দেশের দ্বিগুণ। তবুও মার্কিন স্বাস্থ্যব্যবস্থার ফলাফল কখনো বা সর্বনিকৃষ্ট। নব্য উদারতাবাদী তত্ত্ব আরো এক আঘাত হেনেছে। এটা দক্ষতার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের মাপকাঠির প্রবর্তন করেছে। তা হলো– মেদবিহীন সিস্টেমে একেবারে অনটাইম সার্ভিস। কোনো বিপর্যয় হলেই সিস্টেমটা ধসে পড়ে। নব্য উদার মূলনীতিভিত্তিক বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বেলায়ও এ কথা সত্য।

ট্রাম্প উত্তরাধিকার সূত্রে এমন একটা বিশ্ব পেয়েছেন। আর এ বিশ্বই তার 'পিটুনির ভেড়া'। বর্তমানে চলমান সঙ্কট উত্তরণের পর যে ধ্বংসস্তূপ পড়ে থাকবে তা থেকে একটি কার্যকর সমাজ পুনর্গঠনের বিষয়ে যারা উদ্বিগ্ন, তাদের জন্য বিজয় প্রসাদের এই আহ্বানে কান দেয়াই কল্যাণকর : 'আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরব না। কেননা এই স্বাভাবিকই ছিল সমস্যা।'

প্রশ্ন: এখন যুক্তরাষ্ট্রে জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে জরুরি অবস্থা অতিবাহিত করছে। দীর্ঘকাল আমরা এমন হতে দেখিনি। এ পরিস্থিতিতেও আমেরিকার জনগণকে বলা হচ্ছে, সার্বজনীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা বাস্তবসম্মত নয়। এই অবস্থার জন্য কি কেবল নব্য উদারতাবাদ দায়ী?

চমস্কি: এটা একটা জটিল কাহিনী। শুরুতেই বলা দরকার, বহু বছর ধরে নির্বাচনে দেখা গেছে, জনমত সার্বজনীন স্বাস্থ্য পরিচর্যার সপক্ষে। মাঝে মধ্যে এ সমর্থন প্রবল হতেও দেখা যায়। রিগ্যান আমলের শেষ বছরগুলোতে জনসাধারণের ৭০ শতাংশই ভেবেছিল মার্কিন সংবিধানে স্বাস্থ্যসেবার নিশ্চয়তা প্রদান করা হবে। আর জনগণের ৪০ শতাংশের বিশ্বাস ছিল, সংবিধানে এর উল্লেখ ছিল আগে থেকেই। অর্থাৎ মার্কিন সংবিধানকে মনে করা হয়েছিল যা কিছু শুদ্ধ সঠিক তার ভান্ডার হিসেবে। রেফারেন্ডামগুলোতে সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার বিষয়টি ব্যাপক সমর্থন পেয়েছিল। এর পরই শুরু হলো ব্যবসায়ের স্বার্থে আগ্রাসী প্রপাগান্ডা। তখন হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছে, 'করের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হবে।' এটা সম্প্রতি আমরা ঘটতে দেখলাম। এ অবস্থায় ইস্যুটিতে জনসমর্থন উবে গেল।

যা হয়ে থাকে আর কী। প্রপাগান্ডায় একটি সত্য ছিল। কর বাড়বে, তবে মোট ব্যয় অনেক কমে যাবে। তুলনীয় অন্য দেশগুলো এটাই সাক্ষ্য দিচ্ছে। কত কমবে? এ ব্যাপারে কিছু ধারণার ব্যাপার আছে। ল্যান্সেট (ব্রিটেন) বিশ্বের অন্যতম নেতৃস্থানীয় মেডিক্যাল জার্নাল। এতে সম্প্রতি প্রকাশিত গবেষণামূলক লেখায় উল্লেখ করা হয়েছে, 'সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম ১৩ শতাংশ অর্থের সাশ্রয় করার সম্ভাবনা আছে এ ক্ষেত্রে। এতে বছরে বাঁচবে ৪৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি (২০১৭ সালে ডলারের দামের হিসেবে)।' গবেষণা প্রতিবেদনটিতে আরো বলা হয়েছে, 'কর্মচারীরা আর ঘনবসতির হিসাবে দেয় প্রিমিয়াম এবং বিদ্যমান সরকারি বরাদ্দ যা তার চেয়ে কম খরচে পুরো ব্যবস্থাটা পরিচালিত হতে পারে। এতে নিম্নআয়ের মানুষের সর্বাধিক স্বস্তির কারণ সৃষ্টি হতে পারে। আমাদের হিসাবে সব আমেরিকানের স্বাস্থ্য পরিচর্যা এভাবে নিশ্চিত হলে প্রতি বছরে ৬৮ হাজার প্রাণ রক্ষা পাবে এবং সেই সাথে বাঁচবে ১৭ লাখ ৩০ হাজার জীবন বর্ষ।' তবে এর ফলে কর বৃদ্ধি পাবে। মনে হয়, কর না দিতে হলে অনেক আমেরিকানই বেশি ব্যয় করার পক্ষপাতী। আর কর দেয়া মানে, বছরে হাজার হাজার মানুষের প্রাণনাশ। মার্কিন গণতন্ত্র এটাই ইঙ্গিত করছে। ব্যবসায়শক্তি আর তার বুদ্ধিবৃত্তিক দাসরা আলোচ্য পরিস্থিতির জন্য দায়ী। নব্য উদার হামলা আমেরিকার জাতীয় সংস্কৃতির এই ব্যাধিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে এর শেকড়গুলো অনেক গভীরে প্রোথিত এবং এর অনেক রকম বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। বিষয়টি খুবই গুরুত্ববহ।

প্রশ্ন: কয়েকটি দেশ কোভিড-১৯ সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছে। এসব দেশ পাশ্চাত্যের (নব্য) উদারতাবাদী বিশ্বের বাইরে। এদের মাঝে রাশিয়া, চীন, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া রয়েছে। এটা কি আমাদের পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে কোনো শিক্ষা দিচ্ছে?

চমস্কি: করোনাভাইরাসের সংক্রমণের নানা প্রতিক্রিয়া হয়েছে। প্রতীয়মান হয়, চীন এটাকে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলেছে, অন্তত কিছু সময়ের জন্য। চীনের চার পাশের দেশগুলোর ব্যাপারে কথাটা সত্য। এসব দেশে সংশ্লিষ্ট হুঁশিয়ারিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে প্রথমেই। এদের মধ্যে একাধিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আছে যারা পাশ্চাত্যের চেয়ে কম উন্নত নয়। ইউরোপের বেশির ভাগ দেশ এ ভাইরাস মোকাবেলায় তৎপরতা দেখালেও কার্যকর ভূমিকা নেয়নি। এ দিকে কম মৃত্যুহারের দিক দিয়ে জার্মানি বিশ্বে রেকর্ড গড়েছে। এর হেতু হলো, বাড়তি স্বাস্থ্য সুবিধা ও রোগ নির্ণয়ের সামর্থ্য এবং পরিস্থিতির তাগিদে দ্রুত সাড়া দেয়া। নরওয়ের বেলাতেও এ কথা খাটে। ব্রিটেনে বরিস জনসনের প্রতিক্রিয়া ছিল লজ্জাকর। আর ট্রাম্পের আমেরিকা তো পেছনেই রয়ে গেছে।

জার্মানীর উদ্বেগ তার রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে সীমিত। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ) নিজের কার্যকারিতার প্রমাণ দিয়েছে। যা হোক, ইউরোপের রুগণ রাষ্ট্রগুলো সাহায্যের জন্য আটলান্টিকের এপারে পৌঁছতে পেরেছে। কিউবার বৃহৎ শক্তি আরেকবার প্রস্তুত ছিল তার ডাক্তার ও সরঞ্জাম নিয়ে। তার পড়শি যুক্তরাষ্ট্র ইয়েমেনের জন্য স্বাস্থ্য সহায়তা কেটে দিচ্ছিল। এই ইয়েমেনে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের সর্বাধিক ভয়াবহ মানবিক সঙ্কটের জন্ম দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র তার বাছাই করা শত্রুদের দুর্ভোগ চরমে তোলার জন্য নির্মম নিষেধাজ্ঞার নিগড় আরো কঠোর করার কাজে লাগাচ্ছে মারাত্মক স্বাস্থ্য সঙ্কটকে। কিউবা হলো, যুক্তরাষ্ট্রের হাতে সর্বাধিকাল দুর্ভোগ পোহানো দেশ। সেই কেনেডি আমলের সন্ত্রাসবাদী লড়াই এবং অর্থনৈতিকভাবে টুঁটি টিপে ধরার দিনগুলো থেকে– তবে অলৌকিক উপায়ে কিউবা বেঁচে আছে। ওয়াশিংটনে যে 'সার্কাস' চলছে, এর সাথে জার্মানির অ্যাঞ্জেলা মের্কেলের পরিকল্পিত পদক্ষেপের তুলনা আমেরিকানদের মোটেও ভালো লাগে না। তিনি ঠান্ডা মাথায় বাস্তবের ভিত্তিতে জার্মানদের বলেছেন, কিভাবে এ মহামারী মোকাবেলা করা উচিত। এ ক্ষেত্রে সাড়া দেয়ার বিষয়টি গণতান্ত্রিক বনাম স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয়। এটা হলো কার্যকর বনাম ব্যর্থ রাষ্ট্রের ব্যাপার। ট্রাম্প এসব দেশকে 'মলমূত্রের মতো পরিত্যাজ্য' বলে গালিগালাজ করে থাকেন এবং তাদের সাইজ করার জন্য ব্যস্ত রয়েছেন।

প্রশ্ন: দুই ট্রিলিয়ন ডলার করোনাভাইরাস অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী? আরেকটি মহামন্দা মোকাবেলা এবং আমেরিকান সমাজের সর্বাধিক দুস্থ মানুষকে সাহায্যের জন্য তা পর্যাপ্ত কি না।

চমস্কি: এ পরিকল্পনা কোনো কিছুর চেয়ে উন্নত নয়। যাদের এ সাহায্যের নিতান্তই প্রয়োজন, এটা তাদের সীমিত সান্ত্বনা দেবে। যারা আসলেই দুস্থ তাদের সহায়তার জন্য প্রচুর অর্থ আছে এ তহবিলে। বিভিন্ন কোম্পানি বছরের পর বছর মুনাফার পাহাড় গড়ে এবং স্টক ব্যবসার মাধ্যমে তাকে অনেক বাড়িয়ে, ধাত্রী রাষ্ট্রের দুয়ারে ভিড় করেছে নিজেদের প্রকৃত স্বরূপ লুকিয়ে রেখে। তারা রাষ্ট্রীয় অর্থে তাদের উদ্ধার করে দিতে আবেদন জানাচ্ছে। উদ্বেগের হেতু নেই! বেকুবদের এই তহবিল তত্ত্বাবধান করবেন ট্রাম্প আর তার অর্থমন্ত্রী। তাকে 'সত্য ও ন্যায়পরায়ণ' বলে মেনে নেয়া যায়! তারা যদি নতুন 'মহাপরিদর্শক' আর কংগ্রেসের দাবিকে উপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেয়, কে তখন পদক্ষেপ নেবে? ন্যায়বিচার বিভাগ? ইমপিচমেন্ট?

যাদের সাহায্য দরকার, তাদের সাহায্য করার পথ আছে। শ্রমজীবী মানুষের অনেকের আসলেই চাকরি ছিল। আবার বিপুলসংখ্যক মানুষের ছিল অস্থায়ী ও অনিয়মিত চাকরি। অনেকে চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন। তদুপরি হতাশার মৃত্যু হচ্ছে আমেরিকার ট্র্যাজেডি। এর শিকার লাখ লাখ মানুষ যাদের ঘরবাড়ি নেই, যারা কারাবন্দী, যাদের গৃহসংস্থান এতই অপ্রতুল যে, আইসোলেশন এবং খাবার মজুদ করে রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আরো অনেকেই দুস্থ দরিদ্র যাদের চেনা কঠিন নয়।

দু'জন রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ টমাস ফার্গুসন আর রব জনসন সহজ ভাষায় বলেছেন, অন্যান্য দেশে সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া স্বাভাবিক হলেও আমেরিকা এর আশা করা অনেক বেশি হয়ে যায়। কেন এ দেশে করপোরেশনগুলোর জন্য বীমার ক্ষেত্রে একতরফা সুবিধা থাকবে, তা বোধগম্য নয়।

করপোরেট সেক্ট



ব্রঙ্কসে ৯/১১ এর ভিকটিমদের স্মরণ

(শেষের পাতার পর)

রাতে ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে সম্মিলিত উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্মরণসভা, নীরবতাপালন, মোমবাতি প্রজ্জ্বলন ও নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করে দোয়া করা হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাবাজার জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ ইয়াহইয়া পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন। সিংগেরকাচ আলীয়া মাদ্রাসার সাবেক প্রিন্সিপাল মাওলানা একেএম আবদুন নুর দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন। এসময় ৯/১১ এ নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা সহ বিশ্ব মানবতার জন্য দোয়া করা হয়।

পার্কচেস্টারে খলিল বিরিয়ানী হাউসের পাশে খোলা চত্বরে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রবাসী বাংলাদেশীদের একাধিক সংগঠনের নেতা-কর্মীরা অংশ নেন। আয়োজক সংগঠনগুলো ছিলো বাংলা বাজার বিজনেস এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশন (বাপা), বাংলাবাজার বিজনেস এসোসিয়েশন, বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটি কাউন্সিল, ব্রঙ্কস বাংলাদেশ এসোসিয়েশন, হৃদয়ে বাংলাদেশ, ব্রঙ্কস বাংলাদেশ সোসাইটি, বাংলাদেশ আমেরিকান ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, রংধনু সোসাইটি অব ব্রঙ্কস এবং বাংলাদেশ কমিউনিটি অব নর্থ ব্রঙ্কস।

বাংলাবাজার বিজনেস এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান লিংকনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য বাংলাবাজার বিজনেস এসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুল ওহিদ চৌধুরী জাকি, বাপা'র সাধারণ সম্পাদক লেফটেনেন্ট আলম, বাংলাদেশী আমেরিকান ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুস শহিদ, বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটি কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট এজভোকেট এন মজুমদার, খলিল বিরিয়ানী হাউজের স্বত্বাধিরারী মো: খলিলুর রহমান, বাংলাবাজার বিজিনেস এসোসিয়েশনের সগ সভাপতি বিল্লাল ইসলাম, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহিম বাদশা ও গোয়াইঘাট উপজেলা চেয়ারম্যান ফারুক আহমেদ, ব্রঙ্কস বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সভাপতি এ ইসলাম মামুন, রংধনু সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের সভাপতি মোতাসিম বিল্লাহ তুশার, বাংলাদেশ কমিউনিটি অব নর্থ ব্রঙ্কসের সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুর চৌধুরী জগলু, হৃদয়ে বাংলাদেশ-এর সাধারণ সম্পাদক পল্লব সরকার প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা গোটা বিশ্বের নিরাপত্তার ধারণায় বিপর্যয় সৃষ্টি করা জঘন্য ওই সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা জানান। তারা বলেন, ১৯ বছর আগে ঘটে যাওয়া সে ট্র্যাজেডি স্মরণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারা সম্মানের। উল্লেখ্য, নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরে সন্ত্রাসী হামলা সংঘটিত হয়। দু'টি যাত্রীবাহি বিমান ছিনতাই করে সেখান থেকে টাওয়ার দু'টি ধ্বংসের জন্য হামলা করা হয়। এতে মুহূর্তের মধ্যে বিধ্বস্থ হয় ওই কেন্দ্রের জোড়া ভবন। হামলায় নিহত ২৭৫৩ জনের মধ্যে ১১ জন বাংলাদেশীও ছিলেন। ওই দিনে আরো দুটি স্থানসহ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের হামলায় নিহত হন সর্বমোট ২৯৭৭জন।

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অন্যান্যবারও ৯/১১ এর নিহতদের স্মরণকরা হলেও এবারের আয়োজনে ছিলো ভিন্নতা। বাংলাবাজার বিজনেস এসোসিয়েশনের নব নির্বাচিত কর্মকর্তাদের উদ্যোগে এবারের আয়োজনে ছিলো চোখে পড়ার মতো। বাংলাদেশ আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহন অনুষ্ঠানের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করে।

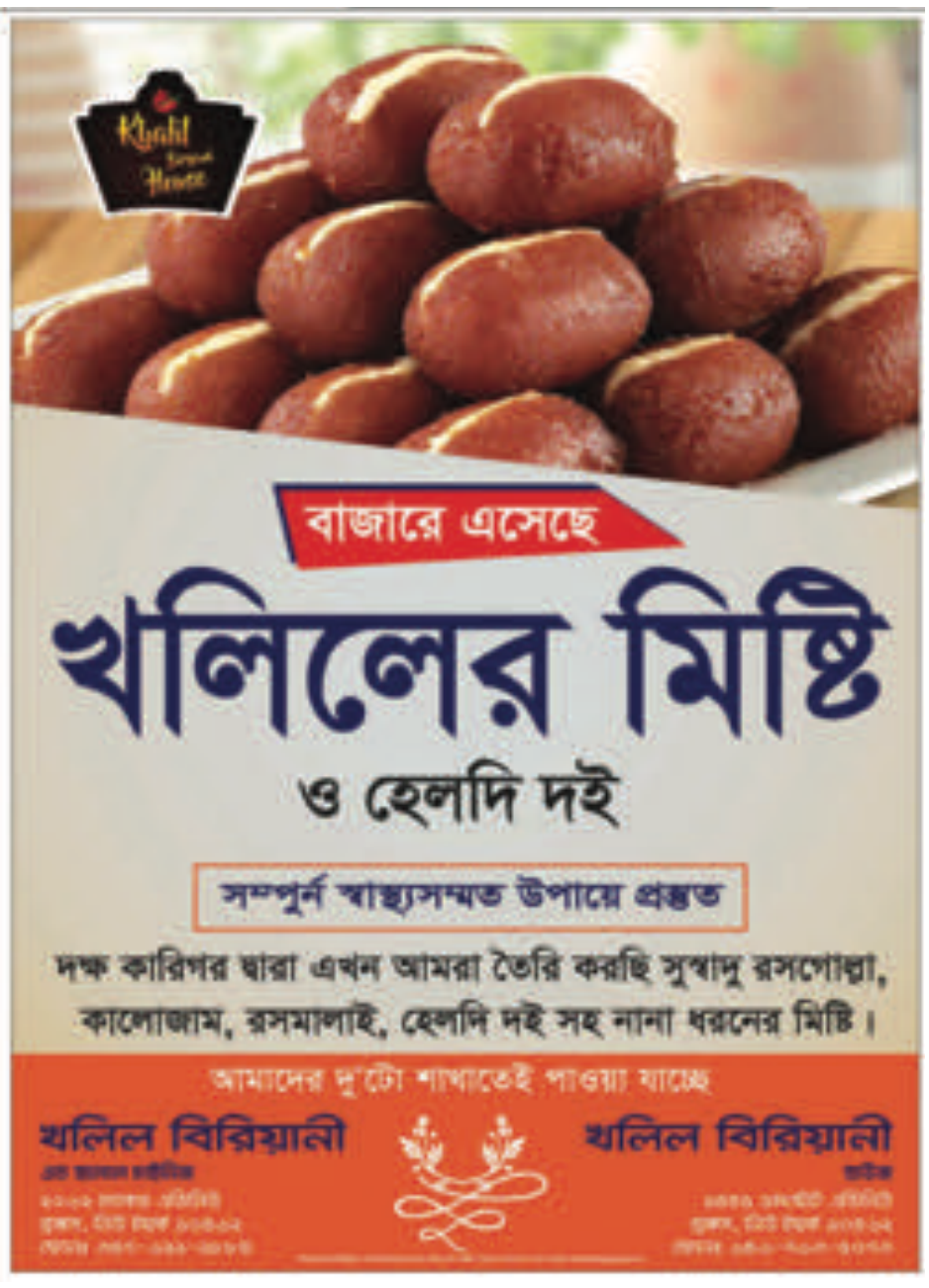
সেড়ে উঠুন আব্দুল্লাহ ভাই

(শেষের পাতার পর)

পেশাগত ও বয়সে কম করে হলেও আমার ১০ বছরের সিনিয়র। কিন্তু পেশাগত কারণেই তাঁর সাথে আমার ধীরে ধীরে সম্পর্কটি বাড়তে থাকে। তিনি আমাকে পছন্দ করেন কিংবা চিনেন এটি আমার জানা ছিল না। পার্লামেন্ট জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্তি নিয়ে তাঁর সাথে আমার প্রথম কথা হয়। বিষয়টি না বললেই নয়। ২০০৮ সালের নির্বাচনের পর নির্বাচন কমিশনের ব্যস্ততা কিছুটা কমে আসলে অফিস আমাকে সংসদ বীট কাভার করার জন্য নিয়োজিত করে। একদিন পার্লামেন্ট জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের তৎকালীন সেক্রেটারি আশিষ সৈকত দা বললেন আনসারী নিয়মিত সংসদ কাভার করেন, মেম্বার হতে হবে তো। বললাম তো কি করতে হবে দাদা। জবাবে বললেন আমাদের একটা ছেলে আছে তাকে প্রতিমাসেই আমরা কিছু অর্থ সহযোগিতা দিয়ে থাকি, এতে আপনার শরীক থাকতে হবে। যেই কথা সেই কাজ। আমি বললাম যখন যা দরকার জানাবেন। এভাবে প্রায় বছর দেড়েক গেল। হঠাৎ পার্লামেন্ট জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের নির্বাচন। ইতোমধ্যে আমি একটি ট্রেনিংয়ে অংশ নিতে ১ সপ্তাহের জন্য দেশের বাইরে। ফিরে এসে দেখি ভোটার তালিকায় আমার নাম নেই।

অথচ যাদেরকে সংসদের বারন্দা দিয়ে হাটতেও দেখা যায়নি তারা ভোটার। পরে আমার এক সাংবাদিক সহকর্মী জানালেন আপনাকে কেন ভোটার করা হয়নি এনিয়ে আমার দেশের আব্দুল্লাহ ভাই সিরিয়াস ক্ষেপেছেন। আমি বিষয়টি জানার পর আশিস দাকে ফোন দিলাম। বললাম দাদা আপনার সাথে ইলেকশন কমিশন বীটে রিপোর্টিং করি আজ তিন বছর। সংসদ বীটে কাজ করছি প্রায় দুই বছর আমার নামটি কেন ভোটার তালিকায় নেই? জবাবে বলল, আনসারী এটি ভূলে বাদ পড়েছে আজকে বিকেলেই সংশোধিত তালিকায় আপনার নাম থাকবে। পরে আব্দুল্লাহ ভাইকে জীবনে প্রথম ফোন দিলাম। তিনি বললেন, বড় ভাইদের সাথে যোগাযোগ না রাখলেও ছোট ভাইদের তো আমরা ফেলে দিতে পারি না। কথাটি আজো আমার কানে লেগে আছে। তারপর আমার সাংবাদিক ইউনিয়নে প্রবেশ, বিএফইউজে-এর নির্বাচনে একই প্যানেল থেকে নির্বাচন, বন্ধ গণমাধ্যম খোলার আন্দোলন কিভাবে যে এতো কাছে চলে গিয়েছে নির্ণয় করা কঠিন। দেশে থাকা যখন দায় হয়ে উঠেছিল তখন এই আব্দুল্লাহ ভাই আমার এ সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছিলেন। সবচেয়ে মজার ঘটনাটি ঘটেছে জুন মাসে, যখন জাতীয় নিরাপত্তায় আমার মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জনের পর তিনি তার নিউজ পোর্টালে আমার অজান্তেই এটি নিয়ে নিউজ করে আমাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম ভাই এটি কিভাবে সম্ভব। জবাবে আব্দুল্লাহ ভাই বললেন, ভাই আমার, দায়িত্বও আমার। আজ আমার সেই প্রিয় ভাইটি করোণায় আক্রান্ত। আপনারা সবাই আমার ভাইটির জন্য দোয়া করবেন। আমার দেখা একজন সৎ, নিষ্ঠাবান আপাদমস্তক সাংবাদিক ও সাংবাদিক নেতা। বাংলাদেশে মুক্ত গণমাধ্যম আন্দোলনের একজন অকুতোভয় সৈনিক, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের মহাসচিব এম আবদুল্লাহ ভাইকে বাংলাদেশের নির্যাতিত সাংবাদিকদের পক্ষে কথা বলবার জন্য হলেও আল্লাহ সুস্থ্যভাবে আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনবেন -এই প্রত্যাশাই করছি মহান প্রভূর দরবারে।













ব্রঙ্কসে ৯/১১ স্মরণ সভার ছবি

শোক, সমবেদনা, শ্রদ্ধা আর ভালবাসায় ৯/১১ স্মরণ

(শেষের পাতার পর)

আয়োজিত পৃথক অনুষ্ঠানে বিনম্র শ্রদ্ধায় হতাহতদের স্মরণ করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং আসন্ন নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক প্রেসিডেন্ট প্রার্থী জো বাইডেন। জো বাইডেন ও ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স নিউইয়র্কে আয়োজিত স্মরণসভায় অংশ নিয়েছেন। অন্যদিকে ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পকে নিয়ে পেনসিলভানিয়াতে হাইজ্যাক করা বিমানের দুর্ঘটনাস্থলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। অনুষ্ঠানগুলোতে বাইডেন-পেন্সকে মাস্ক পরিহিত দেখা গেলেও ট্রাম্পকে মাস্ক পরতে দেখা যায়নি।

মহামারী করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে অন্যান্য বছরের তুলনায় এবারের আয়োজনে কিছুটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়েছে। করোনার কারনে অনেক ক্ষেত্রেই পরিবর্তন আনতে হয়েছে আয়োজকদের। এবছরও ৯/১১ স্মরণে শুক্রবার নিউইয়র্কের 'গ্রাউন্ড-জিরো' ঘিরে ছিল লোকজনের ভীড়। নিহতদের স্বজনরা ছাড়াও সর্বস্তরের মানুষ শ্রদ্ধা জানাতে ছুটে আসেন ম্যানহাটনে। ফুলেল শুভেচ্ছা আর ভালবাসায় শ্রদ্ধা জানানো হয় নিহতের প্রতি। একই সাথে নিহতদের স্মরণে পেনসিলভানিয়ায় নির্মান করা স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন অনেকেই। ইতিহাসের অন্যতম প্রাণহাণিকর ওই হামলার ভয়াবহতার আজো বয়ে বেড়াচ্ছে অনেককে। আর যারা বেঁচে গেছেন তাদের অনেকেই বিভীষিকাময় দিনটির কথা ভাবতেই আঁতকে উঠেন।

নিউইয়র্ক ছাড়াও পেনসিলভানিয়ার শ্যাংকসভাইলে ও পেন্টাগনেও একই ধরনের স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। এখানে লোকজন সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আসন গ্রহণ করেন।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প এয়ারফোর্স ওয়ানে থাকতেই যুক্তরাষ্ট্রের শুক্রবার সকাল ৮টা ৪৬ মিনিটে নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে ৯/১১-এ নিহতদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান। এয়ারফোর্স ওয়ানের কনফারেন্স রুমে তারা এ নীরবতা পালন করেন বলে জানিয়েছেন তাদের সঙ্গে থাকা সাংবাদিকেরা। এ সময় কোনও বক্তব্য রাখেননি ট্রাম্প।

শ্যাংকসভাইলের স্মরণসভায় ট্রাম্প বলেন, শত্রু ও ভয়াবহ হামলার মাঝখানে একমাত্র দাঁড়িয়েছিল আমেরিকান গণতন্ত্র এবং ৪০ সাহসী নারী ও পুরুষ। যারা ছিলেন ফ্লাইট ৯৩ এর যাত্রী ও ক্রু। সন্ত্রাসীরা আমাদের জনগণকে হুমকি দিলে আমেরিকা কখনও বসে থাকবে না।

ট্রাম্প তাঁর ভাষণে ২০১৯ সালে ইসলামিক স্টেটের নেতা আবু বকর আল-বাগদাদি ও ইরানি জেনারেল কাসেম সোলাইমানিকে হত্যার কথা তুলে ধরেন। তবে ২০১১ সালে সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও ভাইস প্রেসিডেন্ট বাইডেনের শাসনামলে ৯/১১ হামলার মূল পরিকল্পনাকারী ওসামা বিন লাদেনকে হত্যার উল্লেখ করেননি তিনি।

নিউইয়র্কের আয়োজনে প্রায় ২০০ জনের মতো মানুষ উপস্থিত ছিলেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স নাইন ইলেভেনে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সকালে উপস্থি হন 'গ্রাউন্ড-জিরো'-তে। সেখানে এসে শ্রদ্ধা জানান এবারের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ও সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তারা উভয়ে সেখানে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এছাড়াও ষ্টেট গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমো ও ইউএস সিনেটের বিরোধীদলীয় নেতা চাক শুমার-এর মতো ব্যক্তিরা এতে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে একটি ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। এতে হামলায় নিহত প্রায় তিন হাজার মানুষের নাম ঘোষণা করা হয়। 'গ্রাউন্ড-জিরো'-তে শ্রদ্ধা জানানো হয় ফায়ার ডিপার্টমেন্ট ছাড়াও এনওয়াইপিডি সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের পক্ষ থেকে। দিনটি স্মরণে শুক্রবার সন্ধ্যায় জ্যামাইকায় স্মরণ সভা ও মোমবাতি প্রজ্জলন করা হয়। স্থানীয় হিলসাইড এভিনিউ ও ১৬৮ স্ট্রীটের কর্নাওে জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি আয়োজিত সভায় কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

ব্রঙ্কসে ফ্রেন্ডস ডাবল ডিসকাউন্টের উদ্বোধন



(শেষের পাতার পর)

বিকালে কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে ফিতা কেটে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে মিলাদ মাহফিল পরিচালনা করেন বাংলাবাজার জামে মসজিদের উমাম ও খতীব মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ ইয়াহইয়া। সিঙ্গেরকাচ আলীয়া মাদ্রাসার সাবেক প্রিন্সিপাল মাওলানা একেএম আবদুন নুর দোয়া-মোনাজাত করেন।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী সৈয়দ আল ওয়াহিদ নাজিম। অন্যানের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশী-আমেরিকান কমিউনিটি কাউন্সিলের সভাপতি মোহাম্মদ এন মজুমদার ও বাংলাবাজার বিজনেস এসোসিয়েশন সভাপতি আব্দুল ওয়াহিদ চৌধুরী জাকি।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বাংলাবাজার বিজনেস এসোসিয়েশন সহ সভাপতি মোঃ খলিলুর রহমান ও বিলাল ইসলাম, সহ সাধারণ সম্পাদক সুমন চৌধুরী, দপ্তর সম্পাদক এমবি হোসেন তুষার, কার্যকরী সদস্য কামরুজ্জামন বাবু, সুন্দরবন গ্রোসারীর সিইও স্বপন তালুকদার, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট এ ইসলাম মামুন, মোজাফফর হোসেন, মোহাম্মদ আলী, আবুল কালাম পিনু, আজিজুল হক, মো. সোনার বলাই প্রমুখ।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রতিষ্ঠানের অন্যতম স্বত্বাধিকারী এবং সৈয়দ আল ওয়াহিদ নাজিমের কনিষ্ঠভ্রাতা সৈয়দ শারফিন মোর্শেদ।

উদ্যোক্তারা জানান, গ্র্যান্ড ওপেনিং উপলক্ষে সকল পণ্যে বিশেষ ছাড় চলছে। তাদের স্টোরে রয়েছে বাংলাদেশী, ইন্ডিয়ান, আমেরিকান, চায়নিজসহ সকল কমিউনিটির নিত্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার পণ্য সামগ্রী। তাদের স্টোরে কেনা কাটার জন্য তারা প্রবাসী বাংলাদেশীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

ব্রঙ্কসে স্ট্রোক করে তিনদিন ঘরে পড়ে থাকা বাঙালী নারীকে উদ্ধার করলো 'হৃদয়ে বাংলাদেশ

(শেষের পাতার পর)

পার্কচেষ্টারে একটি কনডোমিনিয়ামে। চিরকুমারী সুস্মিতা কোলকাতার বাঙালী হলেও প্রবাসী বাংলাদেশীদের সঙ্গে ছিলো তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। এর কারণও ছিলো। তার জন্ম এবং বড় হয়ে উঠা কোলকাতায় হলেও তার বাপ-দাদার বাড়ি ছিল বাংলাদেশের বিক্রমপুরে।

তিনি নিয়মিত নিউইয়র্কের বাংলাদেশী অধ্যুষিত ব্রঙ্কসের স্টার্লিং এভিনিউ'র তানিয়া বিউটি সেলুনে যাতায়াত করতেন। প্রতিষ্ঠানটির মালিক শারমিন তানিয়ার সঙ্গে তার বন্ধুত্বও গড়ে উঠে। সেই সুবাদে পরিচয় হয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন "হৃদয়ে বাংলাদেশ" এর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে। উল্লেখ্য তানিয়ার স্বামী সাইদুর রহমান লিংকন "হৃদয়ে বাংলাদেশ" নামক সংগঠনটির সভাপতি। আর এভাবেই আস্তে আস্তে এই সংগঠনের সবার সঙ্গে গড়ে ওঠে তার হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক।

সাইদুর রহমান লিংকন বাংলা পত্রিকাকে বলেন, দিদির (সুস্মিতা সেন) সাথে আমাদের সংগঠনের সবার একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো। তিনি সংগঠনের সবাইকে একান্ত আপন করে নিয়েছিলেন। দিদি নিজে খেতে খুবই পছন্দ করেন এবং সবাইকে খাওয়াতেও পছন্দ করেন। তার সাথে কাটানো সময়গুলো আমরা ভীষণ এনজয় করি এবং তিনিও এনজয় করেন আমাদের সান্নিধ্য। আমরা দিদির সাথে মুভি দেখতে গিয়েছি, অনেকবার খেতে গিয়েছি, বেড়াতে গিয়েছি, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গিয়েছি। দিদি বাঙালী যেকোনো অনুষ্ঠানে যেতে পছন্দ করতেন যেমন মেলা, পিকনিক, পিঠা উৎসব এমনকি আমাদের পারিবারিক অনুষ্ঠানেও আসতেন। দিদি নিজ হাতে আমাদের রান্না করেও খাইয়েছেন। তিনি এতটাই আন্তরিক ছিলেন যে গত বছর কলকাতা গিয়েছিলেন বেড়াতে সেখান থেকে আমাদের সবার জন্য ব্যাগ ভর্তি করে গিফট নিয়ে এসেছিলেন।

গত বছর দিদির জন্মদিন আমরা পালন করতে পারিনি। কারণ সে সময় তিনি ছিলেন কোলকাতায়। দিদি যখন কলকাতা থেকে ফিরে আসলেন তখন দিদিকে নিয়ে হৃদয়ে বাংলাদেশর সবাই একসাথে হবো, খাওয়া-দাওয়া করবো, আড্ডা দিবো এমনিই পরিকল্পনা করেছিলাম। কিন্তু কোভিড-১৯ সবই তছনছ করে দিলো। তাই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দিদিকে নিয়ে আর কোনো অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পারিনি।

গত ৭ সেপ্টেম্বর সোমবার ছিল সুস্মিতা সেনের জন্মদিন। হৃদয়ে বাংলাদেশের সদস্যরা চেয়েছিলেন তার জন্মদিনটা একটু ঘটা করে পালন করবেন। তাকে ফোন দেয়া হলো। কিন্তু ফোন ধরলেন না। বারবার মোবাইলে যোগাযোগ করতে না পেরে এরপর ফোন দেয়া হয় তার এ্যাপার্টমেন্টের ল্যান্ড ফোনে। তাতেও কোন সাড়াশব্দ মিলল না। এভাবে পরপর তিনদিন। তানিয়ার অনুরোধে তার বান্ধবী মাকসুদা আহমেদ অনেক খোজাখুজি করে সুস্মিতা সেনের এপার্টমেন্টের ঠিকানা বের করেন। রাত সাড়ে ৯টায় খোজ নিতে অ্যাপার্টমেন্টে ছুটে যান হৃদয়ে বাংলাদেশের সভাপতি সাইদুর রহমান লিংকন, পল্লব সরকার, শারমিন তানিয়া, মাকসুদা আহমেদ, আলিমুল ইসলাম বান্টিসহ আরও কয়েকজন। কলিং বেল বাজানো হলো। ভেতর থেকে কোন সাড়া শব্দ নেই। সন্দেহ হলো তাদের। অবশেষে কল করা হলো ৯১১। পুলিশ এলো। এলো ফায়ারের লোকজন। খবর পেয়ে আসলেন কমিউনিটি নেতা রিয়াজ কামরান, এমবি তুষার, মির্জা মামুন, রানা, রাশেদুল ইসলামসহ বেশ কয়েকজন। পুলিশের উপস্থিতিতে দরজা ভেঙ্গে ফেলল



ফায়ার ডিপার্টমেন্টের লোকজন। খাটের ওপর নিথর অবস্থায় পাওয়া গেলো ষাটোর্ধ সুস্মিতা সেনকে। তিনি ছিলেন অজ্ঞান। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ইএমএস-এর কর্মীরা জানালো তিন দিন আগে স্ট্রোক করেছেন তিনি। বাম পাশ অবশ হয়ে গেছে। আর দু'একদিন এভাবে থাকলে হয়তো তিনি মারাই যেতেন।

তাকে নিয়ে যাওয়া হয় ব্রঙ্কসের আইনস্টাইন হাসপাতালে। সেখানে অবস্থা আরও অবনতি হলে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় গানহিলের মন্টিফিওর হাসপাতালে। রোববার (১৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ডাক্তাররা জানিয়েছেন আস্তে আস্তে তার শারিরীক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। কেউ ডাকলে সাড়া দিচ্ছেন। তবে এখনো কথা বলতে পারছেন না।

সাইদুর রহমান লিংকন জানান, একটা মানুষ তিনদিন স্ট্রোক করে একা ঘরের মধ্যে পড়ে ছিলেন। কোন স্বজন বা পরিজন তার পাশে ছিলনা। কত যন্ত্রনাকাতর অসহায় সময় পার করেছেন তিনি। নিউইয়র্কে তার আত্মীয় বলে কেউ নেই। তার আত্মীয়রা থাকেন মিশিগানে। তিনদিন পরে হলেও আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা যাওয়ায় তিনি হাসপাতালে চিকিৎসা নেয়ার সুযোগটুকু পাচ্ছেন। তা না হলে হয়তো তিনি ঘরের মধ্যেই মরে পড়ে থাকতেন। আমাদের খুব ভালো লাগছে যে জীবিত অবস্থায় আমরা তাকে উদ্ধার করতে পেরেছি।

সুস্মিতা সেনের অ্যাপার্টমেন্টের উপরতলায় থাকেন বাংলা পত্রিকা'র বার্তা সম্পাদক সাংবাদিক হাবিব রহমান। তিনি জানান, একই অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দা হিসাবে সুস্মিতা সেনকে দীর্ঘদিন যাবত চিনি। অত্যন্ত অমায়িক মানুষ তিনি। মাঝে মাঝেই তার সাথে দেখা হয়। তবে তিনি অসুস্থ্য হয়ে ঘরে পড়ে আছেন তা বুঝতে পারিনি। সাইদুর রহমান লিংকন এবং তার বন্ধুরা ঠিক সময়ে খোঁজ নেয়ার তিনি জীবন ফিরে পেয়েছেন। এজন্য সংগঠনের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

হৃদয়ে বাংলাদেশ সদস্যদের এই কর্মকান্ড এখন সবার মুখে মুখে। ব্রঙ্কস বাংলাদেশ কমিউনিটির সবাই তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। নিউইয়র্কে বসবাসরত বাংলাদেশী কমিউনিটির সবাই যদি তাদের চোখ-কান খোলা রাখেন এবং জনকল্যানে এগিয়ে আসেন তাহলে হয়তো আমাদের পৃথিবীটা আরো সুন্দর হবে।

ব্রঙ্কসে পার্কচেস্টারের প্রাণকেন্দ্রে
সবচেয়ে সুন্দর পার্টি হল



AL-AQSA
PARTY HALL
১০০ থেকে ১৫০ জন এর
ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন
বিয়ে, গায়ে হলুদ, জন্মদিন, বেবী শাওয়ার, সুইট সিক্সটিন, সহ যে কোন সামাজিক পার্টি ও
সভা-সেমিনারের জন্য অত্যন্ত মনোরম পরিবেশ
2107 Starling Avenue,Bronx, NY 10462
718-904-7061, 347-479-8629

ব্রঙ্কসে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে পুরনো ও সর্ববৃহৎ
AL AQSA RESTAURANT
কাচ্চি বিরিয়ানী, কোরমা, কাবাব, ডাল-ভাত, মাছ-মাংস, ভাজি-ভর্তা, সিঙ্গারা,
সমুচা, মোগলাই পরোটা, রুমালরুটি, চমচম সহ সব ধরণের খাবার পাওয়া যায়।
সেই সাথে রয়েছে মালাই চা



ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে একমাত্র হাউজ হোল্ড ডিসকাউন্ট স্টোর
AL AQSA Household Discount Store
সংসারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, মেলামাইন,
প্লাস্টিক ও এলুমিনিয়াম, হাড়ি-পাতিল, কাপ-প্লেট,
বালতি, মগ,জগ, বদনা, ষ্টেইনলেসের চামচ,
কাটা চামচ, ইলেকট্রিক প্রেশার কুকার, রাইস কুকার,
টোস্টার, ব্লেন্ডার, জুসার সহ সবকিছু পাওয়া যায়
ব্রঙ্কসের বাংলাবাজারে সবচেয়ে বড় গ্রোসারী
AL AQSA Halal Meat & Supermarket



প্রতিদিন ফ্রেশ
সবধরনের হালাল মিট, মাছ, টাটকা শাক-সবজি,
চাল, ডাল, তেল, লবণ, মশলাপাতি,
ফলমূলসহ গ্রোসারী সামগ্রীর বিপুল সমাহার
718-904-0700



সিনেমা হলের ওপর নির্ভরতা কমছে নির্মাতা ও প্রযোজকদের

বিনোদন ডেস্ক: ছোট স্ক্রিনে সিনেমা দেখার অভ্যাসটা দর্শকদের কাছে জনপ্রিয়তা পায় খুব অল্প সময়ে। নেটফ্লিক্স তৈরি করে দেয় ঘরে বসে সিনেমা দেখার সুযোগ। শুরুতে অল্প পরিসরে শুরু হলেও দর্শকদের কাছে জনপ্রিয়তা পেতে খুব সময় লাগেনি। এরপর নিজেরাই শুরু করে প্রযোজনা। বড়পর্দার বাজেট চলে আসলো ছোটপর্দায়। এতে করে হল ব্যবসার পাশাপাশি বিশ্বে সিনেমার ভিন্ন বাজার তৈরি হয়। যা এখন বিশাল আকার ধারণ করেছে। বিশেষ করে করোনা মহামারির জন্য ওটিটি (ওভার দ্য টপ মিডিয়া সার্ভিস) প্লাটফর্মের ব্যবসা বেড়ে যায় দ্বিগুণ। অন্যদিকে অ্যামাজন প্রাইমও ব্যবসাও এগিয়েছে। নেটফ্লিক্স ও অ্যামাজন প্রাইম এই ব্যবসার পর প্রযোজনার সংখ্যাও বেড়েছে। সেই আদলে ভারতেও এখন বেশ কয়েকটি ওটিটি প্লাটফর্ম যাত্রা শুরু করে। এরমধ্যে রয়েছে জি ফাইভ, হটস্টার, হইচই ইত্যাদি। শুরু করেছে সিনেমা প্রযোজনাও। বাংলাদেশেও সেই চর্চা শুরু হয়েছে। যদিও এখন পর্যন্ত ব্যবসায়িক আস্থার জায়গা তৈরি হয়নি। তবে এই জোয়ারের সঙ্গে এগোলে নিকট ভবিষ্যতে এদেশেও ওটিটি প্লাটফর্মের বাজার নিয়ে আশাবাদী সিনেমা সংশ্লিষ্টরা। নির্মাতা ইফতেখার চৌধুরী তার নতুন সিনেমা 'মুক্তি' নির্মাণ করছেন ওটিটি প্লাটফর্মের জন্য। পরিচালনার পাশাপাশি প্রথমবারের মত প্রযোজনার করেন তিনি। এই দেশের ওটিটি প্লাটফর্মের ভবিষ্যত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সিনেমার বাজার এখন শুধুমাত্র হল মার্কেটের ওপর নির্ভরশীল না। অনেক আগেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সেই নির্ভরশীলতা দূর হয়েছে। যদিও বাংলাদেশে এখনো হল নির্ভর সিনেমা নির্মাণ হচ্ছে। তবে এই সময়ের পরিবর্তন হবে। আমাদের এখানে কয়েকটি ওটিটি প্লাটফর্ম রয়েছে। অনেকেই এখন কাজ করছেন। শর্টফিল্ম, ওয়েবফিল্ম নির্মাণ হচ্ছে। কিন্তু একটু সময় দিতে হবে। আমাদের এখানেও বাজার তৈরি হবে। অনেকেই এরইমধ্যে আরো কাজ শুরু করবেন। এটি ইতিবাচক দিকে গেলে আমাদের সিনেমার বাজারটা আবারো ঘুরে দাঁড়াবে।'

মহামারির জন্য এই বছর পুরো বিশ্বেই সিনেমার বাজারের মন্দা। কয়েক হাজার কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে হলিউড ও বলিউড বাজারে। বিশ্বের অন্যান্য ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিরও একই অবস্থা। শুটিং আর হল বন্ধ হওয়ায় তারকারাও ছিলেন ঘরবন্দি। তবে এই মন্দা অবস্থাতেও ওটিটি প্লাটফর্মের বাজার ছিল রমরমা। শুধু তাই নয়, স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে ব্যবসা করেছে কয়েক গুণ। রেকর্ড গড়েছে ব্যবসায়। এমনকি সিনেমা সমালোচনাও হচ্ছে এই সিনেমাগুলো নিয়ে। তাই প্রযোজক ও পরিচালকরা এখন শুধু হলমুখি ব্যবসা নিয়ে চিন্তিত না কেউ। ওটিটির বাজারা আরো বড় হলে আগামী কয়েক বছরে হল থেকে অনেকাংশে বের হয়ে আসবেন প্রযোজকরা। এমনটাই ধারণা বিশ্বে সিনেমা সংশ্লিষ্টদের। বাংলাদেশেও দর্শকদের হল বিমুখতা সিনেমার যেই ক্ষতি হচ্ছে সেটিও ওটিটি প্লাটফর্ম দিয়ে ফিরবে বলে আশা করছেন ঢালিউড পরিচালক, প্রযোজকরা ও সংশ্লিষ্টরা।

কার্গো বিমানে চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে ফারুক

বিনোদন ডেস্ক: রাজধানী ঢাকার এক টি বেসরকা রি হাস-পাতালে কয়েক দিন ধ রে চি কিৎসাধীন ঢাকাই ছবির 'মিয়াভাই' খ্যাত অভিনেতা ও সংসদ সদস্য আকবর হো সেন পাঠান ফারুক। রক্তে সংক্রমণের কারণে ফারুকের শা রীরিক অবস্থা ক্রমান্বয়ে অবন তির দিকে যাচ্ছে বলে জা নিয়েছেন তার স্ত্রী ফারহানা ফারুক। তাই তাকে উন্নত চি কিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর নিতে চাইছিলেন। অব শে ষে ডাক্তারদের পরাম র্শে তা কে রোববার জরুরীভা বে সিঙ্গাপুর নেয়া হ য়। তবে বি শেষ কো নো ফ্লাইট বা এয়ার অ্যাম্বু লে ন্সে নয়। পণ্যবাহী কার্গো বিমানে করেই তি নি রোববার সকালের এক টি ফ্লাইটে দেশ টিতে যান বলে নি শ্চিত করেছেন ফারুকের স্ত্রী ও তার ব্যক্তিগত সহকারী। রোববার সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে ঢাকার শাহ-জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে কার্গো বিমানের একটি ফ্লাইটে করে এ অভিনেতাকে দেশটির মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে নেয়া হয়। তার সঙ্গে স্ত্রীও যান।



এ প্রস ঙ্গে ফারহানা ফারুক বলেন, 'করোন-াভাইরা সের কারণে এখনও যাত্রীবাহী বিমানের ফ্লাইট নিয়মিত নয়। এদিকে অপেক্ষা করার মতো সময়ও আমা দের হাতে নেই। উনার শরীর বেশ অসুস্থ। তাই কার্গো বিমানে করেই সিঙ্গাপুর যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। কয়েক দিন ধরেই মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করছি, তারা অনুমতি দেয়ার পরই রওয়ানা দি চ্ছি।'

ত বে কা র্গো বিমা নে ক রেই কেন সিঙ্গাপুর যে তে হ চ্ছে, এয়ার এম্বু লেন্স নয় কেন? এমন প্রশ্নের জবা বে ফারুক ব লেন, আমি তো বি শেষ কেউ নই। সারাজীবন অভিনয় করে ছি। রাজনী তি ক রে ছি দেশ কে ভা লো বে সে, বঙ্গবন্ধু কে ভা লো বে সে। আমার সামর্থ অনুযায়ী আমি চলা ফেরা করার চেষ্টা ক রে ছি। তাছাড়া এয়ার অ্যাম্বু লে ন্সের খরচের বিষয় টিও দেখ তে হ বে। সিঙ্গাপুর গি য়ে কী পরিমান অর্থ লাগ বে সেটার বিষ য়েও সতর্ক থাক তে হ বে। তাই আগে থে কেই সব চিন্তার ম ধ্যে রাখ ছি। তাই কা র্গো আর অন্য বিমা নের স ঙ্গে তফাৎ খুঁজ ছি না এখন। আমার যাওয়াটা জরুরি, তাই যেভা বে পার ছি দ্রুত যা চ্ছি।

সংসদ সদস্য হি সে বে সরকারের পক্ষ থে কে কী কো নো সহায়তা করা হ চ্ছে না? জান তে চাই লে তি নি ব লেন, সরকারী পর্যায় থেকে আমার চিকিৎসার জন্য সর্বোচ্চ সচেতন র য়ে ছেন সবাই। সকাল-বিকাল খোঁজ নিচ্ছেন, শা রীরিক অবস্থা জান তে চাইছেন। এমনটাও আমা কে বলা হ য়ে ছে, আমার কিছু লাগবে কী না? কিন্তু যতক্ষণ আমার সামর্থ্য আছে ততক্ষণ কিছু নি তে চাই না। আমি সবার কাছে শুধু দোয়া চাই। যেন সুস্থ হয়ে আবারও যা তে মানু ষের সেবায় ফিরতে পারি। য দি কখনও বিপ দে পড়ে যাই তাহ লে সেটা তখনই জান তে পার বেন। এখনই আমি হতাশ হ তে চাই না।

প্রসঙ্গত, গত ১৮ আগষ্ট শরী রে জ্বর নি য়ে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি হন ফারুক। সেখা নে তখন ক রোনাসহ নানাবিধ পরীক্ষা করা হ য়ে ছিল। পরীক্ষায় ক রোনা নে গে টিভ এসেছিল। ত বে শা রীরিক সমস্যার কারণ কী সেটা নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নি। এরপর কিছুটা সুস্থ হ য়ে ২৬ আগস্ট বাসায় ফি রে যান। বাসায় গি য়ে আবার জ্বরে আক্রান্ত হন। ফের ৩১ আগস্ট আবারও একই হাসপাতালে ভর্তি হন।

এ সময় আবারও তার ক রোনা পরীক্ষা করা হয় এবং সেটাও নে গে টিভ আসে। একই সময় টাইফয়েড, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়ার নমুনাও পরীক্ষা করা হয়। এগু লোর ফলাফলও ছিল নেগেটিভ। কিন্তু জ্বর কিছু তেই কম ছিল না। এরপর পা রিবা রিক সিদ্ধা ন্তে তা কে গত ৫ সেপ্টেম্বর রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। এ হাস-পাতা লেও পরীক্ষা নী রিক্ষা ক রে রোগ নিরূপণ এবং শা রিরীর অবস্থার উন্ন তি না হওয়ায় সেখান থে কেই ডাক্তাররা তা কে সিঙ্গাপুর নেয়ার পরামর্শ দেন ব লে জানা গে ছে। সেই প্রেক্ষি তে আগামীকাল উন্নত চি কিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর যা চ্ছেন এই অভিনেতা ও সংসদ সদস্য।

'জেলের ভেতরে খুন ও ধর্ষণের হুমকি'

রিয়ার সঙ্গে বহু প্রভাবশালীর ঘনিষ্ঠতা, মেলেনি জামিন

বিনোদন ডেস্ক: বলিউডের অভিনেতা সুশান্তের মৃত্যুরপর মাদক সংক্রান্ত নানা বিষয় উঠে আসছে একের পর এক। এ অবস্থায় জামিন পেলেন না রিয়া চক্রবর্তী। বাইকুল্লা জেলের একটি সলিটারি সেল-ই আপাতত ঠিকানা হলো তাঁর। এদিকে ভারতের মাদক নিয়ন্ত্রণ সংস্থা এনসিবি মাদক বিষয়ে তাঁকে জেরা করেছে। এদিকে জেলের ভিতরে খুন ও ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন রিয়া। শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) জামিনের আবেদনের শুনানির বিষয়ে রিয়ার আইনজীবী সতীশ মানশিন্ডে জানান, এনসিবি আইন ভেঙে কোনো নারী অফিসারের উপস্থিতি ছাড়াই রিয়াকে মঙ্গলবার টানা আট ঘণ্টা জেরা করে। তার পরেই গ্রেপ্তার করা হয় রিয়াকে। রিয়াকে সে দিন তাঁর আইনজীবীর সঙ্গেও যোগাযোগ করতে দেওয়া হয়নি। মানসিক চাপ দিয়ে, স্বীকারোক্তি আদায় করেছে এনসিবি।



তবে জামিনের বিরোধিতা করে সরকারি কৌঁসুলি দাবি করেন, রিয়ার সঙ্গে বহু নামকরা ব্যক্তির ঘনিষ্ঠতা আছে। ফলে জামিন দিলে তিনি বেরিয়ে তথ্যপ্রমাণ লোপাট করে দিতে পারেন। যা শুনে রিয়ার জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন বিচারক জি বি গুরাও। একই সঙ্গে খারিজ করা হয় এই মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া রিয়ার ভাই শৌভিক ও আরও চার জনের জামিনের আবেদন।

মঙ্গলবার গ্রেপ্তার হওয়ার পরেই দায়রা আদালতে জামিনের আবেদন করেন রিয়া-শৌভিক। আবেদন খারিজ করে তাঁদের ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়। আইনজীবী মানশিন্ডে আজ জানান, রিয়া-সহ ছয়জনের জামিনের আবেদন নিয়ে আগামী সপ্তাহে হাইকোর্টে যেতে পারেন তাঁরা।

জামিনের আর্জিতে রিয়া আজ জানান, তাঁকে জেলের ভিতরে খুন ও ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। অভিনেত্রীর কথা শুনে তাঁর নিরাপত্তার খাতিরে সলিটারি সেলে পাঠানো হয়। তিন শিফটে দু'জন করে কনস্টেবল দিনভর পাহারা দেবেন তাঁকে।

রিয়াকে যে সেলে রাখা হয়েছে, সেখানে খাট বা সিলিং ফ্যান নেই। শোয়ার জন্য শতরঞ্চি, তবে বিছানা-বালিশ নেই। আদালত অনুমতি দিলে টেবিল ফ্যান দেওয়া হবে। জেলের এক অফিসার জানান, বাইকুল্লা জেলেও বেশ কয়েক জনের কোভিড সংক্রমণ হয়েছে। প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এখন এই জেলের সব বন্দিকেই দুধ আর হলুদ দেওয়া হচ্ছে।

রিয়ার প্রতিবেশী হিসেবে রয়েছেন আর এক হাই-প্রোফাইল 'অপরাধী', শিনা বরা হত্যাকান্ডে অভিযুক্ত, মিডিয়া ব্যারন পিটার মুখোপাধ্যায়ের প্রাক্তন স্ত্রী ইন্দ্রানী মুখোপাধ্যায়।

এদিকে এনসিবি-র এক সূত্রের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদের সময়ে রিয়া এনসিবি-র গোয়েন্দাদের জানান যে, সুশান্তের লোনাভালার ফার্মহাউসে নিয়মিত মাদকের আসর বসত এবং বলিউডের অনেক তারকা সেখানে আসতেন। এনসিবি-র গোয়েন্দাদের বলিউডের সেই সব ব্যক্তির নামও জানিয়েছেন রিয়া। মুম্বাই থেকে দিল্লি ফিরে আজই এ নিয়ে কেন্দ্রীয় সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন সুশান্ত-মামলার দায়িত্বে থাকা এনসিবি দলটির প্রধান।

মুম্বাই পুলিশের তত্ত্বাবধানে হওয়া সুশান্ত সিংহ রাজপুতের দেহের ময়নাতদন্ত ঠিকমতো হয়নি বলে একাধিকবার অভিযোগ করেছে বিহার পুলিশ। বিষক্রিয়ায় তাঁর মত্যু হতে পারে কি না, তা জানতে সুশান্তের ভিসেরা ফের পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। সূত্র: আনন্দবাজার।

ফুটফুটে সনমশান জন্ম দিলেন শুভুগী



বিনোদন ডেস্ক: অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান। কোল আলো করে ফুটফুটে সন্তানের জন্ম দিলেন অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। ভারতীয় বাংলা সিনেমার জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা শুভশ্রী শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) পুত্রসন্তান জন্ম দিয়েছেন। বেলা ১টা বেজে ৩৩ মিনিটে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসক প্রণব দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে ছেলের জন্ম দেন শুভশ্রী। মা ও সন্তান দু'জনেই সুস্থ আছেন বলে গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন রাজ চক্রবর্তী।

মাতৃত্বের অনুভূতি বেশ চুটিয়ে উপভোগ করছেন শুভশ্রী। প্রতিটা দিন, প্রতিটা মুহূর্তই তো তাঁর কাছে নতুন। প্রথম সন্তান। নতুন অনুভূতি। মা হওয়ার সেই জার্নির কিছু মুহূর্তও সোশ্যাল মিডিয়াতে অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন এতদিন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। কড়া নিয়মও ছিল হবু সন্তানের জন্য। বাড়ির কোনও সদস্যই জোরে জোরে কথা বলতেন না! একেবারে নিচু কণ্ঠে কথা বলতে হত সকলকে। ফোনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চোখ রাখাও ছিল একেবারে নিষিদ্ধ।

রাজের নির্দেশে চেঁচামেচিও একেবারে বন্ধ বাড়িতে। শান্ত পরিবেশ বজায় রাখা হত সব সময়ে। খাবার মেনুতেও পরিবর্তন এসেছিল। স্বাস্থ্যকর, হালকা খাবারই ঠাঁই পেত তালিকায়। এবার অপেক্ষার পালা শেষে খুশির হাওয়া সময় রাজের পরিবারে। সূত্র: সংবাদ প্রতিদিন।

নীতুর জন্য গল্প

মুসাররাত জাহান শ্বেতা



ছুটির দিনগুলোতে আমি পড়ে যাই মহা বিপদে। বলছি কেন। এই যেমন আজ একটা ছুটির দিন। সপ্তাহের নিয়মিত ছুটি নয়, বিজয়া দশমীর ছুটি। স্কুল বন্ধ। ছুটির মধ্যে করার জন্য স্কুল থেকে যেসব বাড়তি হোমওয়ার্ক দেয়া হয়েছিল তা গতরাতেই শেষ করে ফেলেছি। কারন কাজ ফেলে রাখার অভ্যেস আমার নেই, বিশেষ করে স্কুলের হোমওয়ার্ক হলে তো নয়ই। কিন্তু তার অর্থ হল আগামী বাকী দু'দিন আমার আর কিছুই করার নেই।

তবুও ছুটির দিন ভোরবেলাতেই ঘুম ভেংগে গেল রোজকার মত। অনেক্ষন ধরে বিছানায় গড়াগড়ি করলাম। এপাশ থেকে ওপাশ। তারপর শূন্য দৃষ্টিতে ছাদের ঘূর্ণয়মান ফ্যানের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষন চিন্তা করলাম বিছানা ছেড়ে উঠে সারাদিন কি করা যায়।

এই ঘরে আমরা দুই বোন থাকি। আগে আমরা দুই বোন এক বিছানাতেই ঘুমাতাম। কিছুদিন হল আমার জন্য নতুন বিছানা কেনা হয়েছে। বড়বোন নীলা রাত জাগে অনেক, জেগে জেগে বই পড়ে, আরো কি কি সব করে, তাতে আমার ঘুমের ব্যাঘাত হয়। আমি প্রতিদিন একই সময়ে ঘড়ির কাটা ধরে ঘুমাই। এখন আলাদা বিছানা পেয়ে নীলা তার বেডসাইড ল্যাম্প জ্বেলে সারারাত জেগে থাকলেও আমি আমার বিছানায় মশারির ভেতর থেকে টের পাইনা। বই রেখে লাইট বন্ধ করার জন্য আর বারবার নীলাকে তাগাদা দিতে হয়না, নীলা ওর মত জেগে থাকে, আমি আমার মত ঘুমিয়ে পড়ি। রাত জেগে গল্পের বই পড়ার শখ আমার নেই।

নীলার বিছানা জানালার পাশে। ঘুম ভেঙ্গে তাকিয়ে দেখি নীলাও তখনো বিছানায় তবে মশারী তুলে রেখে পর্দা সরিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে, সত্যজিৎ রায়ের নতুন বই, গ্যাংটকে গন্ডগোল, ফেলুদার রহস্য গল্প। শুধু রাত জেগে না, রাত দিন সবসময়েই গল্পের বই পড়া তার নেশা। বৃত্তির টাকা জমিয়ে সে সব নতুন বই দোকানে আসা মাত্র কিনে আনে। তার বই রাখার জন্য তিনটে বাঁশের শেলফ কিনে দেয়া হয়েছে, সেগুলো সব ভর্তি হয়ে গেছে। এখন পড়ার টেবিলেও তার গল্পের বই জমা হচ্ছে। ইদানিং সে দুইএকটা ইংরেজী নভেলও পড়া শুরু করেছে মনে হয়। সেদিন দেখি ওর টেবিলে একটা বই 'the CATCHER in the RYE'। নীলা আজকাল ডায়েরীও লেখে, লেখা শেষ হলেই টেবিলের ড্রয়ারে আবার তালা দিয়ে রাখে। আমার ধারনা সে নিশ্চয়ই কোন সিক্রেট বিষয় নিয়ে লেখে।

আমাকে আরমোরা ভাংতে দেখে নীলা বালিশ থেকে মাথা একটু তুলে আমার দিকে দেখলো তারপর আবার বইতে চোখ ফিরিয়ে নিতে নিতে বলল্ভউফ্ কি ভীষন ক্লাইমেক্স, ফেলুদা প্রায় রহস্য সমাধান করে ফেলেছে!' তারপর আমার দিকে না তাকিয়েই বলল 'রান্না ঘরে যেয়ে দেখতো চা হয়েছে কিনা।'

চা হলেই সে বিছানা থেকে উঠবে, তারপর সরাসরি রান্নাঘরে যেয়ে চুলা থেকে ফুটন্ত চা নিবে, একটুও ঠান্ডা হলে চলবেনা। বিছানা থেকে নামতে যেয়ে দেখি মেঝেতে নীলার প্রজেক্ট। গতরাতে আমি ঘুমিয়ে যাবার পর রাত জেগে সে এসব করেছে নিশ্চয়ই। সে নিশাচর, সুযোগ পেলেই রাত জেগে থাকে। কাল রাতে দেখছি ব্লেড দিয়ে লাক্স সাবান কেটে মূর্তির মাথা বানিয়েছে। মাথাভর্তি এলোমেলো চুলের একটা মেয়ের মাথা। আমাকে মেঝেতে নামতে দেখে বলল 'দেখো দেখো, আমার শ্রাবনীকে পাড়িওনা।' এই সাবানের মূর্তির নাম তাহলে শ্রাবনী? বই পড়ার মত মূর্তি বানানো তার আরেকটা শখ। তার টেবিলের সাথে লাগোয়া তাকে অনেক মূর্তির মাথা বানিয়ে সাজিয়ে রেখেছে। সব মূর্তির নামও দেওয়া হয়েছে। বন্ধের নায়িকা শাবানা আজমী নীলার রোল মডেল, তার মাথাও বানিয়েছে। নাম রেখেছে 'সাবানের শাবানা'। ইকবাল রোডের কোনায় আমাদের দুই বাসা পরে একতলা নীল বাড়ীটার ছাদে রোজ বিকেলে কয়েকটা ছেলে গিটার বাজিয়ে গান গায়। তাদের একজন নীলাকে কিছুদিন আগে একটা কবিতা লেখা চিঠি দিয়েছিল। তার পর পরই দেখলাম নীলা দুটো নতুন মূর্তি বানিয়েছে, সেগুলো দেখতে ওদের দু'জনের মত, একজনের হাতে গিটার, তার নাম দিয়েছে 'গান ওয়ালা'। অন্যজনের হাতে চিঠির খাম, তার নাম 'চিঠি ওয়ালা'। এমনকি আমাদের স্কুলের দাড়ীওয়ালা দারোয়ান ভাইয়ের মাথাও বানিয়েছে, তার নাম 'মন্টুর মাথা'।

আমি সাবানের শ্রাবনীকে সন্তর্পনে ডিঙিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে রান্না ঘরের দিকে পা দিলাম।

দেয়ালের ওপাশে ছোটবোন নিশা তানপুরায় রেওয়াজ করছে। ঘুমের ঘোরেই তার রেওয়াজ কানে আসছিল। দাদি আর নিশা একঘরে থাকে। দাদি ফজরের আযানের পর পর নামাজ পড়তে ওঠে, নিশাও তখন উঠে পড়ে। স্কুলের দিন কিংবা ছুটির দিন যাই হোক, রোজ ভোরে দিন শুরু করার আগে রেওয়াজ করা তার ছোটবেলার অভ্যেস। আমি গান বাজনা কিছুই বুঝিনা তবে নিশার রিনরিনে মিষ্টি কণ্ঠে দরদ দিয়ে গাওয়া গান বোঝার জন্য পন্ডিত হতে হয়না। গান গাওয়ার সময় সে চোখ বন্ধ করে অন্য কোন জগতে যেন হারিয়ে যায়। নিশা সেই সকাল থেকে সাধনা করছে নতুন কোন সুর নির্ভুল ভাবে তোলার জন্য! ধৈর্য আছে বটে। গলা সাধা শেষ হলে সে গরম পানিতে গড়গড়া করবে, তারপর দশমিনিট কোন আওয়াজ না করে চুপ করে থাকবে। ওস্তাদজীর প্রিয় ছাত্রী সে। বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে শুদ্ধ সঙ্গিত প্রচার সভায় সে নিয়মিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে।

রান্নাঘরের দিকে যাবার পথে দেখি ডাইনিং রুমে রাঁধুনিখালা আলমারীর উঁচু তাক থেকে তুলে রাখা প্লেট গ্লাস নামিয়ে টেবিল সাজাচ্ছে। ছুটির দিনে তার পছন্দের ডিনার সেটে সুন্দর করে সাজিয়ে খাবার পরিবেশন করা তার শখ। আমাকে দেখে পান-জর্দা খাওয়া হাসি মুখে বললো 'আম্মু, আইজ ইশপেশাল নাস্তা তাই ইকটু দেরী হচ্ছে, তয় চা রেডী, চা খাবেন?' আমি মাথা নাড়তেই সে আলমারী থেকে নামানো সোনালী বর্ডার দেয়া তন্তুরী আর কাপ ধুয়ে সাদা তোয়ালেতে মুছে তাতে চা দিল আমাকে, সাথে চিনি মাখানো টোস্ট। আমি চা আর টোস্ট নিয়ে ড্রইং রুমে গেলাম।

ড্রইং রুমে মেঝেতে বসে ছোটভাই নিলয় ওর রং-পেন্সিল-কাগজ নিয়ে ছবি আকছে। ছবিতে বড়শির সুতোয় একটা কাছিম, কাছিমের মাথা, গলা আর সামনের দুই পা পানির ওপরে, বাকি পুরো শরীর পানির নিচে ডুবে আছ। পুকুর পাড়ে দাড়িয়ে সাত আট বছরের একটা ছেলে বড়শি টেনে কাছিমটাকে তোলার চেষ্টা করছে, কাছিমের ভারে বড়শির লাঠিটা ধনুকের মত বাঁকা হয়ে আছে। বড়শি হাতে ছেলেটা নিজেও পেছন দিকে ধনুকের মত বাঁকা হয়ে আছে বড়শির টান সামলাতে যেয়ে।

আমি চা নিয়ে নিলয়ের পাশে মেঝেতে বসলাম। ওকে জিজ্ঞেস করলাম 'যে ছেলেটা মাছ ধরছে সে কি তুমি?' নিলয় মাথা নেড়ে বলল 'ছেলেটা তো মাছ ধরছে না, কাছিম ধরছে। অবশ্য ছেলেটা মাছই ধরতে চেয়েছিল কিন্তু তার বদলে একটা কাছিম পেয়েছে।' তারপর আবার বলল, 'নাহ, ঐ ছেলেটা আমি না।'

আমি ওঁকে পাল্টা জিজ্ঞেস করলাম 'ঐ ছেলেটা যদি তুমি না-ই হও তাহলে তুমি কিভাবে জানলে যে সে মাছ ধরতে চেয়েছিল, কাছিম ধরতে চায়নি?' নিলয় দ্রুত জবাব দিল 'আমিই তো আকছি, সেজন্য আমি সব জানি।' তারপর আবার কিছুক্ষন চিন্তা করে আমাকে জিজ্ঞেস করলো 'আপু তুমি কি জানো কাছিমের পেট কিরকম দেখতে? কাছিমটা পানি থেকে উঠালেই তো ওর পেট দেখা যাবে কিন্তু আমি জানিনা কাছিমের পেট কেমন দেখতে।'

'জানো না? কি মুশকিল, তাহলে তো কাছিমটাকে সারাদিন পানিতেই থাকতে হবে!' আমি চিন্তিত হওয়ার ভান করে বললাম। তারপর তাকে বললাম 'আচ্ছা তারচেয়ে তুমি এক কাজ কর, আব্বার সাথে শেরেবাংলানগর লেকে যেয়ে একটা কাছিম ধর তারপর দেখ কাছিমের পেট কেমন দেখতে, তারপর বাসায় এসে আবার এই ছবিটা আঁকা শেষ কর।'

নিলয় বিজ্ঞের মত হাসি হেসে বলল, 'দূর বোকা! শেরেবাংলানগর লেকে কাছিম থাকে নাকি? তারচেয়ে আমি কল্পনা করেই কাছিমের পেট আকতে পারি.....' তারপর কালো, কমলা আর সবুজ রং নিয়ে নিজেই কাছিমের পেট আকতে শুরু করল। ছবি আঁকার বিষয়ে তার কোন ক্লান্তি নেই। আমাদের চৌদ্দ পুরুষে কোন আকিয়ে ছিল বলে জানিনা তবে নিলয় বড় হয়ে হয় জয়নুল আবেদিন নয় পাবলো পিকাসো কোন একজন হবে বোধ করি।

ভোরবেলা বাসায় থাকলে আব্বা তার পুরনো লং প্লেয়ারে গান বাজায়। প্রায় সময় একই গান শোনে সে। আমার জ্ঞান হওয়া অব্দি আব্বাকে এই গানগুলো শুনতে দেখছি। রেকর্ডের ওপরে গায়িকার সাদাকালো ছবি, চোখে টানা কাজল আর খোপায় সাদা ফুল। ইংরেজীতে তার নাম লেখা 'ইকবাল বানুর গজল'। আমার আওয়াজ পেয়ে আব্বা খুশী হয়ে বলল ' আসো, আসো , এই গানটা শোন, চোখ বন্ধ করে শুনতে হবে, এই লাইনটা মনযোগ দিয়ে শোন,.... সুরটা শুনেছো? চমৎকার তাই না?' আমি দায়সারা ভাবে মাথা নাড়ালাম। এই রেকর্ডগলো আসলে আব্বা-মার বিয়েরও আগের। পনের-কুড়ি বছর ধরে একই গান মানুষ একই রকম ভালোলাগা নিয়ে কিভাবে শোনে তা-ই আমার মাথায় আসেনা।

গান শুনতে শুনতে আব্বা নিজেও গানের সাথে গুনগুন করছে, 'পায়াল মে গীত হ্যায়.....'। আর তার সাথে সাথে দেয়ালে ঝোলানো ছবিগুলো ঝারমোছ করছে। ছবিগুলো বেশীর ভাগ আব্বার নিজের তোলা। একটা ছবিতে মা টেবিলে বসে একটা খোলা বইয়ের ওপর মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে, তার পাশে একটা মোমবাতি জ্বলছে। আরেকটা ছবিতে দাদা আর ছোটবোন নিশা মাঠে দাড়িয়ে, দাদার পরনে সাদা পান্জাবী-পাজামা, হাতে লাঠি। নিশা তখন কেবল দাড়াতে শিখেছে, দাদার পানঞ্জাবীর এক কোনা ধরে দাঁড়িয়ে আছে সে। আরেকটা ছবিতে আমি, আমার হাতে সেতার, আমার আঙ্গুলগুলো সেতারের তারগুলোর ওপর বিভ্রান্ত ভঙ্গিতে কোন সুর খুঁজছে।

ফটোগ্রাফি আব্বার শখ। ছবি তোলার পর নিজস্ব 'ডার্ক রুম'-এ আব্বা তার ছবিগুলো ধোয়। তারপর বাধাই করে ঝুলিয়ে রাখে।

আমি বাড়ান্দার দিকে চলে গেলাম। মনে পড়ল আব্বা ছোটবেলায় নিশার সাথে আমাকেও গান শেখাতে অনেক চেষ্টা করেছে। আব্বার ধারনা গান গাইলে মন শান্ত হয়, প্রাণ হালকা হয়। কিন্তু আমার ভাঙ্গা কণ্ঠে সুর-তালের কোন আভাস না থাকায় সম্ভবত গান শেখানোর প্রয়াস ভেস্তে যায়। তবে আব্বা হাল ছাড়েনি, গান শিখতে আমার অনিহা দেখে অনেক খুঁজে একজন সেতার বাদককে জোগাড় করেছিল আমাকে তালিম দেয়ার জন্য। ঢাকা শহরে সেতার বাদক বিরল, তবে সেতার শেখার শিষ্যও সম্ভবত কম, সেই কারনেই হয়তো যাকে পাওয়া গেল সে বাসায় এসে আমাকে তালিম দিতে রাজি হল। আমাকে তালিম দেয়ার টিউশনিটা সেতার বাদকের জন্য বাড়তী আয় হিসেবে ভালই ছিল ধারনা করি। নিষ্ঠার সাথে সে আমাকে তালিম দিতে শুরু করলো। কিন্তু মাস দুয়েক যাওয়ার পর সঙ্গীতে আমার অজ্ঞতা আর অবনমিত আগ্রহ দেখে অচিরেই তারও উৎসাহে ভাটা পড়ে। শেষাতক একদিন সে আব্বাকে আড়ালে ডেকে তার চোস্ত মুর্শিদাবাদী একসেন্টে বলল 'জনাব, আপনার মেয়ের সুর তালে তেমন সমস্যা নেই, কন্ঠ একটু ভাঙা বটে তবে সেটাও সমস্যা নয়। সমস্যা হল মেয়েটির প্রাণে গান নেই।' আমার সেতার শেখার সেখানেই সলিল সমাধী ঘটে। আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। গান বাজনার শখ তো আমার নেই।

বারান্দায় রোদের আলোতে বসে মা তার ঝুলন্ত বাগানের গাছগুলোর পরিচর্যা করছিল। অবশ্য বাগানে কাজ করার জন্য মার ছুটির দিনের প্রয়োজন হয়না, সুযোগ পেলেই গাছের গোঁড়ার মাটি থেকে আগাছা তোলে, মাটি নিড়িয়ে দেয়, সার কিংবা নতুন মাটি দিয়ে পরিচর্যা করে। বাড়ান্দার গ্রিলের সাথে কোন লতাগাছ বেধে দেয়। আমাদের এই ভাড়াবাড়ীর ছোট্ট বাড়ান্দা যেন এক টুকরো চির সবুজ বন।

পাশের ফ্ল্যাটের নিরাও তখন তাদের বাড়ান্দায় বাগানের পরিচর্যা করছে। নিরার বাগানটাও সুন্দর। বাগানে কাজ করতে করতে মা আর নিরা তাদের বাগানের গাছ নিয়ে কথা বলছে। মার সাথে তার গল্প খুব জমে। তারা দুজনে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন রকম নতুন গাছ সংগ্রহ করে নিয়ে আসে, মাঝেমাঝে সেগুলো নিজেদের ভেতরে লেনদেনও করে। নিরা মাকে একটা চারা দেখিয়ে বল্ল 'আন্টি এই যে আমার সেই হাইড্রেঞ্জার চারা যেটার কথা আপনাকে বলছিলাম, সেদিন ফার্মগেটের খামারবাড়ী থেকে এনেছি। আপনার জন্য একটা চারা বানিয়েছি, একটু পরে এসে দিয়ে যাব আপনাকে।'

নতুন গাছ দেখে খুশীতে মার চোখ আনন্দ ভরে গেল। মা আমার ঘরের জন্যেও মাঝে মাঝে গাছ বানিয়ে দেয়। এবার একটা অর্কিডের গাছ বানিয়েছে। এক ফুট দৈর্ঘের এক টুকরো বাঁশের মধ্যে নারকেলের আঁশ দিয়ে তারমধ্যে পাটের সুতো দিয়ে অর্কিডের গাছ পেচানো হয়েছে। আমার হাতে নতুন লাগানো গাছটা দিয়ে মা বল্ল 'এটা তোমাদের ঘরে জানালার পাশে নিয়ে রাখ। আমি কাজ শেষ করে আসছি।' তারপর মা তার টবের গোলাপ গাছ থেকে একটা দুটো গোলাপ কেটে সেগুলো ফুলদানীতে সাজাতে লাগলো। ঘরে সবসময় তাজা গাছ আর ফুল সাজাতে মা পছন্দ করে। নকল ফুল কিংবা প্লাস্টিকের গাছ মার পছন্দ না।

আমি আমার নতুন গাছ নিয়ে আমাদের ঘরে গেলাম। এর আগে মা সেদিনও আমাদের ঘরে কি যেন একটা গাছ ঝুলিয়ে দিয়েছিল, পানির অভাবে গাছটা কবে শুকিয়ে গেছে খেয়ালই করিনি। ছোট একটা ক্যাকটাসের চারাও রেখেছিল কোন একসময় জানালার পাশে, সেটা অবশ্য পানি ছাড়াই বেঁচে আছে দিব্যি। গাছের শখও তো আমার নেই।

সত্যি বলতে, কোন কিছুর শখই আমার নেই। এই ছুটির দিনে অবসরে সবাই যখন যে যার শখের কাজ নিয়ে ব্যাস্ত, আমি তখন কিছুই করার খুঁজে পাচ্ছিনা। নিজেকে একটা রোবটের মত মনে হল।

এসময় দরজায় কলিং বেলের শব্দ শুনে দৌড়ে গেলাম। পাশের বাসা থেকে নিরা এসেছে, তার হাতে ছোট্ট একটা চারা গাছ। মার জন্য। আমাকে দেখে একগাল হাসি হেসে উৎসাহের সাথে বলল 'আমার নতুন গাছের চারা, হাইড্রেঞ্জা, এই গাছ ঢাকায় আর কারো নেই।' নিরা ঘরে ঢুকেছে, নিরার পেছনে তার ছোটবোন নীতু দাঁড়িয়ে। নিরা সরাসরি বাড়ান্দায় যেয়ে মার সাথে গল্প করতে শুরু করেছে। নতুন গাছটা কোথায় লাগানো হবে তাই নিয়ে দুজনের জল্পনা চলছে।

নীতুকে আমার ঘরে নিয়ে গেলাম। নীলা তখন বিছানা গুছাচ্ছে। নীতুর চুলে হাত বুলিয়ে এলোমেলো করে দিয়ে বলল, 'কি খবর আপনার?'

নীতু প্রথমে একটু চুপচাপ থাকে তবে প্রাথমিক জড়তা কেটে গেলে অনেক কথা বলে সে। আমার বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে একথা সেকথার পর নীতু বল্ল 'আপু একটা গল্প বলবে? সেদিনের ক্যাটারপিলারের গল্পটা?'

ক্যাটারপিলারের গল্প তো মনে নেই আমার! এক একদিন নীতুর বায়না মেটাতে যেয়ে বানিয়ে বানিয়ে কত গল্প বলি, পরে কি আর সেসব মনে থাকে? তাছাড়া পরের দিন একই গল্প আবার বানিয়ে বলতে গেলে গল্প এদিক ওদিক হয়ে গেলে নীতু ঠিক ধরে ফেলে! কে জানতো নীতু আমার বানোয়াট গল্পগুলো এত মনযোগ দিয়ে শোনে?

নীতুকে বললাম 'ক্যাটারপিলারটা তো এখন ওর দাদিবাড়ী বেড়াতে গিয়েছে, তারচেয়ে তোমাকে একটা নতুন গল্প বলি, এই গল্প তোমার আগে পৃথিবীর আর কেউ শোনেনি।'

নীতুর চোখ নতুন গল্প শোনার কল্পনায় আনন্দিত হয়ে উঠলো। আমি শুরু করলাম 'অনেক দূরের কোন এক দেশে ছিল.....' এটুকু বলে আমি থামলাম। চিন্তা করলাম নীতুকে কিসের গল্প বলা যায় যা তাকে আগে বলিনি। আমার ঘরের চারদিকে তাকালাম কোন ক্লু পাই কিনা। জানালার পাশে ক্যাকটাস গাছটার দিকে চোখ পড়লো। তারপর আমি আবার শুরু করলাম, 'অনেক দূরের এক মরুভূমির দেশে ছিল ছোট্ট একটা সবুজ ক্যাকটাসের গাছ, একটু মোটা, একটু গোল। সেই মরুভূমির দেশটা ছিল সোনালী বালুতে ভরা', আমি আবার থামলাম, তারপর আমার ঘরের চারদিকে আবার দেখলাম, যেন এই ঘরটাই সেই মরুভূমির দেশ। নীতুও আমার দৃষ্টি অনুসরন করে মাথা ঘুরিয়ে অবাক হওয়ার ভান করে ঘরের চারদিকে দেখলো, তারপর আমরা দু'জন দু'জনের চোখের দিকে তাকিয়ে সম্মতিসূচক মাথা নাড়লাম, যার অর্থ হল আমরা দুজনেই একই জিনিষ দেখতে পারছি। আমাদের চোখের সামনে থেকে একে একে ঘরের বিছানা, বালিশ, টেবিল, আয়না সব অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকলো এবং তার জায়গায় একে একে বিভিন্ন রকমের ক্যাকটাসের গাছে ভরে গেল, মোজাইক মেঝে বালুর মরুভূমিতে পরিনত হল। দু'জনে বিস্ময়ভরা চোখে দেখতে থাকলাম। আমি আবার শুরু করলাম 'সেই ছোট্ট ক্যাকটাসের পাতায় ছিল নরম সোনালী কাটা। মরুভূমির গরম আর শুকনো বালুতে সে তার মা বাবা ভাই বোন আর বন্ধুদের নিয়ে খুব আনন্দেই দিন কাটাচ্ছিল। দিনের বেলা সোনালী সূর্যের আলোয় তার বন্ধুদের সাথে খেলা করে আর নাচ করে। আর রাতের বেলায় খোলা আকাশের তারার নিচে তার বাবা মা ভাই বোন নানু দাদুর সাথে গল্প করে। একদিন এক ভোরে সেই ছোট্ট ক্যাকটাস ঘুম ভেংগে দেখলো .....'

গল্পের মাঝপথে নিরা এসে বল্ল 'চল নীতু, আমাদের এখন যেতে হবে।' নীতু গল্পের শেষ পর্যন্ত না শুনে যেতে চাচ্ছিল না কিন্তু নিরা তাড়া দেয়াতে অনিচ্ছার সাথে বোনের হাত ধরে চলে গেল।

নীতুকে নিয়ে নিরা চলে যাবার পর আমি নাস্তার জন্য আবার ডাইনিং রুমে গেলাম। ডাইনিং টেবিলে বসে দাদি সবার জন্য অপেক্ষা করছে। দাদির হাতে ফ্রেম-সুতো, টি-টেবিলের জন্য একটা নতুন কভার বানাচ্ছে। সাদা কাপড়ে ভরাট সেলাই, একটা সবুজ কচু পাতায় এক ফোটা পানি জমে আছে, পাতাটা এমন ভাবে ভাজ হয়ে আছে যেন পাতায় জমে থাকা পানিটুকু গড়িয়ে না পড়ে যায়। কচুপাতার এক এক অংশে আলোর তারতম্যের কারনে দুই তিন রকমের সবুজ শেডের সুতো ব্যাবহার করা হয়েছে। চোখের অবস্থা অত ভালো না তবু সেলাই করা দাদির শখ।

দাদিকে সেলাই করতে দেখে হঠাৎ মাথায় কি যেন একটা খেলে গেল। দৌড়ে নিজের ঘরে যেয়ে কাগজ কলম নিয়ে এসে দাদির পাশে আমিও বসে গেলাম, ক্লাসের পড়াশোনার কিছুনা, ছুটির দিনে আমারও অবসরে শখ করে করার মত কিছু খুঁজে পেলাম, শুরু করলাম শিরোনাম দিয়ে - 'নীতুর জন্য গল্প'! #

ওয়াহেদুজ্জামান মতির কবিতা

শেষ অধ্যায়



হৃদয়ে হৃদয় মেলাতে পারলাম না বলে
কোন দুঃখ নেই
দুঃখ শুধু মানসিক রোগের।

কোনো ওষুধেই কাজ হলোনা তার
সে আবার ফিরে এলো
আবার আক্রান্ত হলো সেই পুরোনো রোগে।

তাবৎ দর্শনশাস্ত্র লন্ডভন্ড করে দিলো
মনোবিজ্ঞানে সংযোজন করলো
নতুন উপাদান।

আমি লিয়েন-চী থেকে লাইসিদাস পর্যন্ত
আবারও অধ্যায়ন করলাম
দেখলাম,মানুষের চেয়ে জটিল কোনো
জীব নেই পৃথিবীতে
ভালোবাসা বলে কোনো বস্তু নেই
মনের বিপরীতে।

আলমগীর রেজা চৌধুরীর কবিতা

টমাহকের পাশে শুয়ে আছি



টমাহকের পাশে শুয়ে আছি
টমা হকের পাশে শুয়ে আছি ।
দিশেহারা ;
ওই সব ভয়ানক মারণাস্ত্রের পাশে শুয়ে
তুমি মনপবনের নৌকায় পাল তুলে
বানিজেয়র কড়ি বাজিয়ে ধেয়ে আসো
দজলার তটরেখায় ।
সত্যি দিশেহারা ;
মুঠোফোনে ছবি-
আরব সাগরে রণতরীর মাস্তুল,
বঙ্গোপসাগরে হাঙরের উৎপাত
মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে জনতার তীব্র চিৎকার ।

আমি বলি, আমার অন্ধপিতার শিয়রে কিছু নেই ।
শূন্যতা ,আহ ? ধোঁয়াশায় আড়াল আছে,
অন্ধকারের দেয়াল ।
কারো কিছু জানা নেই
শুধু এ কান থেকে ও কান ... ।

টমাহকের পাশে শুয়ে আছি
ডনদ্রাহীন সবপ্নহীন ভেজা চোখ ।
শুধু হন্তারকের বসবাস,
টুক টাক এক্কা-দক্কা খেলা
সাবাস টমাহক মামা ।

আরব সাগরের নীল জলরাশি
শেষ সূর্যের সঙ্গে মীনের লম্ফ ঝম্ফ নেই
গাঙচিলের ডানায় নীলাভ আকাশ
শুধু ফিসফাস গুঞ্জন নিয়ে আসে-
একখন্ড কালো মেঘ-
আর লালমুখো ঈগলের লোভাতুর চোখ ।
আকস্মিক আমার অন্ধপিতা বলে ,
নীলেই থাকো বঙ্গপে ঘোলাজল ।

আর আমি টমাহকের পাশে দেখি,
পরান শেখ কাস্তে উঁচিয়ে আছে।



নিউ হ্যাম্পশায়ারে আরও এক বাংলাদেশীর বিজয়

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ার অঙ্গরাজ্যে হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ পদে রিপাবলিকান দলের প্রাইমারি নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন বাংলাদেশী-আমেরিকান আবুল বি খান। গত ৮ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার নিউ হ্যাম্পশায়ারে রিপাবলিকান দলের টিকিট পেয়েছেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে দলীয় মনোনয়ন পেতে ভোটারদের সমর্থন প্রয়োজন হয়। এ জন্য মূল নির্বাচনের আগে প্রত্যেক দলের প্রাইমারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সাধারণ ভোটাররা তাদের ভোট প্রয়োগ করেন।

মঙ্গলবার নিউ হ্যাম্পশায়ারে রিপাবলিকান দলের প্রাইমারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ষ্টেটের ডিষ্ট্রিক্ট রকিংহাম ২০-এ রিপাবলিকান দলের ষ্টেট হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ প্রার্থী হিসেবে ভোটে নির্বাচিত হন আবুল বি খান। ডিস্ট্রিক্ট ২০-এ স্টেট রিপ্রেজেন্টেটিভের তিনটি পদে রিপাবলিকান দলে ছয় প্রার্থী ছিলেন। এদের মধ্যে তিনজন নির্বাচনে জয়লাভ করে দলের মনোনয়ন পেয়েছেন। নির্বাচনে সাধারণ ভোটাররা তাকে এই পদের জন্য আবুল বি খানকে (তিনজনের মধ্যে) নির্বাচিত করেছেন। এদিন ডেমোক্র্যাট দলেরও প্রাইমারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তবে ডিষ্ট্রিক্ট-২০ আসনে ষ্টেট হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ পদে ডেমোক্রাট্যাট দলের কোনো নির্বাচন হয়নি। এই ডিষ্ট্রিক্টে তিনটি পদে ডেমোক্র্যাট দলে প্রার্থীদের নিজ দল থেকে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না।

আমেরিকান রাজনীতিতে নিউ হ্যাম্পশায়ার অঙ্গরাজ্য বরাবরই রিপাবলিকান পার্টির দখলে। বাংলাদেশী-আমেরিকান আবুল খান টানা তিনবার এখানকার ষ্টেট হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ। দলীয় মনোনয়নে বিজয়ী হওয়ায় রিপাবলিকান সমর্থিত এলাকা হিসেবে এবারের মূল নির্বাচনেও তিনি জয়ী হবেন বলে ধারণা করছেন সবাই। আগামী ৩ নভেম্বর আমেরিকান প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সঙ্গে নিউ হ্যাম্পশায়ার ষ্টেট হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ পদেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে নিউ হ্যাম্পশায়ারের অঙ্গরাজ্যের সিবব্রুক সিটির সিলেক্টম্যান (মেয়র) হিসেবেও ১২ বছর ধরে দায়িত্ব পালন করছেন আবুল খান। আরও তিন বছর তিনি এ পদে দায়িত্বে থাকবেন। যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি নির্মিত তৃতীয় সর্বাধিক বৃহৎ পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য সিবব্রুক শহর সুপরিচিত।

আবুল বি খানের জন্ম বাংলাদেশের পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ায়। ১৯৮১ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দেন। তার স্ত্রী মর্জিয়া খান একজন গৃহিণী এবং এই দম্পতির এক কন্যা ও এক পুত্র।

প্রসঙ্গত যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া ষ্টেট সিনেটর হিসেবে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে চলেছেন বাংলাদেশী আমেরিকান শেখ রহমান। পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের অডিটর জেনারেল পদে প্রার্থিতার জন্য ডেমেক্র্যাটিক প্রাইমারি নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন বাংলাদেশী ড. নীনা আহমেদ। এছাড়া ইউএস কংগ্রেসে টেক্সাস থেকে একমাত্র বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত হিসেবে হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসে ডেমোক্র্যাটিক দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ডোনা ইমাম।

আগামী ৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন। এ নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন করছেন ক্ষমতাসীন রিপাবলিকান প্রার্থী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেন।

নতুন ব্যবস্থাপনায় জ্যামাইকার স্টার কাবাব রেষ্টুরেন্ট উদ্বোধন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্কে বাংলাদেশী অধ্যুষিত জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউতে প্রতিষ্ঠিত স্টার কাবাব এন্ড চাইনিজ রেষ্টুরেন্ট আবার নতুন ব্যবস্থাপনায় চালু হয়েছে। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর সোমবার (৭ সেপ্টেম্বর) অপরাহ্ন থেকে রেষ্টুরেন্টটি চালু করা হয়। এর আগে বেলা ১২টার দিকে আয়োজন ছিলো বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এই পর্বের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত, দরুদ (সা:) পাঠ এবং বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের খতিব ও ইমাম মওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ। খবর ইউএনএ'র।

পরবর্তীতে ফিতা কেটে নতুন ব্যবস্থাপনায় স্টার কাবাব এন্ড চাইনিজ রেষ্টুরেন্ট-এর আনুষ্ঠাকি উদ্বোধন করেন সাবেক এমপি ও ঠিকানা গ্রুপের চেয়ারম্যান এম এম শাহীন। এসময় সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, রেষ্টুরেন্টটির সিইও জামান চৌধুরী সহ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ইমরান খান ভুলু, শিবলী নোমানী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট নূর ইসলাম বর্ষণ, জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন (জেবিবিএ)-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক তারেক হাসান খান, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও প্রবীণ আমেরিকান, যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ (জুনিয়র)-এর বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের ক্লাসমেট জর্জ কাপুস সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মোর্শেদ আলম, মোতাহার হোসেন, ফরহাদ হোসেন, হাবিবুল হক, মোহর খান, সঙ্গীত শিল্পী ডা. নার্গিস রহমান ও জিনাত আরা রত্না প্রমুখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে যোগদানকারীরা রেষ্টুরেন্টটির সার্বিক সাফল্য কামনা করেন। এসময় শতাধিক অতিথির মাঝে প্যাকেট বিরিয়ানী বিতরণ করা হয়।

নতুন করে রেষ্টুরেন্টটি উদ্বোধনের পর সিইও জামান চৌধুরী ইউএনএ প্রতিনিধিকে জানান, জ্যামাইকায় বসবাসকারীদের চাহিদা ও সেবার কথা বিবেচনা করে বিশেষ করে প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য নতুন ব্যবস্থপনায় স্টার কাবাব এন্ড চাইনিজ রেষ্টুরেন্ট আবার চালু করা হয়েছে। মজাদার দেশী ও চাইনিজ খাবার তৈরীর জন্য দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দুইজন শেফ সহ আরো কয়েকজন শেফ নিয়োগ নেয়া হয়েছেন। এরমধ্যে ৪০ বছরের অভিজ্ঞ শেফ মোহাম্মদ আলী বাংলাদেশী খাবারের জন্য বিশেষজ্ঞ আর ৩৫ বছরের অভিজ্ঞ শেফ নাসির উদ্দিন বাংলাদেশী স্বাদের চাইনিজ খাবার তৈরীতে বিশেষজ্ঞ। তিনি জানান, চিকেন আর ফিস কাবাব গ্রীল থাকবে তার রেষ্টুরেন্টের বিশেষ আকর্ষণ। এছাড়াও চা-সিঙ্গারা, সমচা, ডাল পুরি, পিয়াজো, মগলাই পরটা সহ বিরিয়ানী, খিচুরী, মাছ-মাংস, ভাজি-ভর্তা সহ থাকবে সকল প্রকার মুখরোচক খাবারের সমাহার। সকালের নাস্তা, দুপুরের লাঞ্চ আর রাতের ডিনারের জন্য সুলভ মূল্যেই এসব খাদ্যসমাগ্রী বিক্রি করা হবে বলে তিনি জানান। জামান চৌধুরী জানান, করোনাভাইরাস পরিস্থিতির কারণে এখন শুধু 'টেক আউট' পদ্ধতিতে সকল খাবার বিক্রি করা হবে। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত রেষ্টুরেন্টটি খোলা থাকবে। ২০ জনের অধিক লোকের খাবারের জন্য থাকবে ক্যাটারিং ব্যবস্থা।





বাংলাদেশ সোসাইটি'র সাংস্কৃতিক সম্পাদক মনিকা রায় চৌধুরীর ভ্রাতৃবিয়োগ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক'র সাংস্কৃতিক সম্পাদক এবং শিল্পকলা একাডেমি ইউএসএ'র প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মনিকা রায় চৌধুরীর বড় ভাই বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সুশান্ত রায় চৌধুরী (৬৫) আর নেই। সোমবার (৭ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্ক সময় ভোর ৪ঃ৪০ মিনিটে তিনি নিউইয়র্কের ফ্লাশিং প্রেসবেটেরিয়ান হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এই হাসপাতালে তিনি বিগত ৮ মাস ধরে চিকিৎসাধীন ছিলেন। গত ১ সপ্তাহ লাইফ সাপোর্টে থাকার পর সোমবার ভোর রাতে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি মা, ৩ ভাই ও ২ বোনসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। তিনি ব্রুকলীনের বেরিজে বসবাস করতেন। খবর ইউএনএ'র।

জানা গেছে, চট্টগ্রামের সন্দ্বীপের মাইট ভাংগা হাইস্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষক জ্যোর্তিলাল রায় চৌধুরীর তৃতীয় ছেলে সুশান্ত রায় চৌধুরী ১৯৫৩ সালের ১ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম কম পাশ করে লন্ডনে চাটার্ড একাউন্টটিং-এ পড়াশোনা করেন। এরপর তিনি নিউইয়র্কে এসে ব্যবসা শুরু করেন। তার সহধর্মিণী নিউইয়র্কে হার্ডসন নিউজে কর্মরত অবস্থায় গত প্রায় ১০ বছর পূর্বে পরলোকগমন করেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। নিউইয়র্কে বসবাসরত পরিবারের একমাত্র সদস্য মনিকা রায় চৌধুরী জানান, প্রয়াত সুশান্ত রায় চৌধুরীর মরদেহ দেখার জন্য ৯ সেপ্টেম্বর বুধবার বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত ফিউনারেল সেন্টারে (৪৯-০১ ১০৪ ষ্ট্রীট, কুইন্স, নিউইয়র্ক ১১৩৬৩) রাখা হবে। অন্ত্যষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হবে ১১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার। এদিকে সুশান্ত রায় চৌধুরীর পরলোকগমনে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহীম হাওরাদার ও সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী সহ শিল্পকলা একাডেমি ইউএসএ, সাউথ এশিয়ান আমেরিকান ভোটার এসোসিয়েশন, বাংলাদেশী আমেরিকান সোসাইটি, বাংলাদেশী আমেরিকান ওমেন ফর প্রগ্রেস বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।



জানাজা ও দাফন সম্পন্ন

মুক্তিযোদ্ধা আজিজ চৌধুরী মুসনুদ'র ইন্তেকাল

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): সুনামগঞ্জ জেলা সমাজকল্যাণ সমিতি ইউএসএ'র সভাপতি আব্দুল মুকিত চৌধুরী (মারুফ চৌধুরী)-এর মেঝো ভাই মরহুম মুক্তিযোদ্ধা আজিজ চৌধুরী মুসনুদ-এর নামাজে জানাজা ও দাফন সম্পন্ন হয়েছে। গত বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টার দিকে তিনি নিউইয়র্কের ফ্লোরাল পার্কস্থ বড় কন্যা জাসিয়া চৌধুরী বিন'র বাসায় শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। তার বয়স হয়েছিলো ৬৮ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সারে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই কন্যা, ৩ ভাই সহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। খবর ইউএনএ'র।



সুনামগঞ্জের শহরের পরিচিত মুখ, যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধা আজিজ চৌধুরী মুসনুদ-এর নামাজে জানাজা গত ৯ সেপ্টেম্বর বুধবার বাদ মাগরিব হিলসাইড ইসলামিক সেন্টারে (৩০০, হিলসাইড এভিনিউ) অনুষ্ঠিত হয়। এতে সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক প্রবাসী অংশ নেন। পারিবারিক সিদ্ধান্তে পরদিন ১১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সকালে নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডস্থ ওয়াশিংটন মেমোরিয়ালের মুসলিম কবরস্থানে তাঁর মরদেহ দাফন করা হয়।

জানা গেছে, আজিজ চৌধুরী মুসনুদ ১৯৫২ সালে সুনামগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা আওয়ামী লীগ-এর সাবেক সভাপতি, আরপননগর তালুকদার বাড়ী নিবাসী প্রয়াত আব্দুল আহাদ চৌধুরী তারা মিয়ার দ্বিতীয় পুত্র। ছিলেন একাত্তুরের সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধা। দীর্ঘদিন ধরে তিনি মিশিগান অঙ্গরাজ্যে বসবাস করছিলেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থ্যতার জন্য সম্প্রতি তিনি বড় কন্যার বাসায় ছিলেন।

মুক্তিযোদ্ধা আজিজ চৌধুরী মুসনুদ-এর ইন্তেকালে প্রবাসী সুনামগঞ্জবাসীদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর মৃত্যুতে সুনামগঞ্জ জেলা সমাজকল্যাণ সমিতি'র পক্ষ থেকে শোক প্রকাশ এবং তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় সবার দোয়া কামনা করেছেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জায়েদ চৌধুরী অপু।

আমেরিকান ইন্সটিটিউট অব হেলথ সাইন্স এন্ড টেকনোলজি

হেলথসেক্টরে বাংলাদেশীদের সফলতার স্বপ্ন যাত্রা শুরু

এমদাদ চৌধুরী দীপু: এক সময় নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রে অন্যান্য দেশের দাপট ছিল সেবাধর্মী বিভিন্ন সেক্টরে। ক্রমেই যুক্তরাস্ট্রে অভিবাসী বাংলাদেশীদের সংখ্যা বৃদ্বি পাওয়ায় অন্যান্য দেশের পাশাপাশি বাংলাদেশীরা এগিয়ে এসেছেন, উল্লেখ করার মত সফলতাও অর্জন করেছেন নানা পেশায়। বিভিন্ন সেক্টরে বাংলাদেশীদের অর্জন-অবদান উল্লেখ করার মত। এই প্রেরণা এবং অভিজ্ঞতাকে সাথী করে এবার হেলথ সেক্টরে বাংলাদেশীদের স্বপ্নযাত্রা শুরু হয়েছে। আমেরিকান ইন্সটিটিউট অব হেলথ সাইন্স এন্ড ট্যাকনোলজি নামে একটি প্রতিষ্ঠান যাত্রা শুরু করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সব অঙ্গরাজ্যে বাংলাদেশী স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন, তবে সেটি প্রত্যাশিত পরিমাণে নয় এবং বাংলাদেশীদের এই সেক্টরে আরো ব্যাপক পরিমানে অংশ নেয়ার সুযোগ রয়েছে।এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে আমেরিকান ইন্সটিটিউট অব হেলথ সাইন্স এন্ড টেকনোলজি।

শিক্ষক, আইনজীবী, পুলিশ, আইটি বিশেষজ্ঞ, চিকিৎসক কিংবা প্রকৌশলী এই সব পেশার মধ্যে একটা শ্রেনী থাকে যারা পেশার দায় শেষ করে নিজের একান্ত একটা সুন্দর জীবন সাজাতে চান। আরেকটি শ্রেনী যারা পেশার দায়, বিবেকের দায়, আর সামাজিক দায় পূরণ করতে মানুষের পাশে দাঁড়াতে চান। নিজেদের সাজানোর পাশাপাশি দেশ, মাটি, মানুষের আকাংখা পূরণের জন্য এগিয়ে আসেন। নিবেদিত করেন নিজেদের। ঠিক সেই ভাবনার এক চিকিৎসক হচ্ছেন মাহাবুব হোসেন। মাহ-

বুব হোসেনসহ((বাকি অঙশ ৩৭ পাতায়)

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

আজই যোগাযোগ করুন:

গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office
37-45 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-8613

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Old Hill, NY 11731
718-486-5543

Bronx Office
2148 Starling Ave
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-8613

Ozone Park Office
173 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308

Buffalo Office
842 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার ওসমান চৌধুরী'র মৃত্যুতে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের শোকসভা

সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের স্মৃতি সংরক্ষণের দাবী



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): মহান মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) আবু ওসমান চৌধুরী'র মৃত্যুতে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ আয়োজিত শোকসভায় বক্তারা বলেছেন, বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর যোদ্ধারা একে একে চলে যাচ্ছেন। মুক্তিযুদ্ধে যাঁদের অসামান্য অবদান রয়েছেন তাঁদেও মধ্যে আবু ওসমান চৌধুরী অন্যতম। তিনি সেক্টও কমন্ডার হিসেবে বীরত্বেও সাথে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর এই বীরত্বপূর্ণ অবদান জাতি চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। বক্তারা বলেন, তাঁদের স্মৃতিগুলোই আগামী দিনে আমাদের নেতৃত্ব দেবে। 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে যাঁরা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন তাঁদের স্মৃতি সংরক্ষণ করার জন্য বক্তারা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি দাবী জানান। উল্লেখ্য, সেক্টর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) আবু ওসমান চৌধুরী গত ৫ সেপ্টেম্বর শনিবার সকালে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। তার বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। খবর ইউএনএ'র।

সিটির জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ স্ট্রীটে গত ৬ সেপ্টেম্বর রোববার সন্ধ্যায় আয়োজিত শোক সভায় সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সা:সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ। করোনা-ভাইরাস পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য বিধি মেনেই এই সভার আয়োজন করা হয় বলে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান।

শোক সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রচার সম্পাদক হাজী এনাম, উপ দপ্তর সম্পাদক আব্দুল মালেক, কার্যকরী সদস্য হোসেন রানা, আওয়ামী লীগ নেতা মোস্তফা আল্লামা, যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিকলীগের সভাপতি আজিজুল হক খোকন, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি নূরজ্জামান সরদার, সৈয়দ কিবরিয়া, রাকিব হোসেন, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী ফোরামের সভাপতি হারুনুর রশিদ, সাবেক ছত্রলীগ নেতা জেড. এ.জয়, হেলাল মিয়া, নান্টু মিয়া প্রমুখ। সভায় সেক্টর কমান্ডার আবু ওসমান চৌধুরীর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন ইমাম কাজী কায়্যুম।

সভায় ড. সিদ্দিকুর রহমান বলেন, বাঙালীদের অর্জনগুলোর মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অন্যতম। তিনি বলেন, মরহুম আবু ওসমান চৌধুরী'র কৃতিত্বপূর্ণ অবদান জাতি চিরদিন কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে।

যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগের বিলুপ্ত কমিটির বহিষ্কারাদেশ প্রসঙ্গে প্রতিবাদ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক পদ থেকে মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকীকে বহিষ্কার করার প্রতিবাদ জানিয়ে সংগঠনের এই সিদ্ধান্তকে ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করে তিনি বলেছেন- ' যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের বিলুপ্ত কমিটির পক্ষে কাউকে বহিষ্কার বা আবিষ্কার করার কোন এখতিয়ার নাই'। মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী শুক্রবার (১১ সেপ্টেম্বর) ইউএনএ প্রতিনিধির সাথে আলাপকালে তার প্রতিবাদের কথা জানান।

উল্লেখ্য, সংগঠনের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক গত ১০ সেপ্টেম্বর এক সাংগঠনিক আদেশে 'বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা শেখ ফজলুল হক মনিকে নিয়ে ঔদ্ধত্যপূর্ণ, মিথ্যা, বানোয়াট, মনগড়া, বিভ্রান্তমুলক, আদর্শচূত ও একটি বিশেষ মহলের উদ্দেশ্য প্রণোদিত বক্তব্য সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হওয়ায়, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রের ৪৭ (ক) ধারা মোতাবেক মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকীকে স্বপদ বা দায়িত্ব (দপ্তর সম্পাদক এর পদ) থেকে কেন্দ্রের নির্দেশ মোতাবেক বহিস্কার করা হয়েছে।' এ বহিস্কারাদেশ ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ থেকে বলবৎ বলে পরিগণিত হবে সংগঠনের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ স্বাক্ষরিত পত্রে (সূত্রঃ প্রে/রি/১০/২০২০, তারিখঃ ১০ই সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং) জানানো হয়েছে। খবর ইউএনএ'র।

মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী তার প্রতিবাদে বলেন- 'যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ স্বাক্ষরিত ও ফেসবুকে প্রচারিত আমার বিরুদ্ধে একটি বহিষ্কারাদেশ দেখে যারপরনাই বিস্মিত ও হতবাক হয়েছি।

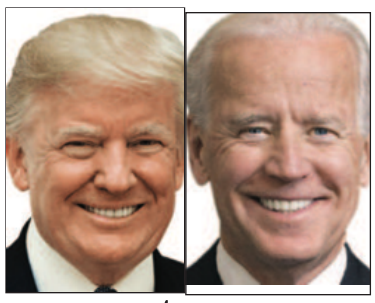
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ২০১৯-এর সেপ্টেম্বরে তাঁর হোটেল স্যুটে অনেকের সামনে কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আব্দুস সোবাহান গোলাপ-কে ডেকে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করে ড. সিদ্দিকুর রহমানকে জানিয়ে দিতে বলেন। দু'দিন পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে আয়োজিত গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে জননেত্রী শেখ হাসিনা নিজেই সভাপতিত্ব করেন এবং সিদ্দিকুর রহমান দর্শক সারিতে বসে থাকেন।'

মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী বলেন- 'যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের বিলুপ্ত কমিটির পক্ষে কাউকে বহিষ্কার বা আবিষ্কার করার কোন এখতিয়ার নাই। এছাড়াও কমিটির কাউকেই দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী অব্যাহতি দিতে হলে কার্য করী কমিটির সভায় অনুমোদন নিয়ে ন ূন্যতম দু'সপ্তাহ সময় দিয়ে কারণ দর্শাও নোটিশ দিতে হয়। জবাবে সন্তুষ্ট না হলে যে কোন শাস্তির জন্যে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পাঠিয়ে পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে তা কার্যকরী কমিটির অনুমোদনের ও সিদ্ধান্তে জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় উক্ত সময়ের মধ্যে ্য কোনো সিদ্ধান্ত না হলে তা আপনাআপনি বাতিল হয়ে যায়। এটাই গঠনতন্ত্রের নিয়ম।

আওয়ামী লীগ পরিবার আয়োজিত ১৫ আগষ্টের জাতীয় শোক দিবসের এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের সদস্যদের নৃশংস হত্যাকান্ডের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে কূখ্যাত খুনী খন্দকার মোশতাক তার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করতে বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মনি'র সাথে সখ্যতা গড়ে তুলে বিভিন্নভাবে বঙ্গবন্ধুকে তার বিশ্বস্থ সহকর্মীদের থেকে একা করে ফেলা হয় বলে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, বই-পুস্তক, প্রবন্ধ, সেমিনার, নাটক, টকশোতে আলোচনা থেকে জানতে পেরেছি। যাতে খুনিরা সহজেই তাদের মিশন বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়। সেসময়ে দল ক্ষমতায় থাকলেও আমরা বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারকে রক্ষা করতে পারিনি। এখানে কোনভাবেই যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মনি ভাইকে ছোট বা চক্রান্তকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি। একইভাবে আজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধেও চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া যাচ্ছে বলে বিভিন্ন মিডিয়ায় খবরে প্রকাশ। আলোচনার শুরুতে বিশিষ্ট আলোচকবৃন্দকে এ বিষয়ে আলোকপাত করতে অনুরোধ জানাই এবং কিভাবে আমরা আজ জননেত্রী শেখ হাসিনাকে রক্ষা করতে পারি তা জানতে চাই?'

মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী তার প্রতিবাদে বলেন- 'এ বিষয়টিকে উপজীব্য করে আমার বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করে আমার বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্র করে ক্রমাগত ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে কতিপয় মূর্খ ও আবাল অপপ্রচার চালাতে থাকে। অবশেষে সম্পূর্ণ 'অবৈধভাবে বিলুপ্ত কমিটির সাবেক সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক' অবৈধভাবে দলীয় প্যাড ব্যাবহার করে আমার বিরুদ্ধে বহি:স্কারাদেশ দিয়ে গর্হীত কাজ ও গুরুতর অপরাধ করেছেন। এজন্যে সিদ্দিকসামাদ গং এর দৃষ্টান্তমুলক শাস্তি দাবী করছি। আর তাদের সাথে যে সকল অতি উৎসাহী মদতদাতা ও ধান্দাবাজ তথাকথিত সাবেক ছাত্রনেতা, যুবনেতা অনর্গল ফেসবুকে অশ্লীল ও কদর্য্য ভাষা ব্যাবহার করে আমার বিরুদ্ধে কূৎসা রটনা করেছে তাদের লেখাপড়ার লেভেল ও পারিবারিক পরিচয় নিয়ে করুনা প্রকাশ করছি।'

তিনি বলেন- 'আওয়ামী লীগ পরিবারের সাম্প্রতিক কাজ -কর্মে ওরা ঈর্ষান্বিত হয়ে বিলুপ্ত কমিটির কতিপয় নেতাকর্মী ও কতিপয় সূযোগ সন্ধানী চক্রান্ত এবং ষড়যন্ত্র করে মিথ্যাচার ও অপপ্রচার করে আমাকে ফাঁসানোর হীন প্রচেষ্টা করেছে বলে আমি এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। তৃণমুল কর্মীদের আশা ভরসার স্থল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সুযোগ্য কন্যা, মানবতার মা, জননেত্রী শেখ হাসিনা কখনও এটা মেনে নেবেন না- এ বিশ্বাস আমার আছে এবং তাই এ ধরনের বহিস্কারাদেশ আমি ঘৃনাভরে প্রত্যাখান করছি।'



২৯ সেপ্টেম্বর প্রথম প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেইট

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ইন্ডিয়ানার নটর ড্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে ২৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৯ টা থেকে রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত প্রথম প্রেসিডেন্সিয়াল অনুষ্ঠিত হবে ওহাইওর ক্লিভল্যান্ডের কেইস ওয়েস্টার্ন রিভার ইউনিভার্সিটি এবং ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের যৌথ ক্যাম্পাসে। ডিবেইটের একক মডারেটর হলেন ২০১৬ সালের প্রথিতযশা মডারেটর ফক্স নিউজ সানডের অ্যাঙ্কর ক্রিস ওয়ালেসকে।

দ্বিতীয় ডিবেইট অনুষ্ঠিত হবে ১৫ অক্টোবর বৃহস্পতিবার রাত ৯ টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত আন আরবারস্থ মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে। একক মডারেটর নিয়োগ দেয়া হয়েছে ২০১৬ সালের নির্বাচনে বিকল্প মডারেটরের দায়িত্ব পালনকারী পলিটিক্যাল এডিটর এসি-স্প্যানের স্টিভ স্কালীকে।

আর ২২ অক্টোবর বৃহস্পতিবার ন্যাশভিলের বেলমন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে তৃতীয় ডিবেইট রাত ৯টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। একক মডারেটর থাকবেন হোয়াইট হাউজ করেসপন্ডেন্ট ফর এনবিসি নিউজ এবং সপ্তাহান্ত টু ডে কর্মসূচির কো-অ্যাঙ্কও ক্রিস্টেন কিলারকে। সঙ্গত কারণেই বলতে হচ্ছে: আমেরিকার জাতীয় নির্বাচনে প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেইটের (তর্কযুদ্ধের) গুরুত্ব অপরিসীম। ভোটার এবং দর্শকগণ ডিবেইট থেকেই প্রার্থীদের সম্পর্কে বিশদ ধারণা অর্জন করেন। ১৯৮৭ সাল থেকে সকল সাধারণ নির্বাচনের দেখভালের দায়িত্বপ্রাপ্ত দ্য ডিবেইট কমিশন নামক একটি ননপার্টিসান গ্রুপ নিজ ক্ষমতা বলে মডারেটর বাছাই করে থাকে । প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের এ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই।

আর ৭ অক্টোবর সল্ট লেইকস্থ ইউটাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে অনুষ্ঠিতব্য ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স এবং সিনেটর কামালা হ্যারিসের মধ্য ডিবেইটে মডারেটরের দায়িত্ব পালন করবেন ওয়াশিংটন বিউরো চীফ অব ইউএসএ টুডের প্রিন্ট জার্নালিস্ট সুসান পেইজকে।

যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগের দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকীকে বহিষ্কার

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক পদ থেকে মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা শেখ ফজলুল হক মনিকে নিয়ে ঔদ্ধত্যপূর্ণ, মিথ্যা, বানোয়াট, মনগড়া, বিভ্রান্তমুলক, আদর্শচূত ও একটি বিশেষ মহলের উদ্দেশ্য প্রণোদিত বক্তব্য সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হওয়ায়, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রের ৪৭ (ক) ধারা মোতাবেক মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকীকে স্বপদ বা দায়িত্ব (দপ্তর সম্পাদক এর পদ) থেকে কেন্দ্রের নির্দেশ মোতাবেক বহিস্কার করা হয়েছে। এ বহিস্কারাদেশ ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ থেকে বলবৎ বলে পরিগণিত হবে সংগঠনের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ স্বাক্ষরিত পত্রে (সূত্রঃ প্রে/রি/১০/২০২০, তারিখঃ ১০ই সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং) জানানো হয়েছে। খবর ইউএনএ'র।



যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী বরাবর প্রেরীত উল্লেখিত 'বহিস্কার নোটিশ'-এ বলা হয়েছে 'শহীদ শেখ ফজলুল হক মনি একজন সফল রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, আইনজীবী, সাহিত্যিক, লেখক, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক মুজিব বাহিনীর প্রধান, দৈনিক বাংলার বানী ও সাপ্তাহিক সিনেমা প্রতিষ্ঠাতা এবং বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, ৬০-৬৩ সালে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারন সম্পাদক, তদানিন্তন সময়ে স্বৈরাচার পাকিস্তান সরকারের শরীফ শিক্ষা কমিশন বাতিল করতে গিয়ে কারাবরণ এবং তাঁর এম এ পাশ করা ডিগ্রীও বাতিল করা হয়। পাকিস্তান স্বৈরাচার সরকার বিরোধী প্রতিটি আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে অনেক বার কারাবরণ করেছেন। শহীদ শেখ মনির বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন সংক্ষেপে সল্প সময়ে বর্ননা করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এখানে উল্লেখ্য যে ৭৫ এর ১৫ আগষ্টের বঙ্গবন্ধু হত্যার পূর্বেই শহীদ শেখ মনিকে স্বস্ত্রীক হত্যা করা হয়েছিলো। এর অন্যতম কারন, খুনীরা ভালো করেই জানত, বঙ্গবন্ধুর বিশ্বস্ত ভ্যান গার্ড শেখ ফজলুল হক মনি বেঁচে থাকলে বাংলার মাটিতে খুনীদের স্থান হতো না।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, সম্প্রতি একটি জুম মিটিংয়ে এ বর্ণ্যাঢ্য রাজনীতিবিদ, জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবারের মরহুম সদস্য এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র ফুফাতো ভাই, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন-এর মেয়র জনাব শেখ ফজলে নুর তাপস এবং বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের চেয়ারম্যান জনাব শেখ ফজলে শামস পরশের মরহুম পিতা, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, সেই কালরাত্রিতে যিনি নির্মমভাবে জীবন দান করেন মরহুম শেখ ফজলুল হক মনিকে নিয়ে ঔদ্ধত্যপূর্ণ, মিথ্যা, বানোয়াট, মনগড়া, বিভ্রান্তমুলক, আদর্শচূত ও একটি বিশেষ মহলের উদ্দেশ্য প্রণোদিত বক্তব্য সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হওয়ায়, প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রের ৪৭ (ক) ধারা মোতাবেক মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকীকে স্বপদ বা দায়িত্ব (দপ্তর সম্পাদক এর পদ) থেকে কেন্দ্রের নির্দেশ মোতাবেক বহিস্কার করা হল। এ বহিস্কারাদেশ আদ্য ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ থেকে বলবৎ বলে পরিগণিত হবে।'

এব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক হাজী এনাম ইউএনএ প্রতিনিধি-কে জানান, সংগঠনের দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ আলীকে বহিস্কার সম্পর্কিত চিঠি ও তথ্য এবং বহিস্কারের অনুলিপি কেন্দ্রীয় সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি সহ কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এমপি, দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব কুমার বড়ুয়া, প্রচার সম্পাদক ড.আব্দুস সোবহান গোলাপ এমপি, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ড. সাম্মি আহমেদ, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ-এর চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ এবং সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মোঃ মাইনুল হোসেন খান নিখিল বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

আগস্টে ম্যানহাটনের সহস্রাধিক এপার্টমেন্ট খালি ছিল

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউ ইয়র্কের বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে খ্যাত ম্যানহাটনের বিলাসবহুল এপার্টমেন্টগুলোতে বাস করেন বিত্তশালী এবং উচ্চতর পেশাজীবী জনগণ। করোনাভাইরাসের নেতিবাচক প্রভাবে আগস্ট মাসে ম্যানহাটনের ১৫ হাজার ২৫টি বিলাসবহুল এপার্টমেন্ট খালি ছিল বলে জানিয়েছে খ্যাতনামা রিয়্যাল এস্টেট ফার্ম ডগলাস এলিম্যান অ্যান্ড অ্যাপ্রেজাইজার মিলার স্যামুয়েল।

মিলার স্যামুয়েলের প্রেসিডেন্ট যোনাথান মিলার ১১ সেপ্টেম্বর বলেন, করোনার ভয়ে অনেকে নিউ ইয়র্ক ছাড়ায় এবং অনেকের আয়-রোজগার কমে যাওয়ায় বিগত ১৪ বছরের ইতিহাসে এবার ভ্যাকেন্সীর হার (শূন্যতার) সর্বোচ্চ মাত্রায় উঠেছে এবং বিগত ৪ মাসের মধ্যে ভ্যাকেন্সীর হার ১.৫% থেকে ২.৫% হয়েছে। যোনাথার মিলার আরও জানান, বিগত বছরের আগস্টের তুলনায় এবারের আগস্টে লীজে স্বাক্ষরকারীর হার ২৪% এবং ভাড়ার তালিকাভুক্তির হার ১৬৬% হ্রাস পেয়েছে। তিনি আরও জানান যে এ বছরের মাঝারি ধরনের এপার্টমেন্টের ভাড়া ছিল ৩ হাজার ৩৬৩ ডলার যা আগের বছরের চেয়ে ৪% কম। মিলার আরও জানান, ল্যান্ডলর্ডদের ১.২ থেকে ১.৯ মাসের জন্য ফ্রী রেন্ট প্রদানের প্রস্তাব আগস্টে ৬০% বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে যে পরামর্শ দেয় ইসলাম

(শেষের পাতার পর)

(সা.) সুন্নতের আলোকে জীবন পরিচালনার দ্বারা সহজেই ওজন কমানো যায়। রাসূল (সা.) রমজান ছাড়াও রোজা রাখতেন। রোজা ওজন কমানোর অনন্য উপায় হিসেবে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের কাছে স্বীকৃত।

রোজা রাখা শুধু ধর্মীয় অনুভূতির জন্য নয় বরং স্বাস্থ্য রক্ষার্থেও বিশেষ কার্যকরী। উচ্চ রক্তচাপ কমাতে বা শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বের করতে রোজা বিশেষ ভূমিকা রাখে। এর উপকারিতা সম্পর্কে জার্মানিতে একটি সমীক্ষার ফলাফলে জানা গেছে, শতকরা ৫৫ জন জার্মান একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত না খাওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। একটি আমেরিকান গবেষণা থেকে জানা যায়, রোজা রাখলে তা উচ্চ রক্তচাপ কমাতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখো।' (বুখারি ও মুসলিম)।

হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোজা রাখার নির্দেশ দিতেন। (আবু দাউদ ও নাসায়ি)

রাসূল (সা.) সব সময় পেটে ক্ষুধা রেখেই খাবার গ্রহণ করতেন এবং ক্ষুধা রেখে খাবার শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ বলেন, হে বনী-আদম! তোমরা খাও ও পান কর। (সূরা আল আরাফ-৩১) কিন্তু এই খাওয়া এবং পান করা যেন লাগামহীন না হয় সেজন্য এই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে- অপচয়/অপব্যয় করো না। তিনি অপচয়কারী/অপব্যয়ীদের পছন্দ করেন না।

রাসূলুল্লাহ (সা.) খাবার গ্রহণের একটি স্বাভাবিক সীমা দিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আদম সন্তান যে সমস্ত ভান্ডার পূর্ণ করে, তার মধ্যে পেট হলো সবচেয়ে খারাপ। আদম সন্তানের জন্য স্বল্প কিছু লোকমাই যথেষ্ট, যা দিয়ে সে তার পিঠ সোজা রাখতে পারে। এর বেশি করতে চাইলে এক-তৃতীয়াংশ খাবারের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ নিঃশ্বাসের জন্য নির্দিষ্ট করে।' (তিরমিযী ২৩৮০, মুসনাদে আহমাদ ৪/১৩২)

এই হাদীসগুলোতে লুকিয়ে আছে সব ডায়েট মেন্যু, কিটো ডায়েট এবং মেডিকেল সায়েন্স। এ নির্দেশনাগুলো মেনে খাবার খেলে শরীরে ওজন যেমন স্বাভাবিক থাকবে তেমনি সুস্বাস্থ্যের নিয়ামতও পাওয়া যাবে।

রাসূল (সা.) পানি খেয়ে রোজা ভাঙার নির্দেশ দিয়েছেন; যার অর্থ হল- আমাদের খালি পেটে পানি খাওয়া উচিত। বিজ্ঞানও জোরালোভাবে কথাটিকে সমর্থন করে যে, খালি পেটে পানি পান করলে ওজন কমে।

রাসূল (সা.) দ্রুত পায়ে চলতেন। বিজ্ঞান বলে এমনটা করলেও শরীরের ওজন কমে।

লেখক: পরিচালক, আল কোরআন ইন্সটিটিউট













INSURANCE
New/ Renewal
AUTO, HOME, BUSINESS, BLACK CAR, GREEN CAB
FOOD-FRUITS VENDOR, LIABILITY
COMMERCIAL VAN, STORE LIABILITY
CONSTRUCTION, WORKERS COMP. & DISABILITY.
BEST PRICE AND SATISFACTION GUARANTEED
TDS Insurance Brokerage Corp.
Tel : 718-483-9310, Fax : 718-483-9311
BROOKLYN OFFICE
118 Beverley Rd. Brooklyn, NY 11218

মধ্যপ্রাচ্যে নতুন আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস

(৪ পাতার পর)

হিসেবে আবির্ভূত হবে। আর এর পরিকল্পনাকারীরা মনে করেন, এর মাধ্যমে তারা ফিলিস্তিনি গ্রামগুলো এবং বসতির বিষয়টি এড়িয়ে যেতে পারবেন। সুতরাং 'কোনো আলোচনার প্রয়োজন নেই। কেবল প্রয়োজন পরাজয় মেনে নেয়ার সাদা পতাকা।' আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ফিলিস্তিনিরা কখনো পরাজয় বরণ করার সাদা পতাকা উত্তোলন করবে না। গত সাত দশক ধরে তারা ইসরাইলি আধিপত্য ও জবরদখল মেনে নেয়নি। তারা টাকার বিনিময়ে রাজনৈতিক অধিকার বিসর্জন দেবে না। কিন্তু গাজা ও পশ্চিমতীরে এই চুক্তির বিরুদ্ধে জোরালো কোনো প্রতিবাদ বিক্ষোভ পরিলক্ষিত হয়নি। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্তকে ফিলিস্তিনি জনগণ, জেরুসালেম এবং আল আকসা মসজিদের জন্যে 'নিন্দনীয়' এবং 'বিশ্বাসঘাতকতা' বলে উল্লেখ করেছে। অবশ্য ফিলিস্তিনিদের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে আরব জনগণের প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়েছে। ইসরাইলকে কূটনৈতিকভাবে স্বীকৃতিদানের বিরুদ্ধে আরবদের মনোভাব মোটেই কমেনি বরং বেড়েছে। আরব জনমত জরিপ অনুযায়ী, ২০১১ সালে এই বিরোধিতা ছিল ৮৪ শতাংশ এবং ২০১৮ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৮৭ শতাংশ।

এই চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে ফাতাহ ও হামাসের মধ্যকার তিক্ত বিরোধের অবসান ঘটবে। মাহমুদ আব্বাস আগে কখনো ফিলিস্তিন শাসনের ক্ষেত্রে হামাসের অংশগ্রহণকে মেনে নেননি। কিন্তু এখন ফাতাহর সেক্রেটারি জেনারেল জিবরিল রাজব হামাসের সেকেন্ড ইন কমান্ডের সাথে একত্রে সংবাদ সম্মেলন করেছেন। জনাব রাজব সম্প্রতি তার সাথে এক যৌথ টেলিকনফারেন্সে প্রেস ইন্টারভিউয়ে বলেছেন, 'আমরা একত্রে আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাবো। ১৯৬৭ সালের আগের সীমান্তের ভিত্তিতে এবং আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্তের আলোকে শরণার্থী ইস্যু সমাধানের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা একত্রে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও যুদ্ধ চালিয়ে যাবো।'

আগে ফাতাহ নেতা দাহলান হামাস ও ফাতাহর মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির জন্য চাতুর্যের সাথে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। আমিরাতের সাথে ইসরাইলের চুক্তির বিষয়টি ঘোষণা করার আগে নেতানিয়াহু বলেছিলেন, 'এটা আমাদের আঞ্চলিক অর্থনীতি এবং আমাদের ভবিষ্যতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।' তিনি বলেন, আমিরাত যে বিনিয়োগ করবে তাতে ইসরাইলি অর্থনীতি জোরদার হবে।'

জর্দান ও মিসরের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির চেয়েও দ্রুত এই কালো 'ভিশন' ব্যর্থ হবে। ওই দু'টি দেশের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি ছিল 'বালির বাঁধ'। আমিরাত-ইসরাইল চুক্তি আরো সঙ্ঘাতের সৃষ্টি করবে। এই চুক্তি হচ্ছে পরাজয়ের নামান্তর। শুধু ফিলিস্তিন নয় গোটা আরব বিশ্বে আগামীতে যে নতুন জনপ্রিয় বিপ্লব শুরু হতে যাচ্ছে, তাতে এই চুক্তি ফাঁকা বেলুনের মতো উড়ে যাবে। ইতোমধ্যে হয়তো এই বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে।

লেখক: 'মিডলইস্ট আই'য়ের প্রধান সম্পাদক
মিডলইস্ট আই থেকে ভাষান্তর : মুহাম্মদ খায়রুল বাশার

সামাদ সভাপতি শামীম সাধারণ সম্পাদক

(শেষের পাতার পর)

জাকের সভাপতি এবং মো: শামীম আহমেদ পুনরায় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। রোববার (১৩ সেপ্টেম্বর) পার্কচেস্টারের একটি পার্টিহলে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য গত ৭ সেপ্টেম্বর নির্ধারিত দিনে মাত্র একটি প্যানেল জমা পড়ায় নির্বাচন কমিশন সবাইকে বিজয়ী বলে ঘোষনা করেন।

নির্বাচিত কার্যকরি কমিটির সদস্যরা হলেন: সভাপতি- মো. সামাদ মিয়া জাকের, সহ সভাপতি- সৈয়দা মাহমুদা কবির, প্রফেসর আমিনুল হক (চুন্নু) ও হুমায়ুন কবির সোহেল, সাধারণ সম্পাদক- শামীম আহমেদ, সহ সাধারণ সম্পাদক- মো: ইমরান আলী টিপু, কোষাধ্যক্ষ- মোহাম্মদ আবু ফজর, সাংগঠনিক সম্পাদক- মোহাম্মদ বশির মিয়া, আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক- মনিকা মন্ডল, প্রচার সম্পাদক গোলাম মুহিত, দপ্তর সম্পাদক- মো. কাজীরুল ইসলাম, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক- কবি জুলী রহমান, যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক- মোহাম্মদ এস কবির, ধর্ম ও সমাজ সেবা সম্পাদক- মোহাম্মদ আবু সাঈদ, সাদস্যিক সম্পাদক- মোহাম্মদ আলী মিলন, আপ্যায়ন সম্পাদক- মোহাম্মদ সিহাব মিয়া, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা- নাজমা বেগম, কার্যকরী সদস্য: মো. আব্দুল বাছির খান, মোশাহিদ চৌধুরী ,মোহাম্মদ হোসেন মোল্লা, মোহাম্মদ শাহাজাহান সফিক, মো. রেজা খান, রুবেজ সিদ্দিকী, মো. শিপন চৌধুরী এবং ইমন সাইদুর রহমান। সংগঠনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন রফিকুল ইসলাম এবং নির্বাচন কমিশনার মো. শামীম মিয়া ।

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০
ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112
Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112
আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল
ফুলটাইম হিফজুল কোরআন ক্লাস
সামার ক্লাস
Al-Mansoor Cultural Center

লাদাখ রণাঙ্গনে চীন-পাকিস্তান-নেপাল জোট

মো: বজলুর রশীদ



চীনের সাথে 'অলটাইম' বন্ধুত্ব এবং ভারতের সাথে বিরোধের কারণে লাদাখ ইস্যুতে পাকিস্তান কাশ্মিরের বিষয়ে চাপ সৃষ্টি করতে পারে বলে অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক মনে করেন। এখানে ১৫ জুন রাতে ও ১৬ তারিখে ভারতীয় সেনাবাহিনী চীনের হাতে ২০ জওয়ানকে হারায় এবং আহত হয় শতাধিক। গত ৫০ বছরে এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি। এবার চীন ও পাকিস্তান ছাড়াও নেপাল ও ভুটান ভারতের বিরুদ্ধে সীমানা ঠেলাঠেলির অভিযোগ এনেছে। পাকিস্তান সীমান্তবিরোধে চীনকে সমর্থন দিয়েছে এই বিশ্বাসে যে, কাশ্মির ও নদী বিরোধে দেশটি ভারতের বিরুদ্ধে চীনের সমর্থন পাবে। মহারাজা হরি সিং জনগণের কোনো সমর্থন ছাড়াই হঠাৎ করে ১৯৪৭ সালে কাশ্মিরকে ভারতের সাথে সংযুক্ত করতে পত্র দেন। লাদাখ জম্মু ও কাশ্মিরের বিতর্কিত সীমান্ত এলাকা। ২০১৯ সালের আগস্টে ভারতের পার্লামেন্ট এক আইনের বলে লাদাখকে ৩১ অক্টোবর ২০১৯ সালে ইউনিয়ন টেরিটরি হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। লাদাখ কাশ্মির অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত এলাকা। ভারতের সেনাবাহিনী সেটি নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। লাদাখের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এত সুন্দর যে, চোখ ফেরানো যায় না। আকাশ স্ফটিকের মতো পরিষ্কার, উঁচু পর্বতমালা, বৌদ্ধদের মঠ ছাড়া ও নানা উৎসবে মুখর থাকে লাদাখ।

ভারতের উপরিউক্ত পদক্ষেপে পাকিস্তান জোর প্রতিবাদ জানালে ভারতীয় সেনা ও রাজনীতিকরা আওয়াজ তোলেন যে, পাকিস্তানের 'আজাদ কাশ্মির'ও দখল করতে সেনা অভিযান চালানো হবে পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রিত গিলগিট-বাল্টিস্তানও দখল করে নেয়া হবে। এমন করে ভারত মূলত চীনকে প্রতিরোধ করতে চায়। চীন দক্ষিণ এশিয়ায় পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়ে ভারতের কর্তৃত্ব যাতে এ অঞ্চলে খর্ব না করে সেটি ভারতের বড় চিন্তা। চীন এই পথে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। লাদাখে চীন ঢুকে পড়ার আগেই ভারত গালওয়ান উপত্যকায় রাস্তা ও ব্রিজ নির্মাণ শুরু করে। এর ফলে নেপাল ও চীনের সাথে সীমান্তবিরোধ জটিলতর হয়েছে। কাশ্মিরের কিছু অংশ (আকসাইকিন) চীনের দখলে, ফলে কাশ্মির বিরোধে চীন সহজেই জড়িয়ে পড়ে।

ভারত কাশ্মিরের পুরো অংশ চায় এবং কাশ্মির সমস্যা নিরসনে কোনো তৃতীয়পক্ষের ওকালতি পছন্দ করছে না। জাতিসঙ্ঘের প্রস্তাবেরও ভারত তোয়াক্কা করছে না। ট্রাম্প দুইবার কাশ্মির বিরোধ মিটমাট করে দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে ভারত তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগানও বিষয়টি সুরাহা করতে চেয়েছিলেন। ভারত তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। মালয়েশিয়ার মাহাথির মোহাম্মদও আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি কাশ্মিরে লকডাউন ও গণনির্যাতনের সমালোচনা করলে ভারতের মোদি সরকার ক্ষুব্ধ হয়ে মালয়েশিয়া থেকে পামতেল আমদানি বন্ধ করে দেয়।

চীনের বেল্ট ও রোড ইনিশিয়েটিভের ফ্লাগশিপ প্রজেক্ট 'সিপিইসির' ঘোর বিরোধী ভারত। এর বড় কারণ হলো, পাকিস্তানের সিপিইসি গিলগিট-বাল্টিস্তানের ওপর দিয়ে গোয়াদরে পড়েছে। এই প্রকল্প ব্যাহত হয় এমন কিছু ঘটনার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত চেষ্টা করে আসছে। অধিকৃত কাশ্মিরে নানা অবকাঠামো তৈরি করে দৃশ্যমান উন্নয়ন ঘটানোরও চেষ্টা করছে ভারত। লাদাখের ঘটনায় ভারত সেনা হারানোর কারণে এখন দেশের ভেতরেই মোদি সমালোচনা ও চাপে রয়েছেন। সচরাচর মোদিসহ বিজেপি নেতারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নরম কথা বলেন না। হিন্দুত্ববাদী নেতারা কাশ্মিরে সব দুর্যোগের জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করে থাকেন। শুধু মোদি নয়, প্রয়াত কংগ্রেস নেতা রাজীব গান্ধিও বলতেন, 'পাকিস্তানের কোন কোন কমান্ডো কাশ্মিরে যুদ্ধ করছে তাদের নাম-পরিচয় আমাদের কাছে আছে।' দ্বিতীয় মেয়াদে মোদির লোকসভা নির্বাচনের সময় পাকিস্তানবিরোধী গরম গরম বক্তব্য নির্বাচনী জলসা ও র‍্যালিতে প্রাধান্য লাভ করে। পাকিস্তান বিরোধিতা, ভারতে মুসলমানদের নাগরিকত্ব বাতিল, গো পূজা, গোমূত্র পান, রাম-মন্দির ইস্যু, 'নয়া ভারত' কর্মসূচি, ঘর ওয়াপসি আন্দোলন, রুটি-কাপড়া-মকান প্রকল্প, কৃষি প্রকল্প, হিন্দু ভারত প্রকল্প, আত্মনির্ভর ভারত প্রভৃতি হিন্দুদের মনে দারুণ উচ্ছ্বাস ও হিল্লোলের সৃষ্টি করেছে। মোদি উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী মনোভাবে জোয়ারের সৃষ্টি করতে পেরেছেন। এমন একটি উত্তপ্ত সময়ে চীনাদের হাতে লাদাখে চরম মার খাওয়ায় জাতীয়তাবাদী মনোভাবে পুষ্ট হিন্দুরাই মোদির সমালোচনা করতে থাকে। এরই মধ্যে কোভিড-১৯-এর আক্রমণে সে দেশের অর্থনীতি গত ৪০ বছরে সবচেয়ে নিচে নেমে আসে। অথচ এই অবস্থায় চীন ও পাকিস্তানকে মোকাবেলা করার জন্য ভারতকে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র কিনতে ও অস্ত্র উৎপাদন করতে হচ্ছে। ইকোনমিক টাইমস জানায়, রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী সার্গেই সুইগু এবং ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের মধ্যে ৪ সেপ্টেম্বর, যে বৈঠক হয় সেখানে উত্তর প্রদেশের আমেথিতে রাশিয়ার একে-২০৩ অ্যাসল্ট রাইফেল তৈরির ফ্যাক্টরিতে জরুরি উৎপাদন শুরু করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। ভারতের অনুরোধে রাশিয়া পাকিস্তানকে 'কোনো অস্ত্র সরবরাহ করবে না' বলে জানিয়েছে। রাশিয়া-চীন গোপন ও অপ্রকাশিত চুক্তির কারণে ভারতকে এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করার আবেদনও রাশিয়া রাখবে বলে মনে হয় না।

এখন বলা হচ্ছে, লাদাখের ঘটনা হিন্দু জাতীয়তাবাদী মনোভাবের ফসল। ১৯৬২ সালে চীনাদের হাতে পরাজয়ের গ্লানি ভারতীয়রা এখনো ভোলেনি। লাদাখের ঘটনা আলোচনায় নিষ্পন্ন না হয়ে দিন দিন তুষের আগুনের মতো জ্বল জ্বল করছে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলি বলে দেয়, এখানেই একটি রণাঙ্গন তৈরি হয়ে গেছে। চীন ও ভারত এ সুযোগে ঢিল পাটকেল মারছে। উভয় পক্ষ অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র, মাউনটেইন ডিভিশন ও কমান্ডোদের জড়ো করেছে লাদাখে। এর মধ্যে দ্বিতীয় দফা ভারত-চীন নতুন করে ২৯ আগস্ট ২০২০ তারিখে সংঘর্ষ হয়। তাতে ভারতের একজন তিব্বতি এসএফএফ সেনা নিহত এবং চীনের ৩০ জন সেনা আহত হয় বলে সংবাদমাধ্যমে জানা যায়। ভুটানের দোকলামের ঘটনাও ভারতের ভোলার কথা নয়। ভারত দুশ্চিন্তায় পড়ে যখন ২০১৭ সালে চীনারা একটি রাস্তা দোকলাম পর্যন্ত বাড়াতে চায়। ওখানে তিব্বত, ভুটান ও ভারতের ভূখণ্ড মিশেছে। প্রয়োজনে চীনারা ভারতের কাছাকাছি 'চিকেন নেকে' সেনা নিয়ে আসতে পারবে, সেজন্য ভারত চায় না দোকলামে চীনা আধিপত্য কায়েম হোক।

নয়াদিল্লিতে কর্মরত প্রখ্যাত পাকিস্তানি ফ্রি ল্যান্সার সাংবাদিক ইরফান হোসেইন কাশ্মির ও চীন-ভারত ১৯৬২ সালের যুদ্ধ নিয়ে একটি মজার তথ্য প্রকাশ করেছিলেন। যুদ্ধের চরম সময়ে ভারত কাশ্মির থেকে মাউন্টেন রেজিমেন্টের প্রায় সব সেনা প্রত্যাহার করে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেয়। ইসলামাবাদে চীনা রাষ্ট্রদূত প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সাথে সাক্ষাৎ করে জানতে চান, পাকিস্তান কেন এই সুযোগ গ্রহণ করে কাশ্মির দখল করল না? আইয়ুব খান এই তথ্যটি যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের দূতাবাসে তাৎক্ষণিকভাবে পাঠিয়ে দিয়ে ওয়াশিংটন ও লন্ডন থেকে জরুরি মতামত জানতে চান। পরদিনই মতামত পাওয়া যায়, উভয়ে আইয়ুব খানকে অনুরোধ জানায় সেটি না করার জন্য তারা অঙ্গীকার করে যে, লড়াই শেষ হলে তারা জাতিসঙ্ঘের মাধ্যমে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে চাপ দেবেন জাতিসঙ্ঘের প্রস্তাব মতে কাশ্মিরে ভোটের ব্যবস্থা করার জন্য। আইয়ুব খান ও তার সহকর্মীরা মনে করলেন, একটি যুদ্ধে জড়ানোর চেয়ে জাতিসঙ্ঘের মাধ্যমে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' সমাধান উত্তম। কিন্তু তা আর হয়নি। এখন প্রতিশ্রুতির পর ৬০ বছর অতিক্রান্ত হচ্ছে। কাশ্মির নিয়ে জাতিসঙ্ঘের কোনো চিন্তাভাবনা আছে কি না সেটি গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরমাণু যুগে ছোটখাটো বোমা হামলাও বড় ধরনের বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। দুঃখজনক সত্যি হলো, কাশ্মিরের সাথে যে তিনটি দেশ সবচেয়ে বেশি জড়িত সে তিনটি দেশই পরমাণু বোমার অধিকারী। তাদের যেকোনো হঠকারী সিদ্ধান্ত বড় বিপর্যয় বয়ে আনতে পারে। তখন উপমহাদেশে দারিদ্র্যবিমোচন ও উন্নয়নের যে প্রচেষ্টা চলছে সেগুলো আরো তিমিরে চলে যাবে। নস্যাৎ হয়ে যাবে মানুষের সুখস্বপ্ন। ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধে পাকিস্তান কোনো পক্ষ না হয়ে বিরোধ মীমাংসায় অংশ নিলে উপমহাদেশের পরিস্থিতি ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করত বলে ধারণা। কিন্তু ভারতের এনআরসি, এএসি প্রকল্প, কাশ্মির ও আসামে মুসলিম নির্যাতন ও মুসলিমবিরোধী এজেন্ডার কারণে পাকিস্তান কাছে ঘেঁষছে না। এর মধ্যে পাকিস্তান নতুন ম্যাপ প্রকাশ করে বিরোধে যেন 'ঘি ঢেলে দিয়েছে'। পাকিস্তান ও চীন পানিকে ভারতের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। আসমা খান লোন তার সাম্প্রতিক 'দ্য গ্রেট গিলগিট গেম' বইতে লাদাখে ছোট ছোট বাঁধ নির্মাণ করে 'কৌশলগত বন্যা' সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন।

নেপাল চলমান সীমান্ত সঙ্ঘাত ও উত্তেজনার মধ্যে লিপুলেখ সীমান্তে সেনা মোতায়েন করেছে। ভারতের বিরুদ্ধে নেপালের সেনা মোতায়েন কোনো সামান্য বিষয় নয়। নেপাল গত জুন মাসে পার্লামেন্টে নয়া মানচিত্র বিল পাস করে যেখানে ভারতের উত্তরাখন্ডের লিপুলেখ, লিমপিয়াধুরা এবং কালাপানি অঞ্চলকে নেপালের অংশ হিসেবে দেখিয়েছে। ভারতের দখলে থাকা প্রায় ৪০০ বর্গকিলোমিটার এলাকাকে নেপাল তার নয়া মানচিত্রে 'নিজেদের' বলে দাবি করেছে। চীনও লিপুলেখ সীমান্তের কাছে সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি করেছে। একটি স্থায়ী সামরিক ছাউনি নির্মাণ এবং কৈলাশে মানস সরোবরের কাছে একটি লঞ্চ প্যাড প্রস্তুত করাসহ ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করেছে। এসব প্রস্তুতি দেখে মনে হয় নেপালি সামরিক কর্মকান্ডে চীনের সমর্থন আছে। চীন ও ভারত যদি কোনো যুদ্ধ শুরু করে পাকিস্তান কি আবার 'মুরব্বিদের দোয়া' চাইবে? এবার আগেভাগেই পরের সিদ্ধান্ত আগে চলে এসেছে। পাকিস্তান ও চীন সামরিক কমিশন গঠনের কাজ এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে। লাদাখ নিয়ে কোনো সংঘর্ষ হলে যুদ্ধ হঠাৎ চার দিকে আগুন ধরিয়ে দেবে। আফগান, নেপাল, পাকিস্তান সীমান্ত ছাড়াও যুদ্ধ ভারতের অরুণাচল প্রদেশ ও মিজোরাম এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে পারে। চীন একাই ভারতকে অরুণাচল, হিমাচল, সিকিম ও উত্তরাখন্ডে ঘিরে রেখেছে। লাদাখে চীনের পদক্ষেপে মনে হয় না কোনো জায়গা সে ভারতকে ছেড়ে দেবে, আর ভারতই বা কেন নিজের সীমান্ত এলাকা ছেড়ে দেবে? জানা যায়, পন্ডিত নেহরু চীনের দাবি মতে উত্তর লাদাখ বা আকসাই চীন এলাকা ছেড়ে দিয়েছিলেন। নেহরু এলাকার দাবি ছেড়ে দেয়ার পর জানান যে, 'আকসাই চীন জায়গাটি অনুর্বর, ওখানে ঘাসের একটি পাতাও জন্মায় না।' তাই 'শুধু শুধু জায়গা পাহারা দিয় কী লাভ?' ভারতীয় সমর বিশেষজ্ঞরা দেখেছেন, হিমালয়ের ওই এলাকাটি ভূকৌশলগত দিক দিয়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। লাদাখের এই বিষয়টি নিয়ে এ বছরের জানুয়ারিতে নয়া দিগন্তে 'সিয়াচেন কি দ্বিতীয় কাশ্মির' নিবন্ধে বিস্তারিত লিখেছিলাম। মাও দে জংও সীমান্ত এলাকা নিয়ে ভারতের সাথে বেশি দেনদরবার করেননি। মাও ও নেহরুর সময়কাল আর নেই। এখন ভূরাজনৈতিক দুর্যোগের মহামারী চলছে। সুচাগ্র মেদিনীর জন্যও কোনো পক্ষই ছাড় দেবে না।

হিন্দুস্তান টাইমস জানিয়েছে, ভারতের শীর্ষ প্রতিরক্ষা বিশারদ জেনারেল বিপিন রাওয়াত বলেছেন, ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান ও চীনের 'সমন্বিত পদক্ষেপের' আশঙ্কা রয়েছে। তা হলে ভারত প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি ফ্রন্ট নির্ধারণ করে রণনীতি সাজাবে। তিনি আরো বলেন, প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় পরিস্থিতি বর্তমানে সামান্য উত্তপ্ত। ভারতের আন্তর্জাতিক শক্তিশালী মর্যাদা লাভের উচ্চাভিলাষ রয়েছে। ভারত দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশের কেন্দ্রে অবস্থিত। ভৌগোলিকভাবে এটি আঞ্চলিক দেশগুলোর সংযোগস্থলে। ভারত অনেক দিন ধরেই 'পরাশক্তি' হওয়ার কথা ভাবছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, চেঙ্গিস খান, আলেকজান্ডারের দিন এখন নেই। পরাশক্তি হতে হলে দেশের ভেতর গণতন্ত্রের ভিতকে শক্তিশালী করতে হবে। ভারতের বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারাকে এগিয়ে নিতে সহায়তা এবং অর্থনীতির ভিতকে সুদৃঢ় করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র শুধু অস্ত্রের বলে শক্তিশালী নয়, ডলারের ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য চীনের বিরুদ্ধে সে কোল্ড ওয়ার শুরু করেছে। ভারতকেও তার অর্থনীতি, গণতন্ত্র ও বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির প্রবাহকে গতিশীল রাখতে হবে।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব ও গ্রন্থকার

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!

এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.

37-22 73rd Street, Suit@1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-



Biman, Emirate, Etihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

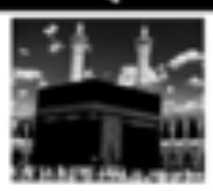
কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الاتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice



Sheikh Salim
Attorney at Law

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কনস্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- ক্যাফেপ্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্পর্কীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিসিয়ান গ্রেড বা ওয়ার্কাইস না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশন (Loan Modification) টি সহায়তা
- ফরক্লোজার (Foreclosure) টি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিয়েন-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- শর্ট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বছরের বেশি অভিজ্ঞতাকে সহায়তা করছি।



81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.

Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Fax: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filing

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file
e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES
37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com



এস্টোরিয়ার প্রাণকেন্দ্রে বাংলাদেশী ফার্মেসী

আমিন ফার্মেসী

সর্বদা ১০% Off

আমরা মেডিকেইড (বেনিফিট), সিবিএস এন্ড
কেয়ারমার্ক, মেডিকেয়ার, বি এবং ডি, সহ
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি।

MONSUR CHOWDHURY
Pharm D.R.Ph.
Supervising Pharmacist

29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611
Fax: (718) 786-6613

ট্যাক্স রির্টান নিয়ে ঝামেলা এড়াতে চান?

তাহলে আজই অভিজ্ঞ সিপিএ প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ নিন
আমরা আপনাদের সর্বোচ্চ সেবায় নিয়োজিত



EAKUB A KHAN CPA PC

Certified public accountant in Queens, New York
7535 31st Ave #206a, East Elmhurst, NY 11370

Hours:

Open - Closes 6PM

Phone: (718)424-6300

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে

(জ্যাকসন হাইটসের পরিবর্তে)

- আমরা ইনকাম সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ইনকাম সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট এবং নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত অডিটসহ নোটিশের আরাম সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্ণ অটোমেটেড এরর ফ্রি ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন সংশোধন
- পরিবারের ইন্স্যুরেন্স ক্লিনার জন্য প্রতিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন ও এপ্লিকেবিলিটি অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা স্বল্পমেয়াদী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- অ্যাসাইলি পিটিশন
- NVC Case এপ্রুভাল
- গ্রীনকার্ড রিনিউয়াল
- এপ্লিকেবিলিটি অব সাপোর্ট
- এডজাস্টমেন্ট অফ স্টেটাস / গ্রীনকার্ড লাভ।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158, Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-3pm

President: Mohammed Rezaul Karim

M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
25 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



267-249-7687,
610-352-7123

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com



যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।

বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগমনের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোশাল সিকিউরিটী কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, ইউনিপল মেম্বারশিপ ও ফ্রেশ ইন্সুরেন্স থেকে সার্বিক সহায়তাদিয়া করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত ইবেন কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী ঝামেলায় মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radoinmahamood@yahoo.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



•নিজ পরিবার ও নিজ কিডে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
•লকল এ কার ইন্টারন্স পল কমে জিলমান

Shafi Chowdhury
Consultant

161-13 Hillside Ave 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Cell: 646-483-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Aguar Pharmacy

As Seen On TV

SPRING IS HERE: ARE YOU WORKING IN CONSTRUCTION?



Perry D. Silver

Office: 212.661.8400

DEBT SOLUTIONS
BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BT & T GROUP LLC
37-12, 75th Street, Suite #201, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

ভড়িৎ বাড়ী বিক্রি করে ফোরক্লোজার বন্ধ করুন এবং ক্রেডিট কার্ড রক্ষা করুন এই বিষয়ে আমরা সততার সাথে সাহায্য করি।

Omni Realty
The Realty People



118-18 101 Avenue
Richmond Hill,
NY 11419

Nurul Huda Harun
Real Estate
Associate Broker

Tel: 718-441-7000
Fax: 516-441-3548
Cell: 917-238-4161

nurul@omnirealty.com

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432

Phone: 718-262-8991

Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE
718-[illegible]

JACKSON HEIGHTS OFFICE
718-478-6100

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

আপনাদের সেবায়



DR. WALI KHAN
D.D.S



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কমাইউড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
26-05, 34St, 2Floor, Astoria
(at the corner of 30 AVE. & 34th)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, ডোনেশন এপয়েন্টমেন্ট নিয়ে যাবেন

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, ডোনেশন পঞ্চ।



WELCOME TO

Your Medical Home

SABOOR WAQUN MEDICAL PC

Caring For Your Health

INAMULHAQUE M SABOOR,MD

Board Certified Internal Medicine

USCIS Designated Civil Surgeon

Office Hours

Available on call 24 hours a day, 7 days a week 365 days a year

---

ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে গিয়ে পাশেরনার পারবার ফেল করছেন তাদেরকে যুক্তিতে খিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সহজভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।



যোগাযোগ:
ছাকীব খান
347-279-8327
sakibcheck@gmail.com

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

- Income tax:
- Individual/ Personal Tax (All states)
- Business Tax (Corporation, Partnership)
- Sales tax (Food Vendor, Corporation)
- Payroll Tax
- Business Incorporation
- Immigration Services



Atikur Rahman

Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM

Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Income Taxes & Immigration

আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভুল তথ্যের ভিত্তেতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।



নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।

Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com

RASHID ENTERPRISE
Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276

আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ

ইমিগ্রেশনঃ
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা
রিমোভ কন্ডিশন
এফিডেভিট অব সাপোর্ট
বিনা পরীক্ষায় সিটিজেনশীপ
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন
সিএসএস লুলাক
রিফিউজি, এসাইলম, গ্রীণকার্ড রিনিউ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ইনকাম ট্যাক্সঃ
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা
ট্যাক্সি ক্যাব ও ফুড ভেন্ডার
পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন
পেরোল এন্ড সেলস ট্যাক্স
ব্যবসা সেটআপ
কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

সিনহা রাশেদ হত্যাকান্ড

(শেষের পাতার পর)

কোথায় কি অবস্থায় আছে তা যেমন জানি না, তেমনি ওসি প্রদীপ লিয়াকতদের শেষটা কোথায় গিয়ে ঠেকে তাও ঠাহর করা যাবে না। ফেসবুক বা পত্রিকার পাতায় মাঝেমধ্যে কেউ কখনও উল্লেখ করলে মনে পড়বে, দেশে এই ধরনের পৈচাশিকতা কোন এককালে ঘটেছিল। তার ওপর ওসি প্রদীপ একজন দুই শ' মানুষ খুনের সেলিব্রেটি আসামী। পুলিশের সর্বোচ্চ পদকপ্রাপ্ত ভিআইপি ক্রিমিনাল। কামাই যা করেছে একা খায়নি। ফলে তাকে রিমান্ডে নিতেই নাকি দায়িত্বপ্রাপ্তদের গলদঘর্ম অবস্থা- যেখানে অন্য আসামীদেরকে রিমান্ডের আদেশ হওয়ামাত্রই আদালত থেকে টেনে হিঁচড়ে গাড়ীতে তোলা হয়! তবে সিনহা রাশেদ হত্যাকান্ডের জেরে অপরাধ জগতে আপাত: একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ঘটনার পর পর পুশিল প্রধান বলেছিলেন, এই শেষ এই ধরনের ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি হবে না। না, এরপর থেকে কোন আসামীকে নিয়ে 'অস্ত্র বা বেআইনী মালামাল উদ্ধার' করতে গেলে 'আগে থেকে ওৎ পেতে থাকা সহযোগীরা' 'পুলিশের ওপর হামলা' করছে না, পুলিশের 'অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়ার' চেষ্টা করছে না, 'আত্মরক্ষার্থে পুলিশকে পাল্টা গুলী' চালাতে হচ্ছে না বা সেই গুলীতে 'আসামী মারাও যাচ্ছে না'! নি:সন্দেহে এটা একটা গুনগত পরিবর্তন। পুলিশ প্রধান এর জন্য অবশ্যই ধন্যবাদ পেতে পারেন। আশা করবো ক্রিমিনাল বা অপরাধীদের এই বোধোদয় অব্যাহত থাকবে। আমাদেরকে আর কোন 'ক্রসফায়ারের' গল্প শুনতে হবে না। অন্তত: সিনহা রাশেদের আত্মদান যদি দেশে মানবাধিকারের এই উন্নতিটা স্থায়ী করে দিতে পারে তাঁর আত্মা কিছুটা হলেও শান্তি পাবে।

জ্যামাইকা এমএস ডেলি

(শেষের পাতার পর)

সাড়ে ৯টায় এক সশস্ত্র ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে। এক কৃষ্ণকায় দুর্বৃত্ত ছোরার সাহায্যে ডেলির কর্মচারি বাংলাদেশী এ.এস.এম আক্তারুজ্জামান এবং অপর ২ জনসহ সর্বমোট ৩ জনকে ছুরিকাঘাত করে এবং ক্যাশ রেজিস্টার থেকে নগদ অর্থ নিয়ে পালিয়ে যায়। দোকানের সিসি ক্যামেরায় মাস্ক পরিহিত কৃষ্ণকায় দুর্বৃত্তের ছবি ধরা পড়েছে। ছুরিকাহত আক্তারুজ্জামানকে জ্যামাইকা হাস-পাতালে এবং অপর ২ জনকে ফ্লাশিং প্রেসবাইটেরিয়ান হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আক্তারুজ্জামানের দেশের বাড়ি নোয়াখালী জেলার কবির হাট উপজেলার কবির হাট পৌরসভার আওতাধীন ঘোষবাগ গ্রামে। উক্ত দুর্ঘটনার ফলে এলাকায় ভীতি বিরাজ করছে।

আমেরিকান ইন্সটিটিউট অব

(২৬ পাতার পর)

তিন জন উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠা করেছেন আমেরিকান ইন্সটিটিউট অব হেলথ সাইন্স এন্ড ট্যাকনোলজি নামের প্রতিষ্ঠান। কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ এবং লোন এর ব্যবস্থা থাকবে এই প্রতিষ্ঠানে। থাকবে অনলাইন প্রশিক্ষণ এবং ল্যাব প্রশিক্ষন এর ব্যবস্থা। এই প্রতিষ্ঠানের ল্যাব খোলা হবে নিউইয়র্কে-নিউজার্সিসহ বাংলাদেশীরা বেশী সংখ্যায় রয়েছেন এমন সব অঙ্গরাজ্যে। পুথিগত বিদ্যার পাশাপাশি থাকবে কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা। প্রশিক্ষনপ্রাপ্তরা চিকিৎসকদের চেম্বারে একমাস কাজ করার সুযোগ পাবে। এতে তাদের চাকুরী পাওয়া সহজ হবে। সার্টিফাইড মেডিক্যাল এ্যাসিস্টেন্ট, ফ্লোবটমী টেকনিশিয়ান, ইকেজি টেকনিশিয়ান, ফার্মেসী টেকনিশিয়ান, মেডিকেল বিলিং এন্ড কোডিং এসব পদে যারা কাজ করতে আগ্রহী তাদেরকে ৩মাসের প্রশিক্ষন দেয়া হবে আমেরিকান ইন্সটিটিউট অব হেলথ সাইন্স এন্ড টেকনোলজির প্রোগ্রামে। এই সেক্টরগুলোতে বর্তমানে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে। বাংলাদেশীরা যাতে এইসব পেশায় ক্যারিয়ার গড়তে পারেন সে লক্ষ্যবাস্তবায়ন করতেই নতুন এই ইন্সটিটিউট এই বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়েছে বলে জানান প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট এন্ড প্রোগ্রাম ডিরেক্টর বরেণ্য চিকিৎসক ডা. মাহাবুব ইমাম হোসেন। তিনি আরো জানান উদ্যেক্তারা বাংলাদশী হলেও এই প্রতিষ্ঠানে সব দেশের ছাত্ররা ভর্তি হতে পারবেন। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুমোদন প্রাপ্ত আমেরিকান ইন্সটিটিউট অব হেলথ সাইন্স এন্ড টেকনোলজি নামের প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যসহ আরো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্যে বিশেষ করে যে সব অঙ্গরাজ্যে বাংলাদেশীদের বসবাস বেশী সেসব অঙ্গরাজ্যে শাখা খোলার পরিকল্পনা নিয়েছে। পর্যায়ক্রমে এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানান প্রেসিডেন্ট ডা. মাহাবুব ইমাম হোসেন। এই প্রতিবেদককে তিনি জানান ১৫ বছর যাবত বিষয়টি নিয়ে ভাবনার পর এখন তা বাস্তবে রুপ নিয়েছে এবং অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে স্বাস্থ্যখাতে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশীদের যে শুন্যতা সেটি পূরনের প্রচেষ্টা। কারো ঘরে বসে আয় করার ইচ্ছা থাকলে বিলিং এন্ড কোডিং প্রোগ্রাম করে তিনি ঘরে বসে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। এছাড়া ফার্মেসী টেকনিশিয়ান কোর্সটি সহজ এবং অনেকে এটিকে স্বাচ্ছন্দের পেশা মনে করেন। এসব তথ্য দিয়ে ডা. মাহাবুব বলেন সবগুলো কোর্সই কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার এবং সুন্দর ভবিষ্যত গড়ার। ডা. মাহাবুব হোসেন সবার দোয়া ও সহযোগীতা কামনা করেছেন আগামীর পথ চলায়। তিনি বলেন যারা চাকুরী খোজছেন তাদের পাশে দাঁড়াতে, যারা প্রশিক্ষণ নিতে আগ্রহী তাদের সুযোগ করে দিতে এবং যাদের আর্থিক সমস্যা তাদের লোন সুবিধা দিতে প্রস্তুত রয়েছে আমেরিকান ইন্সটিটিউট অব হেলথ সাইন্স এন্ড টেকনোলজি। প্রতিষ্ঠানটিকে এই পর্যন্ত নিয়ে আসতে যারা নানাভাবে সহযোগীতা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন মাহ-াবুব হোসেন।

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC
87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Internal Medicine
Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG
We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn







Blood test done in the office

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
চ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড রেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
চ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সাদি কাবাব
মিক্সড রেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
চ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড রেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড রেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ সমাচার

(শেষের পাতার পর)

ক্ষমতাসীন দল হলেও দলীয় নেতা-কর্মীদের বিভেদ-বিভক্তি কম তো দূরের কথা, তা যেনো বড়েই চলেছে। গেলো সপ্তাহে সাংগঠনিক বিশৃঙ্খলার অভিযোগে সংগঠনের দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ আলীকে বহিস্কার করা হয়েছে। আর এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে দলীয় নেতা-কর্মীদের মাঝে নতুন করে পুরনো বিভেদ-বিভক্তি জেগে উঠেছে।

জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক পদ থেকে মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকীকে বহিস্কার করা হয়েছে। বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা শেখ ফজলুল হক মনিকে নিয়ে ঔদ্ধত্যপূর্ণ, মিথ্যা, বানোয়াট, মনগড়া, বিভ্রান্তমুলক, আদর্শচূত ও একটি বিশেষ মহলের উদ্দেশ্য প্রণোদিত বক্তব্য সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হওয়ায়, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রের ৪৭ (ক) ধারা মোতাবেক মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকীকে স্বপদ বা দায়িত্ব (দপ্তর সম্পাদক এর পদ) থেকে কেন্দ্রের নির্দেশ মোতাবেক বহিস্কার করা হয়েছে। এ বহিস্কারাদেশ ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ থেকে বলবৎ বলে পরিগণিত হবে সংগঠনের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ স্বাক্ষরিত পত্রে (সূত্রঃ প্রে/রি/১০/২০২০, তারিখঃ ১০ই সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং) জানানো হয়েছে।

এদিকে মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী তার বহিষ্কারের খবরে পাল্টা বিবৃতি দিয়ে বলেছেন-'যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের বিলুপ্ত কমিটির পক্ষে কাউকে বহিষ্কার বা আবিষ্কার করার কোন এখতিয়ার নাই'। তিনি বলেছেন- 'যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের বিলুপ্ত কমিটির পক্ষে কাউকে বহিষ্কার বা আবিষ্কার করার কোন এখতিয়ার নাই। এছাড়াও কমিটির কাউকেই দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী অব াহতি দিতে হলে কার্য করী কমিটির সভায় অনুমোদন নিয়ে ন ূন াতম দু'সপ্তাহ সময় দিয়ে কারণ দর্শাও নোটিশ দিতে হয়। জবাবে সন্তুষ্ট না হলে যে কোন শাস্তির জন্যে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পাঠিয়ে পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে তা কার্যকরী কমিটির অনুমোদনের ও সিদ্ধান্তে জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় উক্ত সময়ের মধ ্যে কোনো সিদ্ধান্ত না হলে তা আপনাআপনি বাতিল হয়ে যায়। এটাই গঠনতন্ত্রের নিয়ম।'

তিনি দাবী করেন যে, ১৫ আগষ্ট স্মরণে আয়োজিত ভার্চুয়াল সভায় আমার বক্তব্যে 'কোনভাবেই যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মনি ভাইকে ছোট বা চক্রান্তকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি।'

অপরদিকে গত সপ্তাহে নিজের ফেসবুক স্ট্যাটাসে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অন্যতম উপদেষ্টা, বাকসু'র সাবেক জিএস ড. প্রদীপ রঞ্জন কর বলেছেন- 'যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের কমিটি বিলুপ্ত।'। তিনি বলেছেন- ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে জননেত্রী শেখ হাসিনা কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আব্দুস সোবহান গোলাপকে তার সুইটে ডেকে উপস্থিত সকলের সামনে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের কমিটি বিলুপ্তির কথা জানান। সেকারনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে আয়োজিত গণসম্বর্ধনা সভায় তিনি নিজেই সভাপতিত্ব করেন এবং বিলুপ্ত কমিটির সভপতি ড. সিদ্দিকুর রহমানকে দর্শকসারীতে বসিয়ে রাখেন। আওয়ামী লীগের কনভেনশন বা প্রথা অনুযায়ী উর্ধ্বতন কমিটির সভাপতি নিম্নতর কোন কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করলে নিম্নতর কমিটি অটোমেটিক্যালী বিলুপ্ত হয়ে যায়। সুতারাং বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের কোন কমিটি নেই।'

এব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমানের সাথে রোববার ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের কমিটি বহাল আছে বলেই আমরা কেন্দ্রের নির্দেশে তাকে (মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী) বহিস্কার করেছি। এটা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নয়। আর আমরা যা করছি তা কেনেন্দ্রর নির্দেশেই করছি। তাই কে কি বললো তা নিয়ে ভাবনার কিছু নেই।

কি বলেছিলেন মোহাম্মদ আলী

৭৫-এর ১৫ আগষ্ট স্মরণে আয়োজিত 'জাতীয় শোক দিবস'-এর আলোচনায় সঞ্চালক হিসেবে মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী বলেছিলেন- 'তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, সৈয়দ কামরুজ্জামান যারা মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে আসার পরপরই খুব অল্প সময়ের মধ্যে একটি ষড়যন্ত্রকারী গ্রুপ বঙ্গবন্ধুকে একটু মিজগাইড করেন..... । লক্ষ্যনীয় বিষয় জানা যায় যে, খুনী খন্দকার মুস্তাক বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মনি তার সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ট হয়ে বঙ্গবন্ধুকে বিভিন্নভাবে মিজগাইড করেছেন। ছলে, বলে, কৌশলে, বঙ্গবন্ধুকে একা করে ফেলেছিলেন।.....অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে, জননেত্রী শেখ হাসিনাকে কোন না কোন ভাবে এই হাইব্রীড বলি, সুযোগ সন্ধানী বলি এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে ষড়যন্ত্রকারী বলি তারা ঘিরে রেখেছে।'



মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট, TLC/Motor Vehicle Exam, মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT — 8 Weeks Course; 4 Hours Each Class; Total 32 Classes (4 days/week); Total Cost : $2000.00; Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT — 8 Weeks Course; 5 days/week; Total Cost : $2000.00; Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH — 1st Grade to 6th Grade; 8 weeks course; 3 Hrs./day, 4 days/week; Cost : 600.00

Get 25% Discount

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090



Mohammed M. Alam
M.Com (Management), LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পুরনে সহায়তা করা হয়।

এলাকা অনুযায়ী খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী চার্চের নাম ও ফোন

উডসাইড-ইউনাইটেড বেঙ্গলী লূথারেন	৯১৭৬০৫৪৫৬৬
উডহ্যাভেন-ক্রাইস্ট বাংলা	৯১৭৬৮৩৩০৫৯
ওজনপার্ক-ফার্স্ট বাংলা	৯১৭২১৬৬৭৫০
করোনা-সহভাগিতা	৯১৭৩৯২৬৭৭৩
করোনা-ইভাঞ্জেলীক্যাল বাংলা	৬৪৬৩৯৯৩৮১২
জ্যাক্সন হাইটস-বাংলা বাইবেল	৩৪৭৭৪৪৫৯৯৩
জ্যাকসন হাইটস-বেথেল ব্যাপ্টিস্ট	৩৪৭৫৭৩৭৫৯৩
ব্রঙ্কস-শেলম ইভাঞ্জেলীক্যাল	৬০৩৮২০০৬৪৯
সানিসাইড-কুইন্স অব এঞ্জেলস	৭১৮৩৯২০০১১
হিলসাইড-ইমাকুলেট কন্সেপশন	৭১৮৭৩৯০৮৮০

সাউথ এশিয়ান্স ফর বাইডেনের দায়িত্বে আনিস আহমেদ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী জো বাইডেনের সমর্থনে প্রবাসীদেরকেও সংগঠিত করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে 'সাউথ এশিয়ান্স ফর বাইডেন' মোর্চার অধীনে গঠিত হলো 'বাংলাদেশি ফর বাইডেন ন্যাশনাল কাউন্সিল'। এর জাতীয় পরিচালকের দায়িত্ব পেয়েছেন ম্যারিল্যান্ডে বসবাসরত ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতে এশিয়ান-আমেরিকান আনিস আহমেদ। গত ৭ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কটি স্টেটের ডাইরেক্টর, ডেপুটি ডাইরেক্টর এবং সমন্বয়কারির নাম ঘোষণা করা হয়েছে।



এ উপলক্ষে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে আনিস আহমেদ বলেন, আমি দীর্ঘদিন যাবত প্রবাসী বাংলাদেশিদের মূলধারার রাজনীতিতে সম্পৃক্ত। সে অভিজ্ঞতাকে ৩ নভেম্বরের নির্বাচনে বাইডেন-হ্যারিসের বিজয়ের কাজে লাগাবো। বাইডেন-হ্যারিসের পক্ষে প্রচারণা, তহবিল গঠন এবং কেন্দ্রে গিয়ে ভোট প্রদানে সর্বাত্মকভাবে সচেষ্ট থাকবেন এবং অন্যদেরকে উজ্জীবিত করবেন এমন বিশিষ্টজনদের সমন্বয়ে স্টেট সমূহের সাংগঠনিক কাঠামো তৈরী করা হচ্ছে। এজন্যে সকলের আন্তরিক সহযোগিতার বিকল্প নেই।

উল্লেখ্য, 'সাউথ এশিয়ান্স ফর বাইডেন'র সিনিয়র এডভাইজার হচ্ছেন রাষ্ট্রদূত ওসমান সিদ্দিক। তারও সুপারভিশন থাকবে অন্যদেশগুলোর মত বাংলাদেশিদের কার্যক্রমেও।

'বাংলাদেশীজ ফর বাইডেন' মোর্চায় বিভিন্ন স্টেটের পরিচালকগণের মধ্যে আছেন নিউইয়র্ক- মাফ মিসবাহ উদ্দিন, ম্যারিল্যান্ড- গোলাম মাওলা, ভার্জিনিয়া- শরাফত হোসেন বাবু, ওয়াশিংটন-তাহমিনা ওয়াটসন, টেক্সাস- নাহিদা আল, নর্থ ক্যারলিনা- রশিদুল হাসান, নিউজার্সী- ফারুক এ হোসেন, ফ্লোরিডা- সাঈদ হারুন, ম্যাসেচুসেটস- নাজদা আলম, জর্জিয়া- মোহাম্মদ আলী হোসেন, পেনসিলভেনিয়া- রফিকুল আমিন ভূইয়া।

বাংলাদেশী অধ্যুষিত মিশিগান, ইলিনয়, ক্যালিফোর্নিয়া, আরিজোনা, কানেকটিকাট প্রভৃতি ষ্টেটের তালিকাও শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে বলে জানা গেছে। এদিকে, ঘোষিত স্টেট কমিটিতে নিউইয়র্কে উপ-পরিচালক হিসেবে রয়েছেন মোর্শেদ আলম এবং প্রধান সমন্বয়কারি হলেন করিম চৌধুরী। সমন্বয়কারী হিসেবে রয়েছেন জামিলা এ উদ্দিন (নারী বিষয়ক), আহনাফ আলম (যুব বিষয়ক), ডা. মজিবর রহমান, সৈয়দ তাহমিদুল হক, অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম, মিজানুর রহমান এবং এম চৌধুরী। ম্যারিল্যান্ডে উপ-পরিচালক হিসেবে রয়েছে শহীদ খান চৌধুরী। সমন্বয়কারি-সেলিম এম হোসেন, মিজানুর রহমান, মোহাম্মদ কাজী এবং কবিরুল ইসলাম। নিউজার্সীর উপ-পরিচালক হচ্ছেন আতিকুর রহমান ইউসুফজাই। ফ্লোরিডার উপ-পরিচালক মোজাহারুল ইসলাম। পেনসিলভেনিয়ায় উপ-পরিচালক কাজী মতিউর রহমান।

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নন্ডফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ সিটিজেন, গ্রিনকার্ডধারীদের জন্য সিটিজেন, এ্যাফিডেভিট অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এফিডেভিট এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত সিভাটি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

- বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিস্ট্রেশন
- নোটারী পাবলিক রেজুমী
- দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
- ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized IRS e file Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৬ বছরের বেশী বিশ্বস্ততার নিরুপম ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা
EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER
যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ুম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬
ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ স্টেশনের নিকটে)

Law Firm of Attorney Najmul Alam





এটর্নী নাজমুল আলম, এটর্নী এট ল'
ইউ,এস, সুপ্রীম কোর্ট

ম্যানহাটন অফিসঃ (২১২) ৫৯৯-৭২৯৯
(২৬ ফেডারেল প্লাজার সামনে)
২৯৯ ব্রডওয়ে, সুইট # ১৭০০, নিউইয়র্ক, নিউইয়র্ক ১০০০৭

- Immigration
- Asylum Cases
- Divorce
- Title Insurance
- Real Estate Closing
- Investment Visa E2 EB5
- Deportation Defense
- Criminal Defense Cases
- Citizenship Tests

এসাইলাম, পাবলিক চার্জ, ডিপোর্টেশন, সিটিজেনশীপ, মোশন, আপীল সহ সব ধরণের ইমিগ্রেশন কেস।

JUSTICE

Manhattan Office: (212) 599-7299
(In Front of 26 Federal Plaza)
299 Broadway, Suite # 1700, New York, New York 10007

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিরবাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক

Member: naea



37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377 • Tel: 718-205-3460, 718-440-6712 • Fax: 718-205-3475 • Email: wasichoudhury@yahoo.com

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্পপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার



স্থান পরিবর্তন

অফিস: ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট
১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

● ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, পরিবার এবং ব্যবসার জন্য, প্রতিবন্ধী এবং বয়স্কদের চিকিৎসা করা হয়।
● ভিসিডেন্স এক্সাম, ফিজিক্যাল এক্সাম ও ফুল-বডি চেকআপের জন্য যোগাযোগ করুন।
● সুগারের রক্ত পরীক্ষা, ইকোজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
● সকল ধরনের ইন্সুরেন্সের জন্য যে কোনো স্পেশালিস্ট ডাক্তারের রেফারেন্স দিয়ে থাকি।
● অনুগ্রহ করে আমার সাথে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় ঠিক করে নিন।

ইনকাম ট্যাক্স
INCOME TAX
ইনকাম ট্যাক্স, ইমিগ্রেশন ও ক্লোজড কর্পোরেশন জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
অতি যত্ন সহকারে আপনাদের নির্ভুল ট্যাক্স রিটার্ন করে দেবার দায়িত্ব আমাদেরকে দিন
শুধু ট্যাক্স ফাইলের সময়েই নয় বরং সারা বছর ধরেই আমরা আছি আপনাদের পাশে
NOTARY PUBLIC
প্রাইম ব্রোকারেজ
যোগাযোগ: আবুল কালাম
T: 718-274-1908, F: 718-728-2293
email: primebrokerage34@gmail.com
৩৪-০৩ ৩০ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৩
ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশনের কাজে প্রয়োজন বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান,
কারণ আপনার ব্যক্তিগত সকল তথ্যাদি থাকবে প্রতিষ্ঠানটির কাছে।

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



6 Hours
DDC Class
Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
আবু তাহির হাওলাদার
মোবাইল: 917-301-2063
OPEN 7 DAYS
মৈদ আজমগরীন (আসাদুজ্জামান) লিমিটেড কমার্শিয়াল ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন। ৯১৭-৩০১-২০৬৩
● ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মৈদ'শীল ইন্সট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
● ইন্ডিভিজুয়াল এবং গ্রুপ ক্লাসেরও ৫, ১০ ও ১৫ সেশনের প্যাকেজ রিলে।
● এছাড়াও ● নিজের আসা যোজ টেস্ট এর ব্যবস্থা (পরিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেস্ট দিয়ে যারা পাশ করতে পারেন সেজন্য বন্ধুসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
● 5 Hours Class Certificate
● Road Lesson Local & H.Way
● Road Test Appointment
● Car for Road Test
যারা গাড়ি চালান কিন্তু রোড টেস্ট দিয়ে চালান করে নিজে ড্রাইভিং আসার জোরে অনেকদিন আগেই ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়েছেন তাদের জন্য ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ৫৮ বাংলায় অনুবাদিত লার্নার্স পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave. 2nd fl. Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) বিস্তারিত অফিস এর ঠিকানা



Apna Express Pharmacy Inc.
আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি, ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি
TEL. 929-208-0602
DISCOUNT COSMETICS, FILM, COLOGNES, PERFUMES, VITAMINS, NON-PRESCRIPTION DRUGS, HOUSEHOLD GOODS, BABY NEEDS
74-12 37AVE, Jackson Heights, NY 11372,

কে পাবেন হোয়াইট হাউজের চাবি

(শেষের পাতার পর)

কিন্তু এই এগিয়ে থাকাটা তার প্রেসিডেন্ট হিসাবে বিজয়ী হওয়ার নিশ্চয়তা দেয়না। ২০১৬ সালের নির্বাচনে ট্রাম্পের চেয়ে হিলারি ক্লিনটন প্রায় সব জরিপেই এগিয়ে ছিলেন, কিন্তু প্রকৃত নির্বাচনে ইলেকটোরাল কলেজের মারপ্যাঁচে ট্রাম্পই প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। সাধারণত বড় ধরণের জাতীয় ক্রাইসিস আমেরিকার ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টদের জন্য অনুকূল পরিবেশে তৈরি করে। বর্তমান প্যানডেমিক ট্রাম্পের জন্য আশীর্বাদ হয়ে এসেছিল। যদি এই দুর্যোগটা তিনি মোটামুটি ভাবেও হ্যান্ডেল করতে পারতেন, তাহলেও তার সেকেন্ড টার্ম পেপ্রসিডেন্সি একেবারে নিশ্চিত ছিল। কিন্তু তিনি তা পারেন নি। কমপক্ষে ৬০% আমেরিকানরা মনে করেন ট্রাম্প প্যানডেমিক হ্যান্ডেলে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। মোটের উপর এই ৬০% আমেরিকান এই মুহূর্তে জো বাইডেনকে সমর্থন করেন, যেখানে ট্রাম্পের সমর্থন ৪০%। কিন্তু এটাও বাইডেনকে নির্বাচনে জয়ী হওয়ার নিশ্চয়তা দেয় না, ঐ ইলেকটোরাল কলেজের প্যাঁচের কারণে।

আমেরিকাতে সচরাচর ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট দ্বিতীয় মেয়াদেও নির্বাচিত হয়ে থাকেন। এই ধরণের নির্বাচনে সাধারণত ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টের প্রথম টার্মের পারফরম্যান্সের উপর ভোটাররা রায় দিয়ে থাকে। প্যানডেমিক না হলে ট্রাম্পের আমলে আমেরিকার অর্থনৈতিক সূচকগুলো তার নির্বাচনী প্রচারণার বড় দিক হতে পারতো। কিন্তু এখন আমেরিকানদের কাছে বড় বিবেচনার বিষয় প্যানডেমিক এবং তা থেকে উদ্ভূত বেকারত্ব। এই জায়গায় ট্রাম্পের ব্যর্থতা সুস্পষ্ট।

তবে আলাদাভাবে এবারের নির্বাচনের ক্ষেত্রে ট্রাম্পের ব্যক্তিগত চরিত্র ও আচার-আচরণ ভোটারদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর ব্যপক প্রভাব ফেলবে। রাজনীতিবিদরা মাঝে মাঝে দুই চারটা মিথ্যা কথা বলে থাকে। কিন্তু ট্রাম্পের মিথ্যা বলা এবং সত্য অস্বীকার করা সব রকমের সীমার বাইরে। ফ্যাক্ট চেকাররা বলছেন, তিনি গত চার বছরে বিশ হাজারের বেশি মিথ্যা বলেছেন। অন্যদেরকে insult করে abusive শব্দ ব্যবহার করা তার চিরাচরিত অভ্যাস। রেইস ইস্যুতে তিনি সচরাচর উগ্রপন্থী শ্বেতাঙ্গদের সমর্থন করে থাকেন।

সাম্প্রতিককালের 'ব্ল্যাক লাইফ ম্যাটারস' আন্দোলনের একটা অনুকূল ফলাফল বাইডেনের পক্ষে যাবার কথা ছিল। কিন্তু কিছু কিছু অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজের ঘটনায় ট্রাম্প এই আন্দোলনকে তার পক্ষের প্রচারনায় নিয়ে আসতে পেরেছেন। এই সময়ে ডেমোক্র্যাটদের ফার লেফট অংশ থেকে "ডিফান্ড পুলিশ" দাবীটাও বাইডেনের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও বাইডেন এবং কমলা হ্যারিস কেউই এই দাবী কখনও সমর্থন করেননি। কিন্তু ট্রাম্প এই বিষয়গুলোকে ইস্যু বানিয়ে নিজেকে "ল এন্ড অর্ডার" প্রেসিডেন্ট হিসাবে উপস্থাপন করে চলেছেন।

ট্রাম্প কোন গতানুগতিক প্রেসিডেন্ট নন। আশা করা হয়েছিল, এই গতানুগতিক না হওয়ার করণেই তার কাছ থেকে এমন কিছু ভাল কাজ পাওয়া যাবে যা গতানুগতিক প্রেসিডেন্টদের কাছে আশা করা যায় না। বাস্তবে তিনি এমন কিছু অ-গতানুগতিক কাজ করে আসছেন যা আমেরিকার গণতন্ত্রের জন্যই হুমকি। তারপরও, রিপাবলিক্যানদের ৯০% এরও বেশি শক্তভাবে ট্রাম্পের পিছনেই আছেন। এর পিছনে একটা বড় কারণ আছে বলে অনেকেই মনে করেন। আমেরিকা গড়ে উঠেছিল ইউরোপ থেকে আসা শ্বেতাঙ্গদের হাতে। তখনকার আমেরিকার ১০০% ই ছিল শ্বেতাঙ্গ (আদিবাসিদের বাদ দিয়ে)। এক একটা শ্বেতাঙ্গ পরিবারে গাড়ি, ঘোড়া, আসবাবপত্রের মতই ছিল কৃষ্ণাঙ্গ কৃতদাসদের অবস্থান। কালের পরিক্রমায় কৃষ্ণাঙ্গরা এখন শ্বেতাঙ্গদের সমান অধিকার ভোগ করে। অন্যদিকে, ইমিগ্রেশন পলিসিতে বিভিন্ন পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় প্রচুর বাদামী এবং হিস্প্যানিক এসে আমেরিকার ডেমোগ্রাফিক চেহারা পাল্টে দিয়েছে। পিউ রিসার্চ একটা এসেসমেন্ট করে ভবিষ্যৎবানী করেছে যে, ২০৪২ সালের মধ্যে কালো-বাদামী-হিস্প্যানিক মিলে ইউরোপিয়ান শ্বেতাঙ্গদের এখানে সংখ্যা লঘু বানিয়ে ফেলবে। শ্বেতাঙ্গদের একটা অংশের কাছে এটা ভয় এবং উৎকণ্ঠার কারণ। প্রথম বারের মত এবারেও ট্রাম্প এই ভয়টাকেই কাজে লাগাচ্ছে। ব্ল্যাক লাইফ ম্যাটারস আন্দোলনে ট্রাম্প সকলের প্রেসিডেন্ট হিসাবে ঐক্যের ডাক না দিয়ে স্পষ্টভাবে এই আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। বলা হয়ে থাকে, ট্রাম্পের সমর্থকদের সকলেই white supremacist না, কিন্তু white supremacist-দের সকলেই ট্রাম্পের সমর্থক। ট্রাম্প অনবরত বিভক্তিকে উৎসাহিত করে চলেছেন। কারণ সাবারবান এলাকাগুলোতে যে বিপুল সংখ্যক শ্বেতাঙ্গ বসবাস করে তাদের মধ্যে ভয় ঢুকিয়ে পক্ষে আনা গেলেই ট্রাম্পের লাভ। ট্রাম্প যখন বলেন, Make America Great Again, এরা তখন শুনে Make America White Again।

শেষকথা হচ্ছে, যত যাই ঘটুক মোটের উপর ডেমোক্র্যাটিক ষ্টেটগুলো বাইডেনের থাকবে আর রিপাবলিকান ষ্টেটগুলো ট্রাম্পের থাকবে। পাঁচটা মাত্র সুইং ষ্টেট যদি ট্রাম্প বাগিয়ে নিতে পারে তবে এবারও সে'ই নির্বাচিত হয়ে যেতে পারে। হিলারি ত্রিশ লক্ষ ভোট বেশি পেয়ে হেরেছিল, বাইডেন পঞ্চাশ লক্ষ ভোট বেশি পেয়েও হেরে যেতে পারে। তবে এটা নিছকই একটা সম্ভাবনামাত্র। বাস্তবে এবারে বাইডেনেরই জিতে যাবার সম্ভাবনা প্রবল।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি সমাচার

(শেষের পাতার পর)

হয়রানী-নির্যাতনের শিকার হয়ে অনেকটাই কর্মকান্ডহীন। ঠিক তেমনি কমিটি না থাকায় চুপসে গেছে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র রাজনীতি। সেই সাথে প্রবাসে বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে দলীয় রাজনীতি ও কমিটির ব্যাপারে কেন্দ্রের উদাসীনতা, ষ্টেট কমিটির মাধ্যমে দলীয় রাজনীতি পরিচালনার সিদ্ধান্তে চরম হতাশা আর সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন প্রবাসের দলীয় নেতা-কর্মীরা।

সূত্র মতে, প্রায় ৯/১০ বছর ধরে কমিটিবিহীন অবস্থায় চলছে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র রাজনীতি। আব্দুল লতিফ সম্রাট আর জিল্লুর রহমান জিল্লুর নেতৃত্বাধীন সর্বশেষ কমিটি কেন্দ্র কর্তৃক ভেঙ্গে দেয়ার পর আর নতুন কোন কমিটি দেয়া হয়নি কেন্দ্র থেকে। যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কমিটি দাবীর পাশাপাশি দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা বিভক্তভাবে দলীয় কর্মকান্ড পরিচালনা করলেও কার্যত: যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কমিটি ছাড়া না থাকায় নানা সমস্যা বিরাজ করছে দলীয় নেতা-কর্মীদের মাঝে।

এদিকে বছর দেড়/দুই আগে লন্ডনে অবস্থানরত দলের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী এবং যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক এহসানুল হক মিলনের উদ্যোগে ষ্টেট কমিটি সহ অন্যান কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেয়া হলেও দলে অভ্যন্তরীণ নানা সঙ্কট ও সমস্যার কারণে তা ভেস্তে গেছে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় বিএনপির আরো একাধিক নেতা বিভিন্ন সময়ে যুক্তরাষ্ট্র সফরকালীন সময় কমিটি গঠনের ব্যাপারে কোন ভূমিকা রাখেননি। বরং তারা বলেছেন, বিষয়টি ম্যাডাম দলীয় চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া ও সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমান সরাসরি তদারকি করছেন। সেই থেকে সবার দৃষ্টি এখন তারেক রহমানের দিকে। পাশাপাশি দলীয় নেতা-কর্মীরা মনে করছেন, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপিতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে দলীয় নেতা-কর্মীদের ভূমিকা রাখার জন্য যুক্তরাষ্ট্র বিএনপিতে কমিটি দরকার। সূত্র মতে তারেক রহমান তার বিশ্বস্ত লোক দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কর্মকান্ড লন্ডন থেকেই পর্যবেক্ষণ করছেন। তিনি খোঁজ-খবর নিচ্ছেন সংগঠনে কার কি অবদান এবং কিভাবে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সমস্যার সমাধান করে সংগঠনকে চাঙ্গা করা যায় তার চিন্তা-ভাবনা করছেন। উল্লেখ্য, দলের আগামী কমিটির সম্ভাব্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে সভাপতি পদের দাবীদারদের মধ্যে রয়েছেন: যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডা. মজিবুর রহমান মজুমদার, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু, সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি গিয়াস আহমেদ ও শরাফত হোসেন বাবু, সাবেক সহ সভাপতি আলহাজ সোলায়মান ভূঁইয়া, সাবেক যুগ্ম অহ্বায়ক মিজানুর রহমান ভূইয়া মিল্টন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। অপরদিকে সাধারণ সম্পাদক পদের দাবীদারদের মধ্যে রয়েছেন: যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সহ সভাপতি অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন ও সামসুল ইসলাম মজনু, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক হেলাল উদ্দিন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

বাড়ি বিক্রি করতে যা যানা প্রয়োজন

(শেষের পাতার পর)

বিক্রয় এজেন্ট হিসাবে সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন-তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটে বিক্রি হয়ে যাবে। এ দলনের বিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ।

কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তরাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে পরিণত করতে পারেন না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত যেসব কথা বলে থাকেন তা নিম্নরূপ:

যোগাযোগ কম: আপনি আশা করেন যে আপনার এজেন্ট আপনার বাড়ি বিক্রির কাজে ব্যস্ত থাকবেন। তার অর্থ হচ্ছে, সে অনেক সময় তার এই ব্যস্ততার জন্য হয়ত আপনার ফোন ধরতে পারবেন না। কিন্তু একজন বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভদ্রতার খাতিওে হয়ত আপনাকে কল ব্যক করবেন কিন্তু আপনার জন্য যে সসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তা হয়ত আপনাকে বলতে ভুলে যাবেন, এবং সত্যিকার অর্থেই তারা গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগে ব্যর্থ।

আপনাকে বারবার আশ্বাস দেবে কিন্তু সে আশ্বাস কাজে পরিণত করতে পারবে না: এটা ঘটতে পারে আপনার বাড়ির লির্স্টিং অথবা বিক্রির চুক্তি সাক্ষরের ক্ষেত্রে। একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট আপনাকে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রে করে দেওয়ার আশ্বাস দেবে। এজন্য তিনি ওয়েবসাইট, স্যোসাল মিডিয়া, ভিডিও ট্যুরস, প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি-ইত্যাদিও মাধ্যমে বাড়িটি বাজারজাত করার উদ্যোগের কথা বলবেন। কিন্তু দেখা যাবে তিনি যেসব উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেছিলেন তার খুব কমই করতে পেরেছেন।

উদ্ভট ফটোগ্রাফি ও ভিডিও: ইদানিং ক্রেতারা বাড়ি ক্রয় করার কাজটি শুরু করেন, বাড়ির ছবি বা ভিডিও দেখে। ফলে বিক্রিত বাড়ির ছবি বা ভিডিও-এর ক্ষেত্রে প্রফেশনাল ছোঁয়া না থাকলে ক্রেতা আকর্ষন করা কঠিন। কিন্তু বাড়ি বিক্রেতার এজেন্ট হয়ত বলবেন যে তিনি এক্ষেত্রে সেরা কাজটি করবেন কিন্তু দেখা গেল তিনি যে ছবি ও ভিডিও দিয়েছেন তা কোন মতে করা হয়েছে এবং দায় সারা গোছের।

আপনার বাড়িটি যে বাজাওে বিক্রি হবে সে বাজার সম্পর্কে অজ্ঞ: আপনি অবশ্যয় চাইবেন আপনার বাড়িটি যে এলাকার আপনার এজেন্ট সে এলাকায় বাড়ি বিক্রি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হবেন।

উপরোক্ত বিষয়সমূহে একজন ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভাল হলে সে হবে আপনার বাড়ির জন্য প্রকৃত এজেন্ট। আপনি যখন আপনার বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেবেন, আপনি ভাল কওে জেনে নিন আপনি যে এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন ওপওে উল্লেখিত বিষয়গুলোতে আপনার এজেন্টের যোগ্যতা কেমন। এ বিষয়ে আপনি একটি চেক লিস্ট করতে পারেন এবং তার ভিত্তিতে আপনার জন্য যোগ্য এজেন্ট নিয়োগ দিন। এ বিষয়গুলোতে চিন্তা কওে আপনি নিশ্চিত হন যে আপনি এমন কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন না যিনি আপনার স্বার্থ দেখার চেয়ে তার ওয়ালেট ভারী করার কাজে বেশী মনোযোগী।

কি করবেন? যখন আপনি বাড়ি বিক্রি করবেন তখন একজন ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া আপনার সফলতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার উচিত হবে এমন একজনের প্রতি নজর দেওয়া যে আপনার বাড়ি বিক্রির সকল পর্যায়ে আপনার সাথেই থাকবেন এবং আপনার স্বার্থ দেখবেন। রিয়েল এস্টেট বাজারে ভাল যোগাযোগ আছে একই সাথে আপনার সাথে ভালভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে তেমন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বাড়ি বিক্রির জন্য মুল্যবান। সত্যিকার ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট এই বিষয়গুলো জানেন এবং তারা আপনার জন্য যথাসাধ্য করতে পিছুপা হন না। নিম্নে উল্লেখিত কাজগুলো খেয়াল করুন এবং যে আপনাকে প্রতারিত করতে পারে এমন যে কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে বর্জন করুন:

কখনো ডুয়েল এজেন্সী গ্রহণ করবেন না।

এমন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে মনোনীত করবেন না যে শুধু ওপেন হাউজকে প্রাধান্য দেয়। এমন কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেবেন না, যে শুধু বাড়ি বিক্রয় করাকে শুধু তার মূল্যের ওপর গুরুত্ব দেয়।

গব সময় আপনার রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে বাড়ির ইন্সপেকশনের সময় উপস্থিত থাকতে তাগাদা দিন।

আপনার আশেপাশের এমন একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দিন যার বিশেষ সুনাম রয়েছে এবং ভাল ট্রাক রেকর্ড আছে।

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & Investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-3661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হেপ্স ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com





দাঁগনভুইয়া প্রবাসী ফোরামের নতুন কমিটি অভিষিক্ত

(শেষের পাতার পর

)ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক আহসান হাবিব এবং বাংলাদেশ কাজী সমিতির সাবেক মহাসচিব কাজী হোসাইন।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন ফোরামের সহ সভাপতি নুরুল আলম নয়ন, মনচুরুল হক রিপন, সভাপতি শামীম মাহমুদ, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ সামছুদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুল সোয়েব, বাংলাদেশ মিশনের সাবেক কর্মকর্তা নুর মোহাম্মদ ও প্রবাসে দাঁগনভুইয়ার পরিচিত মুখ মোহাম্মদ বেলাল। অনুষ্ঠান যৌথভাবে পরিচালনায় করেন যুগ্ম সম্পাদক ফয়েজ উল্লাহ মামুন ও সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুল শোয়েব।

সভাপতির বক্তব্যে সাংবাদিক শহীদ উল্লাহ কাইছার বলেন, সিন্ডিকেটের কারণে বিভিন্ন সমিতি ধ্বংসের হয়ে গেছে। তিনি দাঁগনভুইয়া প্রবাসী ফোরামকে সিন্ডিকেট মুক্ত রাখতে সকলের প্রতি আহবান জানান।

প্রেমিকার সামনে ২০ মিনিটে পুড়ে মারা যান সাব্বির!

(প্রথম পাতার পর)

বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে।

নিহতের পরিবার এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করেছে। তাদের অভিযোগ, মীর সোনিয়া সাব্বিরকে ডেকে নিয়ে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছে। অন্যদিকে মীর সোনিয়ার পরিবারের দাবি সাব্বির দাহ্য পদার্থ গায়ে মেখে শরীরে আগুন দিয়েছে।

গত ৩১ আগস্ট মিরপুরের বি ব্লকের ২ নম্বর অ্যাভিনিউয়ের ১০ নম্বর বাড়ির তৃতীয় তলায় সোনিয়াদের ফ্ল্যাটে দগ্ধ হন সাব্বির। পরে তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়। ৫ সেপ্টেম্বর মারা যান সাব্বির। ঘটনার পর থেকে সোনিয়াদের ফ্ল্যাট তালাবদ্ধ পাচ্ছে পুলিশ।

শাহআলী থানার ওসি আবুল বাশার মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান বলেন, এ ঘটনায় সাব্বিরের চাচা এমাম লস্কর বাদী হয়ে একটি অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করেছেন। ঘটনাটি আত্মহত্যা না কি তার শরীরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে হত্যা করা হয়েছে–তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আত্মহত্যা যদি হয়েও থাকে, সে ক্ষেত্রে আত্মহত্যায় কেউ প্ররোচনা দিয়েছেন কি না–সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

প্রায় তিন বছরের প্রেমের সম্পর্ক সাব্বির-সোনিয়ার। রূপনগর আবাসিক এলাকায় সাব্বিরের বাসা। মিরপুরের বি ব্লকের অ্যাভিনিউ-২- এর ১০ নম্বর বাড়ির তৃতীয় তলার ফ্ল্যাটে বাবা-মার সঙ্গে থাকেন মীর সোনিয়া। দুই পরিবারের সম্মতিতে বিয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন সাব্বির আহমেদ ও মীর সোনিয়া। হঠাত্ সোনিয়াকে অন্য জায়গায় বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় পরিবার। এতে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন সাব্বির। ৩১ আগস্ট শেষবারের মতো সোনিয়ার বাসায় যান সাব্বির। এরপর সাব্বিরের পরিবারের কাছে খবর আসে যে সাব্বির অগ্নিদগ্ধ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি।

সাব্বিরের মা নাহিদা খন্দকার বলেন, 'ওকে টেলিফোন করে ডেকে নিয়ে গেছে যে সোনিয়াকে অন্যত্র বিয়ে দেওয়ার বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করার জন্য। ঐ দিন রাতে সাব্বিরের ভাই দোকান থেকে ফিরে এসে বলে যে সাব্বিরকে ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না। এর কিছু সময় পরে তার মোবাইল ফোনে মামুন নামে এক জন ফোন করে জানায় যে, সাব্বির অগ্নিদগ্ধ হয়েছে। ঢাকা মেডিক্যালে ভর্তি।'

মামলার বাদী সাব্বিরের চাচা এমাম লস্কর আরো বলেন, 'হাসপাতালের চিকিত্সকরা সাব্বিরের শীরের দগ্ধ স্থান পর্যবেক্ষণ করে জানিয়েছেন যে, কমপক্ষে ১৫ থেকে ২০ মিনিটের আগুন তার গায়ে জ্বলেছে। এ কারণে তার শরীরের ৯০ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। এ ঘটনাটিকে আমার কাছে খুবই অস্বাভাবিক মনে হয়। সোনিয়াদের ড্রইংরুমের মধ্যে পাঁচ/ছয় জন মানুষ ছিলেন। তার মধ্যে এক জন ১৫ মিনিট থেকে ২০ মিনিট পর্যন্ত পুড়েছে। তা হলে সেখানে অন্য যারা ছিলেন তারা কী করলেন যে আগুন নেভাতে পারলেন না ? কেন তারা সাব্বিরকে বাঁচাতে পারলেন না ?'

পুলিশ জানায়, তিন বছরের প্রেমের সম্পর্কের শুরু থেকেই সাব্বিরের পরিবারের সঙ্গে জানাশোনা ছিল সোনিয়ার। রূপনগরে সাব্বিরের বাসার সিসিটিভির ফুটেজে পুলিশ দেখতে পায় যে, ঘটনার দিন ৩১ আগস্টের আগে ২৯ আগস্ট সাব্বিরের বাসায় যান সোনিয়া। সাব্বিরের মা নাহিদা খন্দকার বলেন, 'আমি সোনিয়াকে ছেলের বউ হিসেবে ধরে নিয়েছিলাম। বাসায় সব সময় আসা-যাওয়া করত। আমার ছোট মেয়েকে ঘুরতে নিয়ে যেত। ছোট মেয়েকে গিফটও দিত। খুবই ভালো সম্পর্ক ছিল।'

এ ব্যাপারে মীর সোনিয়া বলেন, দসাব্বির দাহ্য পদার্থ গায়ে মেখে আমাদের ফ্ল্যাটে ঢুকে গ্যাস লাইটার দিয়ে শরীরে আগুন দিয়েছেন। আমি দরজা খুলেই দেখি যে গায়ে ফিনাইল বা কেরোসিন ঢেলে দাঁড়িয়ে আছে সে। ফ্লোরে কেরোসিন পড়ে আছে। ওর হাতে শুধু গ্যাস লাইটারটা ছিল ঐ সময়। সঙ্গে যে ব্যাগ নিয়ে এসেছিল, সেটা সিঁড়িতে পড়ে ছিল। বাসায় ঢুকে সে শরীরে গ্যাস লাইট দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। আমরা চেষ্টা করেও আগুন নেভাতে পারিনি।'

নিজের তৈরি প্লেন ওড়াল মাগুরার কিশোর হিরণ

(প্রথম পাতার পর)

সার্ভিসিং সেন্টার'-এর একজন বেতনভুক্ত কর্মচারী। তার মাসিক বেতন ৪ হাজার টাকা। তবে কাজের ফাঁকে মোবাইল ও ইউটিউবে বিভিন্ন দেশের বিমান তৈরির ডকুমেন্টারি দেখে মনে স্বপ্ন বুনতে থাকে নিজে একটি প্লেন তৈরি করার। সেই থেকেই দুই বছর চেষ্টা চালিয়ে সম্প্রতি হিরণ তার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে। সে তৈরি করেছে ৪২ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও ২৯ ইঞ্চি প্রস্থের দুটো প্লেন। খেলনা প্লেন হলেও এগুলো আকাশে উড়তে সক্ষম। দ্রুতগতিসম্পন্ন প্লেন দুটো ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে এক কিলোমিটার প্রদক্ষিণ করতে পারে। এ ছাড়া সে দুটো স্পিড বোট তৈরি করেছে, যা পানিতে দ্রুতগতিতে চলতে পারে। এসব সে নিয়ন্ত্রণ করে রিমোট দিয়ে। পারিবারিকভাবে জানা গেছে, মেধাবী হিরণ মাগুরার মহম্মদপুর উপজেলার বিনোদপুরের মোল্লাপাড়া এলাকার অসহায় দরিদ্র পরিবারের সন্তান। পঞ্চম শ্রেণিতে পড়াকালে ২০১৩ সালে দিনমজুর বাবা আবুল খায়ের মারা যান। মা তাসলিমা বেগম ও দুই ভাইয়ের অভাবী সংসারের হাল ধরতে আর লেখাপড়া করতে পারেনি হিরণ। দুই ভাইয়ের মধ্যে হিরণ ছোট। সংসারের চাহিদা মেটাতে অল্প বয়সেই কাজে যোগ দিতে হয়েছে তাকে। পরিবারের খাবার জোগাতে ভ্যান চালানোসহ বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে হয়েছে। তার বড় ভাই রনি মোল্লা এসএসসি পাস করে ঢাকায় একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ করছেন। উদ্ভাবক হিরণ জানান, ছোটবেলা থেকেই তার প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহ ছিল। বিভিন্ন সময় টিভি ও ইউটিউবে প্লেন তৈরির ডকুমেন্টারি দেখে তার এর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। মোবাইলের দোকানে কাজ করার ফাঁকে টাকা জমিয়ে পার্টস ক্রয় করে বাড়িতে বসে কাজ শুরু করে সে। অভাবী সংসারের কারণে পরিবারের সদস্যরা তাকে নিরুৎসাহিত করেন। কিন্তু অদম্য প্রত্যয়ী হিরণের কাজ থেমে থাকেনি। প্রথম পর্যায়ে নিজের তৈরি দুটো প্লেনই ওড়াতে গিয়ে ব্যর্থ হয় সে। পরে দুই বছরের চেষ্টায় সম্প্রতি সে তার প্লেন আকাশে ওড়াতে সক্ষম হয়েছে। সার্কিট, ব্যাটারি ও রিমোট কন্ট্রোল রিসিভার এবং ককশিট ব্যবহার করেছে হিরণ। খেলনা হিসেবে তৈরি প্লেনকে সে জেট ফাইটার বিমান আখ্যা দিয়েছে। রিমোট কন্ট্রোলার দিয়ে সে প্লেনের গতি নিয়ন্ত্রণ করে। একটানা ২০ মিনিট আকাশে উড়তে পারে তার বিমান। ব্যাটারির চার্জ কমে গেলে ২ মিনিট আগে থেকে সংকেত দেয়। ফলে প্লেনকে হিরণ নামিয়ে আনতে পারে। হিরণ জানায়, খেলনা হিসেবে এলাকায় বিক্রির জন্য তৈরি করলেও ব্যয়ভার বেশি হওয়ায় এটা সে বিক্রি করতে পারেনি। একটি প্লেন তৈরি করতে আট থেকে ১০ হাজার টাকা ব্যয় হয়, যা হিরণের পক্ষে খরচ করা সম্ভব নয়। তাই যদি ভালো কোনো পৃষ্ঠপোষকতা পায়, তাহলে হিরণ এটাকে বাণিজ্যিভাবে বাজারজাত করতে পারবে বলে ধারণা সচেতন মহলের। হিরণের বন্ধু মোস্তাইম জানায়, হিরণ খুব মেধাবী ছেলে। স্কুলে পড়ালেখায় সে খুব ভালো ছিল। সে যদি সরকারি বা বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানের সহায়তা পায়, তাহলে ভবিষ্যতে আরও অনেক কিছু তৈরি করতে পারবে। স্থানীয় বিনোদপুর বাজারে এনামুল মোবাইল সার্ভিসিং সেন্টারের মালিক এনামুল হোসেন জানান, হিরণ অত্যন্ত মনোযোগী ও সৎ ছেলে। তার মধ্যে উদ্ভাবনীশক্তি রয়েছে। পৃষ্ঠপোষকতা পেলে সে আরও অনেক দূর যেতে পারবে।

কার দখলে যাচ্ছে

(প্রথম পাতার পর)

যাচ্ছেন বিশ্বরাজনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। অনেক দেশের হেভিয়েট নেতারা এখন এই নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে আছেন কারণ এটার ওপর অনেক হিসাবনিকাশ নির্ভর করছে যেমন– নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, অর্থনীতি, কর্তৃত্ববাদ, অস্ত্র ব্যবসা ইত্যাদি। তবে নাটকীয় কিছু না ঘটলে আগামী ৩ নভেম্বরে সব জল্পনা-কল্পনার অবসান হবে।

সবাই জানে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয় নভেম্বর মাসের প্রথম মঙ্গলবার। ক্যালেন্ডার অনুযায়ী সেটা এই বছরের ৩ নভেম্বর পড়ছে। চলতি বছরের সমীক্ষাগুলো বলে দিচ্ছে, এবারের নির্বাচন মোটেও সহজ হবে না, সেটা ২০১৬ সালের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করলেই স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়। তবে নির্বাচন একদম শেষ না হওয়া পর্যন্ত যে কোনো কিছুই ঘটতে পারে। ইলেকটোরাল কলেজে মোট ভোট ৫৩৮টি। এখানে কোনো প্রার্থীকে বিজয়ী হতে হলে অবশ্যই ২৭০টি ভোট পেতে হয়। সুতরাং ৭৭ বছর বয়সি ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেন অথবা ৭৪ বছর বয়সি রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প যে-ই নির্বাচিত হতে চান না কেন এটা সত্যি যে, একে-অপরকে কঠিন সমীকরণের মুখোমুখি হতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের যে ৫০টি অঙ্গরাজ্য আছে তাদের অধিকাংশ রাজ্যের নাগরিক খুব তাড়াতাড়ি ভোট প্রদান করেন আবার এমনও কয়েকটি রাজ্য আছে যারা একেবারে শেষদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। তারা অনেক ভেবেচিন্তে নিজেদের ভোট দেন। যেসব রাজ্যের নাগরিকরা এভাবে ভোট প্রদান করেন সেইসব রাজ্যকে অনেক বিশেষজ্ঞই সুইং স্টেট বলে থাকেন। এবারেও কয়েকটি রাজ্যকে সেই ক্যাটেগরিতে শনাক্ত করা হয়েছে, রাজ্যগুলো হলো–মিশিগান, ফ্লোরিডা, নর্থ ক্যারোলাইনা, উইসকনসিন এবং অ্যারিজোনা। তবে এখন পর্যন্ত যতগুলো জরিপ হয়েছে তাতে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেনের দিকে ঝুলে আছে অর্থাত্ প্রেসিডেন্ট হওয়ার দৌড়ে তিনি এগিয়ে আছেন।

সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, গত নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প যে রাজ্যগুলোতে হিলারি ক্লিন্টনকে হারিয়েছিলেন এখন সেসব রাজ্যে জো বাইডেন তার থেকে অনেকটা এগিয়ে। এভাবে চলতে থাকলে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হওয়া কিছুটা কঠিন হয়ে যাবে। জো বাইডেনকে হালকাভাবে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তিনি বয়সে যেমন প্রবীণ রাজনীতিতেও তেমন। বারাক ওবামা যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। যদি তিনি নির্বাচিত হন তাহলে তিনিই হবেন আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে প্রবীণ প্রেসিডেন্ট।

অনেকের ধারণা, বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা তাহলে কি কমে গেল? কিছুটা কমেছে এটা নিশ্চিত কারণ, একেক সময় হঠকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নোভেল করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দমনে ব্যর্থ হওয়া এবং মিডিয়ার সামনে উলটাপালটা কথা বলা যার ফলে সবার কাছে হাসি-তামাশার পাত্রে পরিণত হয়েছিলেন। অবশ্য নোভেল করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব যখন যুক্তরাষ্ট্রে হু হু করে বাড়তে থাকে তখন তিনি যে বিরাট অঙ্কের প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছিলেন তাতে অনেকেই খুশি হয়েছিল। এমনকি সেসময় তার সমর্থন বেড়েছিল ৫৫ শতাংশ কিন্তু সেটা ধরে রাখতে পারেননি। এখন সেই সমর্থন ৭৮ শতাংশ নেমে এসেছে। সুতরাং এটা থেকেও অনুমান করা যায় তিনি খুব একটা স্বস্তিতে নেই।

তবে আশার বাণী হলো–সাম্প্রতিক সময়ে কম ট্যাক্স হার, বন্দুক রাখার অধিকার এবং অভিবাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেন এজন্য প্রত্যন্ত এলাকাগুলোয় তার জনপ্রিয়তা কিছুটা বেড়েছে। অপরদিকে জো বাইডেন বলছেন, 'বর্তমান প্রেসিডেন্ট যুক্তরাষ্ট্রের গৌরব নিয়ে ছেলেখেলা করেছেন, পরোক্ষভাবে জলবায়ু বিপর্যয় ঘটিয়েছেন, কথায় এবং কাজে সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দিয়েছেন, মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের প্রভাব হারিয়েছেন, করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবিলা করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন, বহুবার ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন, এমনকি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ টেলিফোন আলাপচারিতা প্রকাশ যা আমেরিকার ইতিহাস ও ঐতিহ্যে আঘাত হেনেছে।

এখন আমাদের হারানো গৌরব ফিরে পেতে চাই। সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে এক জন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট কখনো নিজের ব্যক্তিগত কাজের জন্যে তার প্রেসিডেন্ট পদটি ব্যবহার করতে পারেন না। 'ট্রাম্পও অবশ্য ছেড়ে কথা বলেননি। ডজন খানেক অভিযোগ হাজির করেছেন জো বাইডেনের বিরুদ্ধে। এজন্য কাউকেই ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। তবে শেষমেশ সব বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে ৩ নভেম্বরেই চূড়ান্ত হয়ে যাবে কে হচ্ছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগামী চার বছরের কান্ডারি জো বাইডেন নাকি ডোনাল্ড ট্রাম্প! ততদিনে অপেক্ষা করতে হবে সবাইকে।

শর্ত সাপেক্ষে বিমান শতভাগ যাত্রী নিতে পারবে

(প্রথম পাতার পর)

সাপেক্ষে প্রায় শতভাগ যাত্রী নিতে পারবে এয়ারলাইনসগুলো। তবে কেবিন ক্রুদের মতো এবার যাত্রীদেরও পরতে হবে হ্যান্ড গ্লাভস, মাস্কের পাশাপাশি 'ফেস শিল্ড'। যাত্রীদের এসব সুরক্ষাসামগ্রী সরবরাহ করতে হবে এয়ারলাইনসকে। একই সঙ্গে পেছনের দুই সারি সিট খালি রাখতে হবে। যদি কোনো যাত্রী অসুস্থ বোধ করে, তাদের পেছনের সিটে বসানো নিশ্চিত করতে এমন নির্দেশনা দিয়েছে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)।

সূত্র জানায়, এসংক্রান্ত নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট সব এয়ারলাইনসের কাছে পঠিয়েছে বেবিচক, যা আজ রবিবার থেকেই কার্যকর হচ্ছে। তবে আন্তর্জাতিক রুটে এই নিয়ম শিগগিরই চালু করা হচ্ছে না। বিমানযাত্রায় করোনাভাইরাস সংক্রমণ এড়াতে ৭৫ শতাংশের বেশি যাত্রী না নেওয়ার নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল বেবিচক। এ জন্য Ôগাইডলাইন ফর এয়ার অপারেটরস অন প্রিভেন্টিং স্প্রেড অব কভিড-১৯ অন কমার্শিয়াল এয়ারক্রাফট' শীর্ষক ৩৫টি নির্দেশনাসংবলিত আদেশ জারি করা হয়েছিল।

জানতে চাইলে বেবিচক চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল এম মফিদুর রহমান গতকাল বলেন, 'বিমান সংস্থাগুলোর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা শর্ত সাপেক্ষে শুধু অভ্যন্তরীণ রুটে এই নিয়ম কার্যকর করছি।'

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) কামরুল ইসলাম গতকাল বলেন, 'আমরা যাত্রীদের যাওয়া-আসা দুই গন্তব্যেই ফেস শিল্ড, মাস্ক ও গ্লাভস সরবরাহ করব। আমাদের ৭২ আসনের উড়োজাহাজে ৬৮ জন যাত্রী পরিবহন করতে পারব। বেবিচকের স্বাস্থ্যবিধি মোতাবেক আমরা আজ (গতকাল) থেকেই এই নিয়ম কার্যকর করছি।'

করোনাভাইরাসের কারণে ২১ থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত যুক্তরাজ্য, চীন, হংকং, থাইল্যান্ড ছাড়া সব দেশের সঙ্গে এবং অভ্যন্তরীণ রুটে যাত্রীবাহী ফ্লাইট চলাচল বন্ধের ঘোষণা দিয়েছিল বেবিচক। পরে ১৬ জুন থেকে বিমান চলাচল আবার শুরু হয়।

তবে আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে সিট খালি রাখার নিষেধাজ্ঞা শিগগিরই উঠছে না জানিয়ে বেবিচক চেয়ারম্যান বলেন, 'আমরা আন্তর্জাতিক রুটে এটি আপাতত করতে পারছি না। কারণ আমাদের বিমানবন্দরের ক্যাপাসিটি অনুযায়ী দূরত্ব মেনে ইমিগ্রেশন, হেলথ ডেস্কের কার্যক্রম চালানো কঠিন হবে।'

এদিকে চেক ইন কাউন্টারের কর্মীসহ বিমানবন্দরে কর্মরত কর্মীরা গ্লাভস, মাস্ক এবং পুনর্ব্যবহার অযোগ্য ক্যাপ ব্যবহার করছেন এবং চেক ইন কাউন্টারেই যাত্রীর তাপমাত্রা মাপা হচ্ছে। এ ছাড়া প্রতিটি ফ্লাইট ছাড়ার আগে উড়োজাহাজ, যাত্রীবাহী বাসও জীবাণুমুক্ত করতে হচ্ছে। সবাইকে ফ্লাইট ছাড়ার আগে 'সার্টিফিকেট অব ডিসইনফেকশন' দিচ্ছে বেবিচক। এখন পর্যন্ত উড়োজাহাজ জীবাণুমুক্ত করার ক্ষেত্রে কোনো অভিযোগ পাওয়া গেছে কি না, জানতে চাইলে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ এইচ এম তৌহিদ উল আহসান বলেন, 'আমরা এমন কোনো অভিযোগ পাইনি। নিয়ম মেনে ফ্লাইট চালাতে হচ্ছে।'

বদলে যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের সমীকরণ

(প্রথম পাতার পর)

আরবদেশগুলোর মধ্যে বাহরাইন চতুর্থ। এর আগে মিসর ও জর্দানও ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ও এর অধিকার প্রতিষ্ঠার আগেই আরবদেশগুলো যেভাবে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করা শুরু করেছে তাতে মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে যাচ্ছে। এর কমবেশি প্রভাব পড়তে পারে অন্য অঞ্চলের মুসলিম দেশগুলোর ওপরও।

উল্লেখ্য, এ মাসের শুরুতেই সৌদি আরব তার আকাশসীমা ইসরায়েলের ফ্লাইটগুলোকে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার এক বিশ্লেষণে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, উপসাগরীয় অঞ্চলের রাজনীতিতে সবচেয়ে প্রভাবশালী রাষ্ট্র সৌদি আরব কিছুটা সময় নিলেও আগামী দিনগুলোতে তারা ইউএই ও বাহরাই‡নর পথে হাঁটতে পারে। বিশ্লেষকদের মতে, সৌদি আরব বিরোধিতা করলে বাহরাইন কখনোই ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার মতো বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারত না।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌদি বিশ্লেষক বার্নার্ড হেইকেল দেখা করেছিলেন সৌদি আরবের প্রভাবশালী যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গে। তিনি বলেছেন, সৌদি আরবও একই পথে হাঁটছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ইসরায়েলের সাবেক রাষ্ট্রদূত ড্যান শ্যাপিরোর মতে, আরবদেশগুলোর সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়া ভালো। ইসরায়েল-বাহরাইন সমঝোতাকে অনেক বছরের চেষ্টার ফল হিসেবে উল্লেখ করে তিনি টুইট বার্তায় লিখেছেন, চৌকস কূটনীতি ইসরায়েল-ফিলিস্তিন দুই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সমাধানের উদে¨াগে নতুন মাত্রা আনতে পারে।

তবে মিশ্র প্রতিক্রিয়া এসেছে সারা বিশ্ব থেকে। ফিলিস্তিনি নেতারা বাহরাইন-ইসরায়েল সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ চুক্তিকে একটি আরব রাষ্ট্রের বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইউএই, মিসর ও জর্দান ওই চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছে। অন্যদিকে কড়া প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে ইরান ও তুরস্ক।

হিলসাইড এভিনিউতে বাসা ভাড়া

অক্টোবর থেকে হিলসাইড এভিনিউতে কারওয়ান সংলগ্ন সাবওয়ের সঙ্গে নতুন রেনোভেশন করা ৩ বেডরুম ও ২ বাথরুমের বাসা ভাড়া হবে।

যোগাযোগ: ৯২৯-৪৫০-১৭৮৬ অথবা ৯১৭-২৮৫-৫৩৭০ অথবা ৩৪৭-৭২০-৬৭২৮

সে-১৪/২১

রুমমেট আবশ্যক

ইস্ট এলহার্স্টের ৮৪ স্ট্রীট ও ৩০ এভিনিউতে একটি বেসমেন্টের জন্য রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯১৭-৪৭৮-৭১৩১

সে-১৪/২১

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে পিতামাতার সাথে বসবাসকারী আমেরিকান সিটিজেন পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়স যোগ্য পাত্র চাই। পাত্রী কিউনি থেকে ব্যাচেলর (বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার) এবং পেন ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স ডিগ্রিধারী (বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার)। বর্তমানে কর্মরত। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫৯১-৪৬৯৬ (সেল) অথবা ৭১৮-৯৩১-২৫০৯ (বাসা)।

e-mail: moondhs@gmail.com

সে-১৪/২১/২৮/অ-৫

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসেল হীল এবং ক্রুনবল এলাকায় এক বেডরুম, লিভিং রুম, ডাইনিং, কিচেন, ফুল বাথ সহ সেমি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ইউটিলিটি ভাড়ার সাথে সম্পৃক্ত। যাতায়াতের জন্য পৃথক এনট্রেন্স। যোগাযোগ অপু। **ফোন: ৯১৭-২৯১-৮০৯৫ অথবা ৯১৭-২৯১-৩২৭২**

সে-০৭/১৪

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা ট্রেন ষ্টেশনের পাশে মনোরম পরিবেশে একটি বাসা ভাড়া হবে।

যোগাযোগ: ৭১৮-৬৯০-৮৮৮৩

এপার্টমেন্ট ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারের মেসিস মলের সামনে সাবওয়ে থেকে ২ ব্লকের ভিতর ১ বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৫৬১-১০৯০

বাড়ী ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-১৬ ১৮৩ স্ট্রীটে সুবিশাল তিন বেডরুম, পৃথক ইন্টারেন্স লিভিং ডায়ানিং, বড় একটি ফুল বাথরুম এবং সুন্দর বড় কিচেন, সেকেন্ড ফ্লোর-এর বাড়ী ১ সেপ্টেম্বর থেকে ভাড়া হবে। সকল ধরনের ট্রান্সপোর্ট ও গ্রোসারী খুব কাছে এবং এফ ট্রেন সাবওয়ে মাত্র দুই ব্লক দূরে। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৬৪-১৬৬০ অথবা ৯২৯-৩৭২-০৪৪১

জুলা-২০/২৭

রুমমেট চাই

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে ৬৯ স্ট্রিট এবং রুজভেল্টের উপর ই, এফ, আর, এম এবং ৭ ট্রেন সাবওয়ের অতি নিকটে দ্বিতীয় তলায় ১ জুলাই থেকে একজন পুরুষ রুমমেট চাই।

যোগাযোগ: ৬৪৬-৬৯৩-২৯৪৬ অথবা ৯২৯-৪২১-০০৩৯

০৬/১৪

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা ১৬৯ স্ট্রীট এবং গথিক এভিনিউ মসজিদ এবং সাবওয়ের কাছে একটা আলাদা রুম স্বামী-স্ত্রী অথবা দুইজন মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৭৫৩-০৭৫৭। ০৭/২৭

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়া (এল, আই, সি) ৩৯-৪৯ ২৪ স্ট্রিটে প্রাইভেট হাউজের প্রথম তলায় ৩ বেডরুম, লিভিং, কিচেন, ফুল বাথরুম সহ এখনি উঠার উপযোগী ১টি বাসা ব্যাচেলরদের/অফিস ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৪০০-৯২১৭

০৮/০১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৪৬-১৫ ১০৬ এভিনিউতে সাতফিন বুলেভার্ডে (ই, জেড, এল, আই, আর) ট্রেন ও কিউ ৬০, ৪০, ৬ বাস সন্নিকটে। সম্পূর্ণ রেনোভেটেড বড় ৪ বেডরুমের বাসা ১ আগস্ট থেকে ভাড়া দেয়া হবে।

যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৪০-৩৪০৪

০৮/০১

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের এল্ডার এভিনিউতে ২ রুমের ১টি বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ৬ ট্রেন সাবওয়ের কাছে, ব্যাচেলরদের অগ্রগন্য। যোগাযোগ: ৯১৭-৬৫১-৭৭৪৯ অথবা ৯১৭-৪০২-৮৪৭৯

০৮/০১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৬১-৬৭ ৮৬ এভিনিউতে এফ ট্রেন সংলগ্ন ২য় তলায় ও এটিক সহ ৩ বেডরুম সহ ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৩০১-০৩২১ অথবা ৬৪৬ড় ২৮৭-০০১১

০৮/০১

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কস পেলহামবে পার্ক/পার্কচেস্টার ১ বেডরুমের ওয়াকিং সম্পূর্ণ রেনোভেটেড এপার্টমেন্ট আলাদা বেডরুম, বড় লিভিংরুম আলাদা প্রবেশ পথ ব্যাকইয়ার্ডে গাড়ি ড্রাইভওয়ে সহ শুধু বড়দের এবং কোয়ালিফাইডদের জন্য ভাড়া হবে। ৬ ট্রেন ও বাস বি এক্স ৮, ২৪, কিউ ৫০। সব কিছু কাছে, ভালো এলাকা। যোগাযোগ: ৯১৭-২০১-১৬১৭

০৮/০১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার মেরিক বুলেভার্ডে ১১০ এভিনিউতে ১ বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। এবং ৩ বেডরুমের ১টি রুম ১জন মহিলার কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫৪১-৯৬৩২ অথবা ৩৪৭-৫৯২-৪১৩৩

০৮/০১

বাসা ভাড়া

সানিসাইডে ৭ ট্রেন সাবওয়ে, মসজিদ ও সুপার মার্কেট সংলগ্ন মনোরম পরিবেশে সুন্দর এক বেডরুমের বাসা বেডরুম, লিভিংরুম, স্টোররুম) অধূমপায়ী স্বামী-স্ত্রী/ ব্যাচেলরের নিকট ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৩০-১০৪০ অথবা ৭১৮-৩৬১-১৩১৫

০৮/০১

বাসা ভাড়া

১০৩ স্ট্রিট ওজন পার্কে ১ম তলায় ৩ বেডরুম ও ২য় তলায় ৪ বাসা ভাড়া দেয়া হবে। এ ট্রেন এবং বাস কিউ ৮ ও ১১২ ১ ব্লকের ভিতর। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬১৩-৬৮৯৩ অথবা ৩৪৭-৬১৩-৭০২৩

০৮/০১

বাসা ভাড়া

ইড সাইডের প্রাণকেন্দ্রে ৫৮ স্ট্রিটে মসজিদ. মাদ্রাসা, মন্দির, স্কুল, হালাল গ্রোসারি সেভেন, এম, আর/ আল, আই, আর কিউ লাইনের বাস) এর সন্নিকটে ৪ বেড ২ ফুল বাথরুম, লিভিং, কিচেন বেলকুনি ও প্রত্যেক রুমের আলাদা রাস্তা সহ বড় ফ্যামিলি ৪/৫ জনের নিকট ১লা আগস্ট থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৩২৫-৬০১১ অথবা ৯২৯-৪৩৫-৮৬৭০

০৮/০১

বাসা ভাড়া

ইস্ট এলমহার্স্ট এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্ট্রিটের উপরে ১ম তলায় ২ বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ:৯১৭-৩০১-২০৬৩

০৮/০১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা হিল সাইড এভিনিউ ১৯৭ স্ট্রিটে ৩ বেডরুমের বড় বাসা ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫২৩-০০২৭

০৮/০১

বাসা ভাড়া

১৭৮-১৩ ১০৭ এভিনিউ ২য় তলায় ৩ বেড, লিভিং, কিচেন ফুল ২ বাথরুম, ৫ ক্লোজেটসহ বাসা ভাড়া দেয়া হবে। মসজিদ এবং স্কুলের সন্নিকটে এখনি উঠা যাবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৫১৩-৭৭৫৯

০৮/০১

বেসমেন্ট ভাড়া

ওজনপার্কে রেনোভেটেড এক বেডরুমের ওয়াক-ইন-বেসমেন্ট স্বামী-স্ত্রীর জন্য (লিভিং ও কিচেন সাথে) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আনসার। ফোন: ৭১৮-৮৪৫-১৭৭৬

আ-২৪/৩১

মালিক কর্তৃক বাড়ী (প্রপার্টি) বিক্রয়

নিউইয়র্কের বাফেলো সিটিতে সিঙ্গেল ফ্যামিলি একটি বাড়ি বিক্রয় হবে। বাড়িটিতে ৪ বেডরুম ও দুই বাথরুম রয়েছে। বাড়িটির সাইজ ১৬৩৮ স্কয়ার ফুট এবং লট সাইজ ৩১৫০ স্কয়ার ফুট। বাড়িটির কন্ডিশন খুবই ভাল। সুলভে বাড়ি ক্রয়ের জন্য রিয়েল এস্টেট এজেন্টদের বদলে আমার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করুন। যোগাযোগ: খাদিজা। ফোন: ৬৪৬-৭৬৪-৩১৩৯

সে-২৮

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস-এ ৮৫ স্ট্রিট ৩৫ এভিনিউ এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ ২ বেডরুমের বাসার ১টি রুম ভাড়া দেয় হবে। শুধু মাত্র স্বামী-স্ত্রী/মহিলার অগ্রাধিকার। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৪৮-০৯৬৭

০৮/০১

মেডিকেল অফিসের জন্যে 'আবশ্যক'

নিউইয়র্কের ব্রুকলীনে ৪৮৬ ম্যাকডোনাল এভিনিউতে একটি মেডিক্যাল অফিসের জন্য পিএ (Physian Assistant), এন পি (Nurse Practitioner), মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট ২ জন (এমবিবিএস) আবষ্যক। প্রাথীদেরকে বাংলা/ই;রেজীতে পারদর্শী হতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৪৭-৭২২৬

আ-৩১/সে-৭/৮

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৯ স্ট্রীট সাবওয়ের কাছে ৯০-১০ ১৮২ স্ট্রীট ঠিকানায় ১ অক্টোবর থেকে স্বামী-স্ত্রীর জন্য বেসমেন্ট ভাড়া হবে।

যোগাযোগ: ৬৪৬-২৫৫-৮৯২৩

আ-৩১/সে-৭/৮

বাসাভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ১ অক্টোবর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭ অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

আ-৩১/সে-৭/৮

সেমিবেসমেন্ট বাসা ভাড়া

ওজনপার্কের ৯৫-২৪ ১০৫ স্ট্রীটে ১ সেপ্টেম্বর থেকে ২টি বেড রুম একটি বেবী রুম, ডাইনিং এন্ড লিভিং এবং কিচেন সহ সম্পূর্ণ নিউ রেনোভেটেড সেমিবেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। গ্রোসারী, স্কুল, মসজিদ, কিউ২৪ ও কিউ৮ বাস এবং ১০৮ স্ট্রীট সাবওয়ে এ ট্রেন নিকটে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৫৫-৯১৬৩

আ-১০/১৭

রুম ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭২-৮৯ ১৬ হিলসাইড এভিনিউতে সেমিবেসমেন্ট-এর ২টি আলাদা রুম আগস্ট শুধু মাত্র ব্যাচেলরের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। বাথরুম কিচেন শেয়ার। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৪৯-৩৮৯৭ অথবা ৩৪৭-৫৯৩-৭১০৪।

০৮/০১

গ্যারেজ ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৫ ষ্ট্রীট ও হিলসাইড এভিনিউর কাছে একটি ইনডোর গ্যারেজ (রিমোট কন্ট্রোলে পরিচালিত) গ্যারেজ ভাড়া হবে। ম্যাসেজ রাখুন-৯১৭-৫৩৩-৩৯২৮

আ-১৭/২৪

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার হলিসের ১৯৬ ষ্ট্রীট ও ৮৯ এভিনিউতে (হিলসাইড এভিনিউর পাশে) একটি এক বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ। ফোন: ৯১৭-৪১২-৭৭৩৯

আ-১৭/২৪

বেসমেন্ট ভাড়া

ব্রুকলীনের ইস্ট নিইয়র্ক-এ (ইউক্লিডি এভিনিউর কাছে) নিউলি রেনোভেটেড বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ব্যাচেলর আগ্রাধিকার। এক ব্লক দূরত্বে এ/সি সাবওয়ে। যোগাযোগ: ৯১৭-৪৭৮-৩০১৮ অথবা ৮৪৮-৪৬৭-০৩৪৯

আ-১৭/২৪

রুম ভাড়া

ব্রয়ারউড-ভ্যান উইক এফ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে আগস্ট মাস থেকে ১টি রুম ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-৬০০-৯১৪৬

০৮/০১

মেডিকেল অফিসে লোক আবশ্যক

১। পিএ - ফিজিশিয়ার এ্যাসিস্ট্যান্ট-একজন
২। আরএনপি -রেজিস্ট্রারড নার্স প্রেকপিশনার -একজন
৩। মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট (এমবিবিএস)- দুইজন

যোগাযোগঃ
SWMPC
486 Mcdonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
718-247-7226
347-413-8181 জুলা২০/২৭

গ্রীন ক্যাব বিক্রয়/ভাড়া

খুব ভাল কন্ডিশনের একটি গ্রীন ক্যাব জরুরী ভিত্তিতে বিক্রয়/ভাড়া হবে। শুধুমাত্র আগ্রহীগণ যোগাযোগ করুনঃ

৯২৯৩৯৩৬৮০৭

টিউটর আবশ্যক

জ্যামাইকা হিলসাইডে GED কারিকুলাম অনুযায়ী ইংলিশ ও সোশ্যাল স্টাডিজ পড়ানোর জন্য টিউটর আবশ্যক। যোগাযোগ: ৭১৮-৫৯৪-৫২৫৬

জুলা-১৩/২০

ডুপলেক্স হাউজ সেল

জ্যামাইকায় ওয়ান ফ্যামিলির সুন্দর হাউজ বিক্রি হবে। স্পূর্ণ রেনোভেটেড, এক্সিলেন্ট কন্ডিশন এবং সবকিছুই নতুন। ফাস্ট ফ্লোরে লিভিং, কিচেন, ডাইনিং হাফ বার্থরুম এবং সেকেন্ড ফ্লোরে তিন বেডরুম সহ ফুল বাথরুম। এছাড়াও বেসমেন্টে কিচেন ও ফুল বাথরুম সসহ বড় স্টুডিও রুম রয়েছে। বাস, ট্রেন, গ্রোসারী স্টোর কাছাকাছি।

যোগাযোগ: ৯১৭-৪৪২-৮৬৪৮ অথবা ৯১৭-৮৯২-৭৫০০

আ-৩১/সে-৭/৮

আবশ্যক

নিউইয়র্কের একটি মিডিয়া হাউজে বিজ্ঞাপন/মার্কেটিং বিভাগে কাজ করার জন্য পুরুষ/মহিলা আবশ্যক। আগ্রহী প্রার্থীরা যোগাযোগ করুন। যোগাযোগ: ৭১৮-৪৮২-৯৯২৩

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com



জুমার দিন সড়ক বন্ধ করে নামাজ আদায়ের অনুমতি লাভ

(শেষের পাতার পর)

সিটি প্রশাসন। গ্লেনমোর এভিনিউয়ের সেভেটি সেভেন্টি থেকে সেভেন্টি সিক্স স্ট্রিট পর্যন্ত সড়কটি দুই ঘন্টা বন্ধ করে মুসলমানদের নামাজের জন্য অনুমতি দিয়েছে।

জানা যায়, ওজনপার্কে সত্তর দশক থেকে বাংলাদেশীদের বসতি শুরু হয়। নামাজ আদায়ে ২০০১ সালে নির্মিত হয় আল ফোরকান জামে মসজিদ। এ এলাকায় আরও ৬ টি মসজিদ নির্মাণ করেছেন বাংলাদেশীরা। কিন্তু ওজনপার্কে ৩০ হাজারের অধিক বাংলাদেশীর বসতি থাকায় এসব মসজিদেও জায়গা সংকুলান হচ্ছেনা। তাই আল ফোরকান মসজিদ সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়েছে মসজিদ কমিটি। ইতোমধ্যে ওয়ান পয়েন্ট ত্রি মিলিয়ন ডলারে এ মসজিদের পাশে ক্রয় করা হয়েছে জমি। এখানেই নির্মিত হবে তিন তলা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক মসজিদ। যেখানে থাকবে সকল সুবিধা। থাকবে মুসলিম ফিউনারেলও।

আল-ফোরকান জামে মসজিদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বদরুল হোসেন খান জানান, নতুন ক্রয়কৃত জমির লোন পরিশোধে এগিয়ে এসেছেন বাংলাদেশী কমিউনিটি। মাত্র এক সপ্তাহে তারা প্রায় পাঁচ লাখ ডলার সহায়তা দিয়ে লোন পরিশোধ করেছেন। শিগগিরই শুরু হবে নতুন মসজিদ নির্মাণ কাজ। মসজিদটি নির্মাণে কমিউনিটির আরও সহায়তা চেয়েছেন মসজিদ কমিটি। চলছে লাইম মেম্বার ড্রাইভ।

আল ফোরকান জামে মসজিদ নির্মাণে ব্যয় হবে অন্তত সাড়ে তিন মিলিয়ন ডলার। মসজিদের নতুন গঠনতন্ত্রের আলোকে ১৫০০ ডলার অনুদান দিয়ে ইতোমধ্যে শতাধিক মুসল্লি লাইফ মেম্বারশীপ নিয়েছেন। মূলত: লাইফ মেম্বারদের অর্থায়ে এতো বড় প্রকল্প হাতে নিতে পেরেছে মসজিদ কমিটি। লাইফ মেম্বারশীপ সকলের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে জানিয়ে বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছে মসজিদ কমিটি।

ইন্টারন্যাশনাল সিবেড অথরিটিতে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধির

(৪৬ পাতার পর)

বাংলাদেশ ও ইন্টারন্যাশনাল সিবেড অথরিটি (আইএসএ) এর মধ্যকার পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, বাংলাদেশ সবসময়ই ইন্টারন্যাশনাল সিবেড অথরিটির ভূমিকা বিশেষ করে গভীর সমুদ্র তলদেশে অবস্থিত খনির সুফলের যথাযথ অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার জন্য নিয়ন্ত্রক কাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে আইএসএ-এর যে ভূমিকা তা গভীরভাবে মূল্যায়ন করে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের উপায় হিসেবে সক্ষমতা বিনির্মাণ এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও আইএসএ এর মধ্যে আরও বেশী সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি। মহাসচিব লজ আইএসএ এর ম্যান্ডেট পূরণে বাংলাদেশের অবদানের প্রতি গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেন। ভবিষ্যতে কারিগরি ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনাল সিবেড অথরিটিতে বাংলাদেশ আরও নিবিড়ভাবে অংশগ্রহণ করবে মর্মে মহাসচিবকে নিশ্চয়তা দেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা।

বাংলাদেশসহ ১৬৭টি রাষ্ট্র নিয়ে জাতিসংঘের সমুদ্র বিষয়ক আইন সংক্রান্ত কনভেনশনের আওতায় গঠিত ইন্টারন্যাশনাল সিবেড অথরিটি অপরিহার্য একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। আইএসএ সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ ও সুবিধার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক গভীর সমুদ্র তলদেশে খনিজ সংক্রান্ত সমুদয় কর্মকান্ড সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো বিনির্মাণের কাজ করে যাচ্ছে। জ্যামাইকার কিংস্টোনে এর সদরদপ্তর অবস্থিত। -প্রেস রিলিজ

প্রবাসে থাকা সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য নতুন সুখবর

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রবাসে থাকা সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য নতুন সুখবর দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। প্রবাসীরা দেশে টাকা পাঠালে ২ শতাংশ হারে যেদিন থেকে প্রণোদনা দেয়া শুরু করা হয়েছিল এবার প্রবাসে থাকা সরকারি কর্মকর্তাদেরও একইদিন থেকে প্রণোদনা দেয়ার কথা বলেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

২০১৯ সালের ১ জুলাই থেকে শুধু প্রবাসীদের জন্য দুই শতাংশ হারে প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে। পরে চলতি বছরের ১১ মার্চ এক প্রজ্ঞাপনে বাংলাদেশ ব্যাংক জানায়, শিপিং লাইন, পাইলট, মেরিনার ও সরকারের কর্মকর্তারা বিদেশে থেকে আয়ের টাকা দেশে পাঠালে প্রণোদনা পাবেন। ফলে কর্মকর্তারা তখন থেকেই প্রণোদনা পাচ্ছেন। কিন্তু গেল বৃহস্পতিবার (১০ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবাসে থাকা সরকারি কর্মকর্তাদের প্রণোদনা নিয়ে নতুন করে নির্দেশনা দিয়েছে। ব্যাংকগুলোকে দেয়া ওই নির্দেশনা কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলেছে, সরকারি কর্মকর্তাদের প্রণোদনা ২০১৯ সালের ১ জুলাই থেকে কার্যকর হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগ থেকে দেয়া নির্দেশনায় বলা হয়, চলতি বছরের ১১ মার্চ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানানো হয়েছিল- বাংলাদেশী মালিকানাধীন শিপিং লাইনস ও এয়ারলাইনস কোম্পানির বিদেশ অফিসে (বাংলাদেশ সরকার বা সরকারের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ব্যতীত) ও বিদেশি শিপিং লাইনস ও এয়ারলাইনসে কর্মরত বাংলাদেশী মেরিনার ও এয়ারক্র্যাফট পাইলট এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘ বা অন্যান্য সংস্থা, প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশি মিশনে (বাংলাদেশ সরকার বা সরকারের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ব্যতীত) কর্মরত বাংলাদেশী কর্মকর্তারা বিদেশে অবস্থানকালে অর্জিত অর্থ বৈধ উপায়ে দেশে পাঠালে ওই অর্থের ওপর নগদ সহায়তা প্রাপ্যতার বিষয়টি অবিলম্বে নিশ্চিত করতে হবে। তবে সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সেই প্রজ্ঞাপনের বর্ণিত অবিলম্বে কার্যকর বলতে কোনো কোনো ব্যাংক ২০১৯ সালের ১ জুলাই এবং কোনো কোনো ব্যাংক প্রজ্ঞাপনের তারিখ থেকে প্রবাসী আয় বিবেচনা করে গ্রাহককে ২ শতাংশ নগদ সহায়তা প্রদান করছে। এতে করে গ্রাহকদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। তাই নতুন করে স্পষ্ট করা যাচ্ছে, এ নির্দেশনা ২০১৯ সালের ১ জুলাই থেকে কার্যকর হবে।

উল্লেখ্য, ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে ২ শতাংশ হারে প্রণোদনা ঘোষণা করা হয়। বৈধ উপায়ে প্রবাসী আয় বাড়াতে এমন সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। সে অনুযায়ী, গতবছরের ১ জুলাই থেকে প্রবাসীরা ব্যাংকিং চ্যানেলে টাকা পাঠালে প্রতি ১০০ টাকার বিপরীতে ২ টাকা প্রণোদনা পেয়ে আসছেন। এর ফলে করোনার মধ্যেও রেকর্ড গড়ছে রেমিট্যান্স।

করোনা প্রাদুর্ভাবের কারণে মন্দা কাটাতে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স ৫ হাজার ডলার বা ৫ লাখ টাকা কোনো যাচাই-বাছাই ছাড়া ২ শতাংশ নগদ সহায়তা দিচ্ছে সরকার। যা আগে দেড় লাখ টাকা পর্যন্ত কোনো যাচাই-বাছাই ছাড়া নগদ সহায়তা দেয়া হচ্ছিল।

ট্রেন-বাসে মাস্ক না পরলে ৫০ ডলার জরিমানা

(শেষের পাতার পর)

প্রতিদিন যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে ৩০ হাজার মানুষ করোনায় আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ শিরোনাম হচ্ছে। আবহাওয়া পরিবর্তন হচ্ছে গরম কমে আসছে, বইতে শুরু হয়েছে শৈতপ্রবাহ। আর এই পরিবর্তন আরেক দফা করোনা সংক্রমন বৃদ্ধির বার্তা নিয়ে আসছে কীনা এমন উদ্বেগ সকল মহলে। এখনো পৃথিবীর শীর্ষ করোনা শনাক্ত দেশ যুক্তরাষ্ট্র। মোট শনাক্ত ৬৭ লাখের উপরে, ওয়ার্ল্ডোমেটারের তথ্য অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে মারা গেছেন এক লাখ ৯৮ হাজারের উপরে, আর সুস্থ হয়েচেন ৩৯লাখ ৭১ হাজারের উপরে।

করোনা নিয়ন্ত্রণে ফেডারের এবং ষ্টেট কঠোরতা অবলম্বন করছেন। ট্রেন এবং বাসে মাস্ক ব্যবহার না করলে ৫০ ডলার জরিমানার বিধান করা হয়েছে। ফ্লোরিডা এবং টেক্সাসে শনাক্ত এবং মৃত্যু বাড়লেও বেশীর ভাগ অঙ্গরাজ্যে কমে আসছে। এদিকে এই সপ্তাহেই খোলছে নিউইয়র্ক এর পাবলিক স্কুল। প্রতিবাদ আপত্তির মুখে স্কুল খোলা হচ্ছে সর্বোচ্চ সাবধানতায়। সীমিত করা হবে ছাত্র উপস্থিতি। করোনা মহামারীর মাঝে এগিয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন। নির্বাচনের আগে না-কি পরে করোনার ভ্যাকসিন বাজারে আসবে সে বিতর্ক এখনো থামেনি যুক্তরাষ্ট্রে। নিউইয়র্কে করোনা অনেকটা নিয়ন্ত্রণে থাকলেও শংকা পিছু ছাড়ছেনা জনমনে। খোলে দেয়া হচ্ছে রেস্টুরেন্ট এবং বার।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে করোনা নিয়ন্ত্রনে ইতিমধ্যে রেকর্ড সংখ্যক টেস্ট সম্পন্ন হয়েছে, চলছে এন্টিবডি টেস্ট। ইতিমধ্যে ৯ কোটি২৩ লাখ মানুষের টেস্ট সম্পন্ন হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। করোনা নিয়ন্ত্রণে এই টেস্ট বড় ভুমিকা রাখছে বলে মনে করেন সংশ্লিস্টরা। চলতি মাসের শুরু থেকে বাসে আবারো মেট্রোকার্ডের ব্যবহার শুরু হয়েছে, এর আগে চার মাস বিনা ভাড়ায় বাস ব্যবহার করেছেন যাত্রীরা। এদিকে সাবওয়েতে বুথের ব্যবহার কমিয়ে এপসের ব্যবহার বাড়ানো হচ্ছে, লোকবল কমিয়ে দেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি সোমবার (১৪সেপ্টেম্বর) থেকে মাস্ক পড়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বাস-ট্রেন তথা সাবওয়েতে মাস্ক ব্যবহার না করলে ৫০ ডলার জরিমানা করা হবে। করোনা পরিস্থিতিতে স্বস্তিতে নেই কমিউনিটির মানুষ। কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষ কাজে ফিরতে পারছেন না। এদিকে আনএম্পলয়মেন্ট বেনিফিট ঝুলে যাওয়ার কারনে হতাশার মধ্যে রয়েছেন তারা। নিউইয়র্কে কাজের সঙ্কটের কারনে ইতিমধ্যে অন্যান্য সিটিতে কিংবা অন্য অঙ্গরাজ্যে পাড়ি জমাচ্ছেন। অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্রের বহুল আলোচিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আর মাত্র ৫০ দিন বাকী। এই নির্বাচনী হাওয়ায় করোনা পরিস্থিতি, আইন শৃংখলা পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা আপাতত প্রাধান্য পাচ্ছে কম। সবাই থাকিয়ে রয়েছেন ৩ নভেম্বরের মোড় পরিবর্তনের দিকে।

গ্রীন ক্যাব বিক্রয়/ভাড়া

খুব ভাল কন্ডিশনের একটি গ্রীন ক্যাব জরুরী ভিত্তিতে বিক্রয় ভাড়া ভাড়া হবে। শুধুমাত্র আগ্রহীগণ যোগাযোগ করুনঃ ৯২৯-৩৯৩-৬৮০৭

ফুড ভেন্ডার পারমিট ভাড়া হবে

একটি সিজনাল সিটিওয়াইড ফুড ভেন্ডার পারমিট ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া নিতে ইচ্ছুক যোগাযোগ করুন। ফোন: ৩৪৭-৫২৭-২৭৮৮ অথবা ৯২৯-৬৬৬-৯৫৬৪

জুলা-১৩

"House For Sale, As-is"

ON CLOSE BITS

39 Ashley St. Buffalo, NY 14212

6 Rooms, 3 Bath Rooms, Kitchen, New Re-Roof. Water, Gas & Electric is Available. Duplex House.

Need: 716-544-3646

Marriage Media

পাত্র-পাত্রী

খুজছেন সন্ধান দাতা

আপনি কিংবা আপনার আত্মীয়কে ছেলে মেয়ে বিবাহ দিতে চান?

সকল ধর্ম, সকল বর্ণের ইউরোপিয়ান/নেটিভ আমেরিকান, আফ্রিকান, ইন্ডিয়ান, শিক্ষক, ডাক্তার/নার্স, ফেডারেল জব, সিটিজেন, গ্রীনকার্ড ধারী, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, ইন্টারন্যাশনাল ব্যবসায়ী, ডিভোর্সি, বিধবা ও (সমকক) পাত্র-পাত্রী।

এ-টি প্রোপার্টির আজকাল পরিবারের সাথে যোগাযোগ।

সাফল্যতার সাথে অঙ্গীকারী।

আপনার অনুমান আড়া কিছু হয় না আমি উদ্বিগ্ন থাকে।

খান ভাই

646-637-7690

E-mail: khanma663@gmail.com

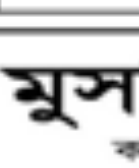
মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib

Bangla Bazar Jame Masjid

1351 Odell St, Bronx, NY 10462

ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eshea

BA (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tahsi, Fiqh

Marriage Registrar New York State

(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)

Tel: 347-208-9055

Email:abuleahea@gmail.com

মুসলিম কাজী অফিস



নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত

কাজী মাওলানা ওবায়দুল হক

ইমাম ও খতিব পার্কচেষ্টার ইসলামিক সেন্টার

ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা।

পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন ৩৪৭-৩২০-৭২১৮

13-75 Virginia Avenue, Bronx, New York 10462

মুসলিম কাজী



কাজী মাওলানা ক্বারী

মোহাম্মদ মইনুল ইসলাম

এম.এম.এম.এফ

শেশ ইমাম ও খতিব, পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ

ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিয়ে পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির আইন অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট এবং কাবিননামা প্রদান করা হয়।

1203 Virginia Avenue, Bronx, New York 10472

Phone: 718-863-1641 (Home), 313-204-0516 (Cell)

Email: mmislam67@yahoo.com

যে কোন ধরনের ওয়েবসাইড তৈরির জন্য যোগাযোগ করুন

MAHFUZ HASAN

Web Application Developer

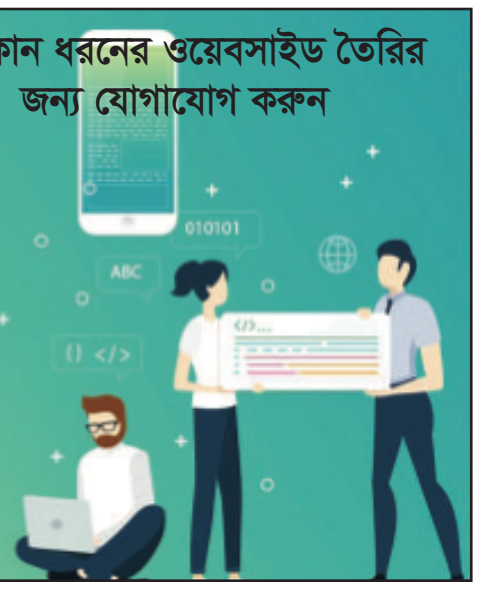
I will create high quality web application for you

Do you want to make a dynamic responsive, user friendly and fast web application to attract your clients?

Feel Free to Contact

sdmahfuz@gmail.com

+880 1770 472 939



MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY

KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR

IMAM & KHATUB

MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.

70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.

Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
বছরে আয় করুন সর্বোচ্চ $50,000

Hiring HHA & PCA

আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।

প্রশিক্ষণ ক্লাসের জন্য যোগাযোগ করুন

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে



HouseCalls HOME CARE
Home is never felt better...

718-731-9750

আমাদের অফিসে রয়েছে বাংলাদেশী স্টাফ

আপনাদের সুবিধার্থে চারটি অফিস

Jackson Heights:
72-16 Roosevelt Ave, NY 11372



Bronx:
1878 Cross Bronx Expwy, NY 10472



Jamaica:
90-50 Sutphin Blvd, NY 11435



Brooklyn:
2440 Fulton Street, NY 11233



বাংলাদেশী কম্যুনিটিতে একমাত্র 'লাইসেন্সধারী' হোম কেয়ার এজেন্সি

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika

ইন্টারন্যাশনাল সিবেড অথিরিটিতে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধির পরিচয়পত্র পেশ



নিউইয়র্ক: ইন্টারন্যাশনাল সিবেড অথরিটিতে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠানটির মহাসচিব মাইকেল ডব্লিউ লজ এর নিকট পরিচয়পত্র পেশ করলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। কোভিড-১৯ জনিত কারণে ভ্রমণ বিধি-নিষেধের ফলে ভার্চুয়াল আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে গত ৭ সেপ্টেম্বর এই পরিচয় পত্র পেশ করা হয়। পরিচয়পত্র পেশের সময় রাষ্ট্রদূত ফাতিমা ও মহাসচিব লজ এর মধ্যে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়



জ্যাকসন হাইটস কমিউনিটির উদ্যোগে ৯/১১'র ১৯তম স্মরণ ও প্রার্থনা বার্ষিকী পালন

নিউইয়র্ক: প্রতি বছরের মতো এবারও করোনাভাইরাসের ভয়াবহতাকে উপেক্ষা জ্যাকসন হাইটস কমিউনিটির উদ্যোগে ৯/১১'র ১৯তম স্মরণ ও প্রার্থনা বার্ষিকী পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে গত ১১ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার সন্ধ্যায় স্থানীয় ডাইভার্সিটি প্লাজায় সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

জ্যাকসনহাইটস ও এলমহার্ষ্ট এলাকার বৃহত্তর কমিউনিটির স্বার্থে নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল-২৫ থেকে কাউন্সিল মেম্বার পদপ্রার্থী ফাতেমা বারইয়াব-এর আয়োজনে অনাড়ম্বর এই স্মরণ ও প্রার্থনা সভায় নিহতদের জন্য বিশেষ প্রর্থনা করেন মোহাম্মদী সেন্টার ও এর স্বেচ্ছাসেবী উয়িং এন্টারটেরোরিজম অ্যাওয়ান্যাস ইউনিটের পরিচালক ইমাম কাজী কায়্যুম। এসময় ফাতেমা বারইয়াব বলেন, ৯/১১ এর সেই অনাকাঙ্খিত ভয়াল ও ভয়াবহ ঘটনার সময় আমার বয়স ছিল মাত্র ৩ বছর। কিন্তু আমার পরিবারের সদস্য ও জনজীবনে যে বিপর্যয় আমি দেখেছিলাম তা মনে হলে আজো শিহরিয়া উঠি। তার পরের বছর থেকে প্রতিবারই আমি দীর্ঘ ১৯ বছর যাবৎ আমার পরিবার ও জ্যাকসনহাইটস কম্যিউনিটির সাথে একাত্ম হয়ে এমন স্মরণ ও প্রার্থনা সভায় যোগ দিয়ে থাকি। উক্ত স্মরণ ও প্রার্থনা সভায় উপস্থিত বাংলাদেশীদের মধ্যে আব্দুল মালেক, মোহাম্মদ আলী প্রমুখ এবং মি. ও মিসেস আগা সালেহও বক্তব্য রাখেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির উদ্যোগে সেনসাস কার্যক্রম

উৎসবমুখর পরিবেশে শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কুল সাপ্লাই বিতরণ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি (জেবিএফএস)-এর উদ্যোগে সেনসাস কার্যক্রমে প্রবাসীদের উদ্বুদ্ধকরণ ও নাম অন্তর্ভূক্তি ছাড়াও সংগঠনের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কুল সাপ্লাই বিতরণ করা হয়েছে। গত ৬ সেপ্টেম্বর রোববার বিকেলে স্থানীয় ক্যাপ্টেন টিলি পার্কে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। করোনা-ভাইরাস পরিস্থিতে দীর্ঘদিন লগ ডাউনে থাকার পর ভিন্ন ধর্মী পরিবেশে স্বাস্থ্য সতর্কতার মধ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিশু-কিশোর-কিশোরী আর অভিভাবকদের উপস্থিতিতে অনষ্ঠানটি ছিলো উৎসবমুখর। উল্লেখ্য, আগামী ২১ সেপ্টেম্বর থেকে নিউইয়র্ক সিটির স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত রয়েছে। করোনাভার-রিাস পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকলে ঐদিন থেকেই স্কুলগুলো খুলবে। অবশ্য স্কুলে শিক্ষার্থীদের পাঠানোর ব্যাপারে অভি-ভাবকদের মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। খবর ইউএনএ'র।

অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের চলমান সেন্সাস-২০২০ কার্যক্রমে প্রবাসী বাংলাদেশীদের উদ্বুদ্ধকরণ আর অংশগ্রহণ জোরদার করতে কুইন্স সেন্সাস অফিসিয়াল কমিটির মেম্বার ও কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার ক্যাবেন প্যারস্টেল এবং ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি এবং কুইন্স সেন্সাস কমিটির মেম্বার মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারের নেতৃত্বে ভলেন্টিয়ারগণ সংশ্লিস্টদের নাম লিপিবদ্ধ করেন। এসময় সেন্সাস বিষয়েও আগ্রহীদের ধারণা ও প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়।

অপরদিকে 'ব্যাক টু স্কুল' কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রবাসী বাংলাদেশী সহ অন্যান্য কমিউনিটির দেড় শতাধিক স্কুল শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কুল ব্যাগ, খাতা-পেন্সিল সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্কুল সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ফ্রেন্ডস সোসাই-টির উপদেষ্টা ও কর্মকর্তাবৃন্দ এসব সামগ্রী শিক্ষার্থীরে হাতে তুলে দেন। এসময় শিক্ষার্থীরা লাইনে দাঁড়িয়ে তাদের উপহার গ্রহন করেন।





অনুষ্ঠানে জেবিএফএস'র প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি, সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আল আমীন রাসেল সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তারা অতীতের মতো এবারো এই মহামারীর সময়ে ফ্রেন্ডস সোসাইটির কার্যক্রম সফল করায় সকল প্রবাসী বাংলাদেশীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, সকল সুখ-দু:খে ফ্রেন্ডস সোসাইট বাংলাদেশীদের পাশে ছিলো, আগামীতেও পাশে থাকবে। তারা বলেন, ফেন্ডস সোসাইটি প্রবাসী বাংলাদেশীদের সংগঠন।

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক-এর সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজের ফ্রেন্ডস সোসাইটির কর্মকর্তাদের মধ্যে উপদেষ্টা মোহাম্মদ মনির হোসেন, সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ও শেখ হায়দার আলী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সেবুল মিয়া, রেজাউল আজাদ ভূঁইয়া, ইফজাল আহমেদ চৌধুরী সহ আনোয়ার হোসেন, রিজু মোহাম্মদ প্রমুখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আরো উল্লেখ্য, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি করোনায় আক্রান্ত বা ক্ষতিগ্রস্তসহ আনডকুমেনটেড প্রবাসী বাংলাদেশী সহ দলমত নির্বিশেষে অন্যান্য কমিউনিটির মানুষদের মাঝে সাম্প্রতিককালে কুইন্স বরো অফিসের সহযোগিতায় 'ফুড ডিষ্ট্রিবিউশন' ছাড়াও তিন শতাধিক পরিবারের মাঝে পবিত্র রমজান মাসে 'ফুড ও ইফতারী বক্স' এবং পবিত্র ঈদুল ফিতরের আগে 'ঈদ উপহার' (চাল-ডাল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় গ্রোসারী) সামগ্রী বিতড়ণ করে কমিউনিটিতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। এছাড়াও অর্ধ শতাধিক পরিবারের বাসা-বাড়িতে গিয়ে হোম ডেলিভারীর মাধ্যমে 'ঈদ উপহার' পৌছে দেয়া হয় বলে সংগঠনের সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আল আমীন রাসেল ইউএনএ প্রতিনিধিকে জানান। ফ্রেন্ডস সোসাইটির 'ফুড বক্স' (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)



সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
Safwan Travel & Multi Services Corp.



IATA Approved Travel Agent

We Provide
- Individual Tax
- Corporation Tax
- Partnership Tax
- Non-profit Tax
- CAR Tax
- Sale & Payroll Tax
- IRS & State Tax audit Representation
- Immigration
- Accounting
- Bookkeeping
- Balance Letter
- Balance Incorporation

Design, Printing Flyer, Business Card,Banner, Poster & more!

নাক্টার শাড়ী ঘর



Special Eid-Sale

Phone: 347- 621- 4940,718-300-7429
1217 White Plains Road , Bronx , NY 10472

জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির উদ্যোগে সেনসাস কার্যক্রম





(৪৬ পাতার পর) বিতরণে বাংলাদেশী-আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশন (বাপা)-এর কয়েকজন কর্মকর্তা সহযোগিতা করেন। মহামারী করোনায় যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের 'মাদার সংগঠন' হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ সোসাই-টির সভাপতি কামাল আহমেদ সহ নিউইয়র্কে আড়াই শতাধিক বাংলাদেশী প্রাণ হারিয়েছেন।

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.

Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special

সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি
টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি
Domestic & International





Bahalul Syed (uzzal)
President

স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স

Emirates ETIHAD SAUDIA QATAR AIRWAYS TURKISH AIRLINES SINGAPORE AIRLINES American Airlines

DESIGN & PRINTING
- BANNER
- FLYER
- MAGAZINE
- POSTER
- CALENDAR
- BUSINESS CARD

PASSPORT PHOTO

168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
☐ Low Closing Cost ☐ Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA

প্রশংসায় পঞ্চমুখ কমিউনিটি ঃ রাখে আল্লাহ মারে কে!

ব্রঙ্কসে স্ট্রোক করে তিনদিন ঘরে পড়ে থাকা বাঙালী নারীকে উদ্ধার করলো 'হৃদয়ে বাংলাদেশ'



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: মানুষ মানুষের জন্য। এই পুরনো কথাটাই আমাদের মাঝে ফিরে আসে বারবার। নতুন করে সে কথাটাই সামনে নিয়ে এলো নিউইয়র্কে "হৃদয়ে বাংলাদেশ" নামের একটি সংগঠন।সুস্মিতা সেন। বয়স ৬২। চাকুরি করেন ব্যাংক অব আমেরিকার কাস্টমার সার্ভিসে। বসবাস করেন ব্রঙ্কসের (বাকি অংশ ২২ পাতায়)

শোক, সমবেদনা, শ্রদ্ধা আর ভালবাসায় ৯/১১ স্মরণ



বিশেষ প্রতিনিধি: শোক, সমবেদনা, শ্রদ্ধা আর ভালবাসায় যুক্তরাষ্ট্রসহ সারা বিশ্বে পালিত হলো ঐতিহাসিক 'নাইন ইলেভেন' হামলার ১৯তম বার্ষিকী। ২০০১ সালের এই দিনে নিউইয়র্কের ম্যানহাটানের টুইন টাওয়ার সহ ওয়াশিংটন ডিসি'র পেন্টাগন আর নিউজার্সীতে এক সাথে হামলা চালানো হয়। সেই দিনের নারকীয় সেই হত্যাযজ্ঞে তিন হাজারের অধিক নর-নারী নিহত হন। নিহতদের মধ্যে অন্তত ১০/১৫জন বাংলাদেশী রয়েছেন। বদলে যায় বিশ্ব পরিস্থিতি। উত্থান ঘটে জঙ্গীবাদের। যার জের বিশ্ববাসী আজো বহন করে চলেছে। সেদিনের শোক-কে শক্তিতে পরিণত করে এগিয়ে চলেছেন নিহতদের স্বজনরা। এদিকে 'নাইন ইলেভেন' স্মরণে (বাকি অংশ ২২ পাতায়)



ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে যে পরামর্শ দেয় ইসলাম

তোফায়েল গাজালি

রাসূলের (সা.) জীবনে রয়েছে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। ইহ-পরকালীন কল্যাণ ও মুক্তি পেতে তার কালজয়ী আদর্শের বিকল্প নেই। ওজন কমানোর জন্য এখন অনেকেই বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তবে নবীজির (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

ব্রঙ্কসে ৯/১১ এর ভিকটিমদের স্মরণ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: গভীর শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় ৯/১১-এর সন্ত্রাসী হামলার নিহতদের স্মরণ করলো ব্রঙ্কসে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশীরা। গত ১১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার (বাকি অংশ ২১ পাতায়)

জ্যামাইকা এমএস ডেলি গ্রোসারীতে ডাকাতি

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের কুইন্স বরোর ৮৫ এভিনিউ ও ১৬৪ স্ট্রীট জ্যামাইকা হিলসে গত ১২ সেপ্টেম্বর শনিবার দিবাগত রাত আনুমানিক (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

সাঈদ তারেক-এর কলাম

সিনহা রাশেদ হত্যাকান্ড



অসংখ্য সেন্সেশনাল কেসের মত সিনহা রাশেদ হত্যাকান্ডের কেসও ধরে নেয়া যায় সিস্টেমে পড়ে গেছে। আপাতত: তদন্ত কমিটি জিজ্ঞাসাবাদ রিমান্ড স্বীকারোক্তি, এরপর মামলা বিচারের অনন্ত প্রক্রিয়া- এভাবে এক সময় ব্যপারটা স্মৃতির আড়াল হয়ে যাবে। আমরাও ভুলে যাবো। যেমন ভুলে গেছি নারায়নগঞ্জে সাত খুনসহ এমনি অনেক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। সাত খুনের ফাঁসির দন্ডপ্রাপ্তদের কি হয়েছে কে (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

রিয়েল এস্টেট টিপস

বাড়ি বিক্রি করতে যা যানা প্রয়োজন



এম কামাল: এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

ওজন পার্কের আল-ফোরকান জামে মসজিদে

জুমার দিন সড়ক বন্ধ করে নামাজ আদায়ের অনুমতি লাভ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের ওজনপার্কে বাংলাদেশীদের বসতি এতোটাই বেড়েছে যে, জুমায় মসজিদেও মুসল্লিদের জায়গার সংকুলান করা যাচ্ছেনা। জুমার নামাজ চলাকালে মসজিদের ভিতর, বেসমেন্ট, ব্যাকইয়ার্ড ছাড়িয়ে রাস্তাও ভরে যায়। ধর্মীয় কাজে মসল্লিদের আগ্রহ দেখে শুক্রবার দুই ঘন্টা মসজিদের পাশের সড়ক বন্ধ করে নামাজ আদায়ের অনুমতি দিয়েছে নিউইয়র্ক সিটি প্রশাসন। সরেজমিনে দেখা যায়, নিউইয়র্কের ওজন পার্কের আল-ফোরকান জামে মসজিদে চলছে জুমার খুতবা। খুতবা শুনতে মানুষ মসজিদ ছাড়িয়ে পাশের রাস্তায় বসে আছেন। এ অবস্থা দীর্ঘদিন ধরে চলছে। বাংলাদেশী কমিউনিটির এই মসজিদে মুসল্লিদের উপস্থিতি দেখে এগিয়ে এসেছে নিউইয়র্ক (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)



যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি সমাচার

তারেক রহমানের দিকে সবার দৃষ্টি

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: দীর্ঘ প্রায় ৯/১০ বছর হতে চললো যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কমিটি নেই। বছরের পর বছর কমিটি গঠনের মূলা ঝুলেই চলেছে। ফলে দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে চরম হতাশা বিরাজ করছে। সূত্র মতে, মূলত: বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিএনপি'র দলীয় নেতা-কর্মীরা হামলা-মামলা, গুম, খুন, (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ সমাচার

পুরোনো বিরোধ নতুন করে

বিশেষ প্রতনিধি: যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের পুরোনো বিরোধ নতুন করে জেগে উঠেছে। সংগঠনের নেতৃত্বের কোন্দল, দ্বিধা-বিভক্তি, বহিস্কার প্রভৃতি ঘটনা নতুন করে দেখা দিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান আর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ নেতৃত্বাধীন কমিটির বৈধতা নিয়ে। (বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)

সেড়ে উঠুন আব্দুল্লাহ ভাই

ইমরান আনসারী: সেড়ে উঠুন আব্দুল্লাহ ভাই, লড়াই এখনো বাকী। আব্দুল্লাহ ভাই (বাকি অংশ ২১ পাতায়)

ট্রেন-বাসে মাস্ক না পরলে ৫০ ডলার জরিমানা

এমদাদ চৌধুরী দীপু: করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় দফা সংক্রমণ বৃদ্ধির আশংকায় যুক্তরাষ্ট্রবাসী। সংখ্যায় কম হলেও এখনো ৪০টি অঙ্গরাজ্যে মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে। মোট মৃত্যু দু' লাখের কাছাকাছি। এখনো (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

দাঁগনভুইয়া প্রবাসী ফোরামের নতুন কমিটি অভিষিক্ত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: দাঁগনভুইয়া প্রবাসী ফোরাম যুক্তরাষ্ট্র শাখার অভিষেক নিউইয়র্কের ব্রুকলীন কনিআইল্যান্ড এভিনিউস্থ একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট সাংবাদিক শহীদ উল্লাহ কাইছারের সভাপতিত্বে অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক জাহিদ মিন্টু। এতে বিশেষ অতিথি (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের নির্বাচন

সামাদ সভাপতি শামীম সাধারণ সম্পাদক

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের নির্বাচনে মো: সামাদ মিয়া(বাকি অংশ ৩০ পাতায়)





যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন-২০২০

কে পাবেন হোয়াইট হাউজের চাবি

কাজী আসাদ: আসছে নভেম্বরের ৩ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দুই প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণা এখন তুঙ্গে। প্রায় সবকটি জরিপেই জো বাইডেন এগিয়ে আছেন। (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

ব্রঙ্কসে ফ্রেন্ডস ডাবল ডিসকাউন্টের উদ্ধোধন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসের স্টার্লিং এভিনিউ-এর বাংলাবাজারে ফ্রেন্ডস ডাবল ডিসকাউন্ট নামে বাঙালী মালিকানায় আরো একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছে। গত ৭ সেপ্টেম্বর (বাকি অংশ ২২ পাতায়)

ঘরে বসে দেশে টাকা পাঠান
কোন ধরনের ফি ছাড়া
আকর্ষণীয় এক্সচেঞ্জ রেইটে
নিরাপদে মুহূর্তেই পৌঁছে যাবে আপনার প্রিয়জনের
বিকাশ একাউন্টে
sendwave bKash
SIGN UP TODAY GET $5 CREDIT PROMO CODE: POTRIKA
sendwave Download on the App Store GET IT ON Google Play
24 ঘন্টা দেশে টাকা পাঠান যখন প্রয়োজন তখন
sendwave
*terms and conditions may apply

আব্দুল মন্নান
হজ্জ কাফেলা-২০২০
105-24 75th Street, Ozone Park, NY 11417
ABDUL MANNAN
347-605-2458 or 718-296-7759

J.K. GAIN MULTISERVICES
A company you can trust...
• Tax Services
• Life Insurance
• Health Insurance
• Auto Insurance
• Home Insurance
• Business Insurance
• TLC Insurance
• DOC.
Tax File Only For $50.00
347-536-5107

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
IATA Approved Travel Agent
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472.

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃ ষ্ঠায় দেখু ন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Cell: 917-355-7374
(বিস্তারিত ৪১ পাতায়)

গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Call Now
718-296-8998
718-296-9873
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE. OZONE PARK, NY 11416
FAX: 718-296-8299, EMAIL: GLOBAL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com